NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

দেখুন

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ বাংলা রাজধানী এক্সপ্রেসের মতো দ্রুতগতিতে এগোবে: অর্জুন সিং

হেস্টিংসের গণনাকেন্দ্র থেকে অভিষেককে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ ৩

কলকাতা ৫ মে ২০২৬ ২১ বৈশাখ ১৪৩৩ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ৩২২ সংখ্যা ১২ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 05.05.2026, Vol.19, Issue No. 322, 12 Pages, Price 3.00

শ্যামাপ্রসাদের মাটিতে গেরুয়া স্বপ্নপূরণ

নমো-জাগরণ

পদ্ম-প্লাবনে তৃণ-নির্মূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: শেষ হলো এক দশকের দীর্ঘ রাজনৈতিক একাধিপত্য। বাংলার তপ্ত রাজনৈতিক মানচিত্রে এক মহাপ্রলয় ঘটে গেল। ইভিএম-এর প্রতিটি বোতামে প্রতিফলিত হয়েছে এক নীরব গণ-অভ্যুত্থান। গঙ্গার বুক চিরে বয়ে যাওয়া হাওড়া ব্রিজ থেকে শুরু করে কালীঘাটের অলিগলি, সর্বত্রই এক নতুন ইতিহাসের পদধ্বনি। নীল-সাদা রাজপ্রাসাদের দখল নিয়েছে গেরুয়া শিবির।

সকাল থেকেই গণনাকেন্দ্রের পারদ চড়ছিল। বেলা বাড়তেই স্পষ্ট হয়, জনমত কোন অভিমুখে। হাওড়া ব্রিজের ওপর তখন আবিরের ধুলোয় আকাশ দৃশ্যমান নয়। গেরুয়া পতাকার অরণ্যে দাঁড়িয়ে এক প্রবীণ বিজেপি কর্মী ধরা গলায় বললেন, 'আজ বাংলার মানুষের দীর্ঘদিনের রুদ্ধশ্বাস মুক্তি পেল। এই জয় আমাদের একার নয়, এই জয় সেইসব মানুষদের যারা দিনের পর দিন শাসকের চোখরাঙানি সহ্য করেছেন।'

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল রাজ্যের রাজনীতিতে এক ঐতিহাসিক পালাবদলের ইঙ্গিত দিচ্ছে। কোচবিহার থেকে মেদিনীপুর, পুরুলিয়া থেকে বর্ধমান, একাধিক জেলায় কার্যত নিশ্চিহ্ন ঘাসফুল শিবির। উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল, রাঢ়বঙ্গ, প্রায় সর্বত্রই বিরোধী শক্তির জোয়ার তৃণমূলের সংগঠনকে কোণঠাসা করে দিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের সর্বশেষ ট্রেন্ড অনুযায়ী ২৯৪ আসনের মধ্যে ২৯৩টির অবস্থান স্পষ্ট। বিজেপি ২০৪ আসনে এগিয়ে বা জয়ী, তৃণমূল ৮৩, কংগ্রেস ২, এজেপি ২, সিপিআই(এম) ১ এবং এআইএসএফ ১ আসনে সীমাবদ্ধ। কমিশন জানিয়েছে, এই ট্রেন্ড রিটার্নিং অফিসারদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত, চূড়ান্ত ফল প্রকাশ পাবে ফর্ম-২০-এ।

এই ফলাফলের অঙ্কই বলছে, ১৪৮-এর সংখ্যাগরিষ্ঠতার সীমা বহু আগেই অতিক্রম করেছে বিজেপি। ফলে এটি কেবল জয় নয়, কার্যত ক্ষমতার বদলের স্পষ্ট বার্তা। দীর্ঘদিনের তৃণমূল-কেন্দ্রিক দ্বিমুখী রাজনৈতিক লড়াই ভেঙে গিয়ে এক নতুন সমীকরণের জন্ম হয়েছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

২০২১ সালের নির্বাচনে তৃণমূল যেখানে ২০০-র বেশি আসন নিয়ে সরকার গড়েছিল, সেখানে মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে এমন ভরাডুবি নজিরবিহীন। বিজেপি তখন প্রায় ৮০ আসনে সীমাবদ্ধ ছিল, আর এ বার সেই দলই দুইশোর গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। এই উলটপুরাণ শুধু সংখ্যার নয়, ভোটার মানসিকতার বড় পরিবর্তনেরও ইঙ্গিত দিচ্ছে।

প্রচারে বিজেপি যে বিষয়গুলি সামনে এনেছিল, সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অনুপ্রবেশ ইস্যু, স্থানীয় অর্থনৈতিক চাপ, এবং শাসকদলের বিরুদ্ধে জমে থাকা অসন্তোষ, তা যে ভোটবাক্সে প্রতিফলিত হয়েছে, তা ফলাফলের ট্রেন্ডেই স্পষ্ট। পাশাপাশি সংগঠনগত বিস্তার এবং বুথস্তরের শক্তি বৃদ্ধিও বড় ভূমিকা নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে, তৃণমূলের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের ক্ষমতায় থাকার ক্লান্তি, স্থানীয় স্তরে ক্ষোভ এবং বিরোধী ভোটের একত্রীকরণ বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছে।

'গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর সর্বত্র পদ্ম'

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'বাংলার এই জয় ভোট পরবর্তী হিংসায় মৃত বিজেপি কর্মীদের পরিবারকে উৎসর্গ করলাম।' বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনে গেরুয়া ঝড়ের পর এই বার্তাই দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই জয় ঐতিহাসিক। বাংলায় নতুন সূর্যোদয় হল। বেশ কয়েক বছরের তপস্যার ফল মিলেছে। অঙ্গ-কলিঙ্গের পরে বিজেপির বঙ্গ জয়। শুধু তাই নয়, বাংলায় 'হিংসার সংস্কৃতি ছাড়ুন' এই আর্জিও করেছেন তিনি। মোদী বলেন, 'বাংলায় রাজনৈতিক হিংসায় অনেক জীবন নষ্ট হয়েছে, এ বার বদলা নয়, বদল।'

বঙ্গে গেরুয়া সুনামি ঘটিয়ে 'বিস্মৃত' শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শ্যামাপ্রসাদের বাণী মনে করিয়ে মোদী বলেন, 'উনি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বপ্ন এবার সত্যি হতে চলেছে। প্রতিশ্রুতি দিলেন, ভয়মুক্ত, উন্নয়নের বাংলা গড়ার। যে বাংলায় মহিলারা নিরাপদে থাকবেন। যুবকদের কর্মসংস্থান হবে। এবং সর্বোপরি বাংলা থেকে তাড়ানো হবে অনুপ্রবেশকারীদের।'

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে ইতিমধ্যেই প্রায় জয় নিশ্চিত করে ফেলেছে বিজেপি। বিজেপির বিপুল জয়ে অভিভূত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সমাজমাধ্যমে লিখলেন 'পশ্চিমবঙ্গে পদ্ম ফুটেছে!' জয় নিশ্চিত হওয়ার পরেই একেবারে বাঙালিবাবু সেজে জনগণের সামনে হাজির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিজেপির কোটি কোটি কর্মীদের ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

পরনে সাদা পাঞ্জাবি, ধাক্কাপাড়ের কোরা ধুতি আর গলায় গেরুয়া উত্তরীয়। মোদীর সাজে স্পষ্ট বাঙালিয়ানা। মুখে জয়ের চওড়া হাসি। আগেই বলেছিলেন, ২০২৬-এর বিধানসভায় ২০০-র বেশি আসনে জয়ী হবে তাঁদের দল। এখন সেই জয় প্রায় নিশ্চিত। পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে ধন্যবাদ জানাতে তাদেরই 'ঘরের ছেলে'র সাজে সেজে উঠেছেন মোদী। পাঁচ রাজ্যের ভোটের ফল প্রকাশের পরই এদিন সন্ধেয় বিজেপির সদর দপ্তরে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী। বিজেপির এই জয় প্রসঙ্গে কর্মী-নেতাদের শুভেচ্ছা জানান তিনি। বাংলায় এবার ফলাফলে গেরুয়া ঝড় দেখা গিয়েছে। উত্তরবঙ্গ তো বটেই দক্ষিণবঙ্গেও তৃণমূল কোণঠাসা। বাংলায় পতন হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের।

'সোনার বাংলায় নতুন ভোর'

নিজস্ব প্রতিবেদন: নতুন ইতিহাস তৈরি করে প্রথমবার বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় এল। কোন ম্যাজিকে একুশে মাত্র ৭৭ থেকে ছাব্বিশে প্রায় ২০০-এ লাফিয়ে উঠে গেল গেরুয়া শিবির, তা নিয়ে কাটাছেঁড়া শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে। তবে এহেন সাফল্যের নেপথ্যে একজনের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি নিঃসন্দেহে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই ২০২০ সালে যে তৃণমূল শিবির ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বিজেপিতে, সেই দলেই নিজের জমি তৈরি করেছেন, বিশ্বাসযোগ্যতা আর দক্ষতা প্রমাণ করেছেন। আর দীর্ঘ এই সংগ্রামের সুফল আজ পেলেন তিনি এবং তাঁর দল।

তৃণমূল ছাড়ার পরই বাংলা থেকে তৃণমূল সরকারকে উৎখাতের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। একুশে মাটি কামড়ে পড়ে থাকলেও সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন হয়নি। লক্ষ্যের ধারে কাছেও পৌঁছতে পারেনি পদ্মশিবির। কিন্তু ছাব্বিশে পূরণ হল স্বপ্ন। গেরুয়া ঝড়ে ম্লান হয়ে গেল তৃণমূল। এক্স হ্যান্ডলে লড়াকু কর্মীদের কুর্নিশ জানিয়েছেন শুভেন্দু। রাজ্যবাসীকে প্রণাম জানিয়ে তিনি লিখলেন, 'সোনার বাংলায় নতুন ভোর।'

পদ্মাসনে বাংলা

২০২৬ আসন - ২৯৩	২০২১ আসন- ২৯৪
জাদু সংখ্যা- ১৪৭	জাদু সংখ্যা- ১৪৮

দল/জোট	আসন	প্রাপ্ত ভোট
বিজেপি	২০৬	৪৫.৮৫ শতাংশ
তৃণমূল	৮১	৪০.৮০ শতাংশ
সিপিএম	১	৪.৪৫ শতাংশ
কংগ্রেস	২	২.৯৭ শতাংশ
অন্যান্য	৩	৪.২৬ শতাংশ

ফলতা আসনে পুনর্নির্বাচন হবে

২০২১

তৃণমূল	২১৫
বিজেপি	৭৭
আইএসএফ	১

বাকি ৪ রাজ্যে

অসম		তামিলনাড়ু	
মোট আসন	১২৬	মোট আসন	২৩৪
বিজেপি	১০৩	টিভিকে	১০৫
কংগ্রেস	২০	ডিএমকে	৭৩
এআইইউডিএফ	২	এডিএমকে	৫০
অন্যান্য	১	অন্যান্য	৬
কেরল		**পুদুচেরি**	
মোট আসন	১৪০	মোট আসন	৩০
এলডিএফ	৩৫	এনআরসি	১৮
ইউডিএফ	৮৯	ইউপিএ	৬
এনডিএ	৩	টিভিকে	৩
অন্যান্য	১৩	পিএমকে	০

আমাকে মেরেছে, ১০০ সিট চুরি করেছে: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: গণনাকেন্দ্রে আক্রান্ত বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়! সোমবার বিকেলে শাখাওয়াত মেমোরিয়ালের গণনাকেন্দ্র থেকে তৃণমূলের এজেন্টকে বের করে দেওয়ার খবর পেয়ে কার্যত ঘরের পোশাকেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন মমতা। বেশ কয়েকঘণ্টা পর বেরিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন তিনি। মমতা এদিন বলেন, 'আমাকে মেরেছে। আমি প্রার্থী, আমাকে ঢুকতে দিচ্ছে না। এটা একটা দানবিক পার্টি। ১০০ টা সিট চুরি করেছে।' বিজেপি ও কমিশনকে একযোগে নিশানা করে মমতা জানালেন, তিনি সংশ্লিষ্ট জায়গায় অভিযোগ জানাবেন। তবে রাজ্যে গেরুয়া ঝড়ের মাঝেও আত্মবিশ্বাসী মমতা। বললেন, 'আমরা ঘুরে দাঁড়াব।'

ছাব্বিশে ২২৬-এর বেশি আসনে জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরুর প্রথমদিন থেকে বিজেপি এবং কমিশন কারচুপি করতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। তবে বিশ্বাস ছিল বাংলার মানুষের প্রতি। সোমবার ভোটগণনার ট্রেন্ড আসতেই দেখা যায়, তৃণমূলকে ছাপিয়ে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে বিজেপি। কিন্তু এরপরেও ভিডিওবার্তায় এজেন্টদের মাটি কামড়ে পড়ে থাকার নির্দেশ দেন তিনি। কিন্তু দুপুর গড়াতেই সাখাওয়াতের গণনা কেন্দ্রের বাইরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তৃণমূল নেতা কর্মীদের মারধরের অভিযোগ ওঠে বিজেপির বিরুদ্ধে।

এমনকী মুখ্যমন্ত্রীর এজেন্টকেও মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। এরপরেই সাখাওয়াতের গণনা কেন্দ্রে পৌঁছে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও সেখানে আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী।

বিসর্জন

পরাজিত মন্ত্রীদের তালিকা

ভবানীপুর- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (মুখ্যমন্ত্রী)
বিধাননগর - সুজিত বসু (দমকলমন্ত্রী)
দমদম- ব্রাত্য বসু (শিক্ষামন্ত্রী)
দমদম উত্তর- চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য (স্বাস্থ্য ও অর্থ প্রতিমন্ত্রী)
দিনহাটা- উদয়ন গুহ (উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী)
সবং- মানস ভুঁইয়া (সেচমন্ত্রী)
শালবনি- শ্রীকান্ত মাহাত (ক্রেতাসুরক্ষা মন্ত্রী)
বিনপুর- বীরবাহা হাঁসদা (বনমন্ত্রী)
চন্দননগর- ইন্দ্রনীল সেন (কারিগরি শিক্ষামন্ত্রী)
মোথাবাড়ি- সাবিনা ইয়াসমিন (সেচ প্রতিমন্ত্রী)
মন্তেশ্বর- সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী (গ্রন্থাগারমন্ত্রী)
দুর্গাপুর পূর্ব- প্রদীপ মজুমদার (পঞ্চায়েতমন্ত্রী)
হেমতাবাদ- সত্যজিৎ বর্মন (স্কুলশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী)
জাঙ্গিপাড়া- স্নেহাশিস চক্রবর্তী (পরিবহণমন্ত্রী)
পূর্বস্থলী দক্ষিণ- স্বপন দেবনাথ (প্রাণিসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী)
টালিগঞ্জ- অরূপ বিশ্বাস (আবাসন মন্ত্রী)
আসানসোল উত্তর- মলয় ঘটক (শ্রম মন্ত্রী)
শ্যামপুকুর- শশী পাঁজা (শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী)

একযোগে বসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ শুনছেন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব।

নন্দীগ্রামে আবারও শুভেন্দুর জয়, গুরু-শিষ্য লড়াইয়ে পরাজিত পবিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, নন্দীগ্রাম: পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম ফের প্রমাণ করল, এ কেন্দ্রের রাজনীতি এখনও নাটকীয়তার কেন্দ্রবিন্দু। টানটান লড়াইয়ের শেষে জয় ছিনিয়ে নিলেন শুভেন্দু অধিকারী, পরাজিত হলেন তাঁর একসময়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী পবিত্র কর। গণনার শুরু থেকেই এগিয়ে ছিলেন শুভেন্দু। পোস্টাল ব্যালট খোলার পর থেকেই তাঁর লিড তৈরি হতে শুরু করে এবং ধাপে ধাপে সেই ব্যবধান বাড়ে। দুপুরের পর একাধিক রাউন্ড পেরোতেই ব্যবধান কয়েক হাজারে পৌঁছয়। রাজনৈতিক শিবিরে তখনই স্পষ্ট হয়ে যায় ফলের দিক। এই লড়াইকে ঘিরে আবেগও ছিল প্রবল। নিজেই আগে বলেছিলেন, এবারও নন্দীগ্রামে গুরু-শিষ্যের লড়াই, আগের বার শিষ্য জিতেছিল, এবারও তাই হবে। সেই বক্তব্যই শেষ পর্যন্ত বাস্তবে রূপ পেল। ২০০৭ সালের আন্দোলনের পর থেকেই নন্দীগ্রাম রাজ্যের ক্ষমতার রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। এক সময় বাম ঘাঁটি, পরে তৃণমূলের শক্ত ঘর; এখন সেখানে বিজেপির দখল বজায় থাকল। বিশেষজ্ঞদের মতে, এখানে ব্যক্তিত্ব, সংগঠন আর স্থানীয় আবেগ; তিনটিই ফল নির্ধারণে বড় ভূমিকা নেয়। ফলে একুশের পর ছাব্বিশেও একই ছবি; নন্দীগ্রাম আবারও শুভেন্দুর।

সরকারি ফাইলের সুরক্ষায় কড়া নির্দেশ মুখ্যসচিবের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের ফলাফল স্পষ্ট হওয়ার পরই প্রশাসনিক স্তরে সতর্কতা জোরদার করল রাজ্য সরকার। সরকারি নথি ও ফাইলের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কড়া নির্দেশ দিলেন মুখ্যসচিব দুশন্ত নারিওয়ালা। সব দপ্তরের সচিবদের উদ্দেশে পাঠানো এক লিখিত বার্তায় তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, কোনও অবস্থাতেই সরকারি নথি বা ফাইল সরানো, নষ্ট করা বা বাইরে নিয়ে যাওয়া যাবে না। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্দেশে আরও বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট নথি স্ক্যান বা ফটোকপি করাও নিষিদ্ধ। ভোট পরবর্তী পরিস্থিতিতে নথি সুরক্ষা নিয়ে কোনও ধরনের গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না বলেই বার্তায় উল্লেখ রয়েছে। নির্দেশ অমান্য করলে কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করা হয়েছে। রাজনৈতিক পালাবদলের সম্ভাবনা তৈরি হলে প্রশাসনিক নথি সুরক্ষা নিয়ে অতীতে বিভিন্ন রাজ্যে বিতর্কের নজির রয়েছে। সেই প্রেক্ষিতেই আগাম সতর্কতা হিসেবে এই নির্দেশ জারি বলে মনে করছেন প্রশাসনিক মহলের একাংশ। ভোটের ফল ঘোষণার পর দফতরগুলিতে যাতে কোনও রকম বিশৃঙ্খলা বা নথি সংক্রান্ত অনিয়ম না ঘটে, তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ।

উত্তর হাওড়ায় জয়ের পর বড় বার্তা, আস্থা ফেরানোর অঙ্গীকার উমেশ রাইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: উত্তর হাওড়ার রাজনৈতিক মানচিত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটল। জয় নিশ্চিত হওয়ার পর দৃঢ় সুরে ভবিষ্যতের দিশা দেখালেন উমেশ রাই। এবারের নির্বাচনে হাওড়া জেলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই আসনে জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী উমেশ রাই। তিনি মোট ৬৭,৫৩৯টি ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। গতবারের তুলনায় বিজেপির ভোটের ব্যবধান বেড়েছে ১১,২৫০। অন্যদিকে, অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী গৌতম চৌধুরী ৫৬,২৮৯টি ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। ২০২১ সালের তুলনায় তৃণমূল এখানে ১১,২৫০টি ভোট হারিয়েছে, যা এই শিল্পাঞ্চলে শাসকদলের আধিপত্য হ্রাসের স্পষ্ট ইঙ্গিত। উমেশের বক্তব্যে যেমন ছিল আবেগ, তেমনই ছিল আদর্শের পুনরুচ্চারণ। জয়ের মুহূর্তে তিনি বলেন, এই সাফল্য আমার একার নয়, এটি কোটি মানুষের বিশ্বাসের জয়। আমরা এই জয় উৎসর্গ করছি ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির চরণে। তাঁর দাবি, বহুদিন আগে যে স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল, সেই স্বপ্নই ধীরে ধীরে বাস্তবের পথে এগোচ্ছে। উত্তর হাওড়ার জনমানস নিয়ে উদ্বেগের কথাও তুলে ধরেন নবনির্বাচিত বিধায়ক। তাঁর কথায়, এলাকার মানুষ এতদিন ভয়ের আবহে ছিলেন, তাদের আস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেই বিশ্বাস ফেরানোই এখন সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। তিনি স্পষ্ট করে দেন, প্রশাসনের মূল লক্ষ্য হবে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা।

আইনশৃঙ্খলা প্রসঙ্গে তাঁর কড়া অবস্থানও চোখে পড়ার মতো। উমেশ রাই বলেন, দুষ্কৃতীর দাপট চলবে না, সেই পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে আমরা বদ্ধপরিকর। তাঁর মতে, সাধারণ মানুষের স্বস্তিই হবে আগামী দিনের রাজনীতির মূল মাপকাঠি। পাঁচ বছরের অঙ্গীকার নিয়েও নির্দিষ্ট বার্তা দিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, আমি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তা পূরণ করবই। কথার মর্যাদা রাখাই আমার প্রথম লক্ষ্য। এই মন্তব্যে দায়িত্ববোধের পাশাপাশি রাজনৈতিক আত্মবিশ্বাসও স্পষ্ট।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই বক্তব্য শুধু জয়ের উচ্ছ্বাস নয়, বরং ভবিষ্যৎ প্রশাসনের এক রূপরেখা। একদিকে আদর্শের প্রতি আনুগত্য, অন্যদিকে মানুষের প্রত্যাশা পূরণের প্রতিশ্রুতি; এই দুইয়ের সমন্বয়েই নিজের অবস্থান স্পষ্ট করতে চেয়েছেন উত্তর হাওড়ার নতুন মুখ। সব মিলিয়ে, ফল ঘোষণার পরপরই যে বার্তা সামনে এল, তা শুধু একটি আসনের সীমানায় আটকে নেই। বরং বৃহত্তর রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এটি হয়ে উঠতে পারে এক গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত।

প্রয়াত সাংবাদিক শিপ্রা সেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিশিষ্ট সাংবাদিক ও প্রেস ক্লাব সদস্যা শিপ্রা সেন সাহার প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করল প্রেস ক্লাব, কলকাতা। ৪ এপ্রিল, সোমবার দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রেখে গেলেন স্বামী ও দুই পুত্রকে। তিন দশকের বেশি সময় তিনি আকাশবাণী কলকাতার সংবাদ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি অপরাধ ও পুলিশ সংক্রান্ত খবর সংগ্রহে বিশেষ পেশাগত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সদা মিষ্টিভাষী শিপ্রা সেন সাহা সাংবাদিক মহলে বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি প্রেস ক্লাব, কলকাতা গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছে ও তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন জানাচ্ছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, **Nanmika Dutta**, W/o, Aloke Kumar Dutta, R/o. 32/10, Andul 1st Bye Lane, P.O. - Danesh Sk. Lane, P.S. - A.J.C Bose Botanic Garden, Howrah - 711109 do hereby declare that I have changed my name from Nanmika Dutta to Anamika Dutta and henceforth I shall be known as Anamika Dutta in all purpose, vide Affidavit No. 28 dated 02.05.2026 sworn before the Notary Public at Howrah. That both **Anamika Dutta** and **Nanmika Dutta** are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

আমি, স্বর্গীয় সত্যকিঙ্কর রায়ের পুত্র, ঠিকানা: - গ্রাম বাঁশাই, নৈটি রোড, ধর্মতলা, মিতালী সংঘ মাঠের নিকট, ডাকঘর কানাইপুর, থানা উত্তরপাড়া, জেলা হুগলি, পিন-৭১২২৩৪, পশ্চিমবঙ্গ। ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর কোর্ট, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - এর Affidavit দ্বারা Pravat Kumar Roy - নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No: ৮৩৬২ Dated :- 19th March 2026, Pravat Roy, Prabhat Roy এবং Pravat Kumar Roy একই ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট জজ আদালত

জে, মিস নং-৯/২০২৫ সাল

R No.30/2025

ধার্য্যদিন ৬/৬/২৬ তাং

জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর সবং থানার অন্তঃগর্ত বড়চাহারা গ্রাম্য দেবতা শ্রী শ্রী হরি জীউ ঠাকুরের পক্ষে সেবাইতগন যথা – শ্রী ঘনশ্যাম মান্না দীং..... দরখাস্তকারীগন

= বনাম =

শ্রী রাধাশ্যাম গাঁতাইত দীং..... প্রতিপক্ষগন

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং থানার অন্তঃগর্ত বড়চাহারা গ্রামের সর্বসাধারন অধিবাসীগন কে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারীগন উপরোক্ত আদালতে উক্ত শ্রী শ্রী হরি জীউ ঠাকুরের নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তিতে স্কিম গঠনের ও সেবা পূজাদির কার্য্যভার গ্রহনের জন্য অনুমতির প্রার্থনায় উক্ত নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনার/আপনাদের কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উপযুক্ত উকিল বাবু গনের দ্বারা হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। নতুবা আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে। <u>তপশীল সম্পত্তির বিবরন</u>

লট নং-১, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর থানা-সবং, মৌজা-খোলাগেড়্যা, জে,এল, নং-১৬৮, খতিয়ান নং-৫২৪, ২২২ দাগে জল ৮৮ ডেঃ / ৮৮ ডেঃ,

লট নং-২, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর থানা-সবং, মৌজা-বড়চাহারা, জে,এল, নং-৩১২, খতিয়ান নং-৬০১, ৯৭ দাগে জল ২২ ডেঃ

৪৪৮ দাগে জল ৩৫ ডেঃ / ৫৭ ডেঃ

ইতি – আদেশানুসারে

গৌতম বৈদ্য (সেরেস্তাদার)

ডিষ্ট্রিক্ট জজ আদালত পশ্চিম মেদিনীপুর

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৫ই মে। ২১শে বৈশাখ, মঙ্গল বার। চতুর্থী তিথি, জন্মে বৃশ্চিক রাশি, অষ্টোত্তরী শনি র দশা, বিংশোত্তোরী বুধ র মহাদশা, মৃতে এক পাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র। কুম্ভ রাশি কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।

শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মায়ের আবির্ভাব তিথি)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

কাশীপুরে উত্তাপ, থানা ঘেরাও করে বিজেপির প্রতিবাদ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের ফল প্রকাশের রেশ কাটতে না কাটতেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তর কলকাতার কাশীপুর-বেলগাছিয়া এলাকা। তৃণমূলের বিরুদ্ধে লাগাতার হামলার অভিযোগে এবার সরাসরি রাস্তায় নামার সিদ্ধান্ত নিলেন নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি। এলাকার দলীয় কর্মীদের ওপর হওয়া আক্রমণের প্রতিবাদে এবং দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে তিনি কাশীপুর থানার সামনে এক বিক্ষোভ ও ধর্ণা কর্মসূচির ডাক দিয়েছেন।

বিজেপি শিবিরের অভিযোগ, নির্বাচনের ফলাফল স্পষ্ট হতেই জয়ী প্রার্থীর অনুগামীদের ওপর চড়াও হয়েছে শাসকদলের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবং এই 'সন্ত্রাস' রুখতে প্রশাসনকে কড়া বার্তা দিতেই থানার দোরগোড়ায় বসে প্রতিবাদ জানাবেন স্বয়ং রীতেশ তিওয়ারি।

বিজেপি প্রার্থীর স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, গণতন্ত্রে হারের গ্লানি ঢাকতে হিংসার পথ বেছে নেওয়া কাপুরুষতা। পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকলে আমরা আন্দোলন থেকে সরব না। অন্যদিকে, এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, জয়ের পর এই প্রতিবাদ কর্মসূচি কেবল প্রতিবাদের ভাষা নয়, বরং এলাকা দখলের লড়াইতে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেওয়ার একটি কৌশল।

২৫ বৈশাখে অষ্টাদশ বিধানসভার শপথ, প্রস্তুতিতে ব্যস্ত প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে অষ্টাদশ বিধানসভার শপথ গ্রহণের দিনক্ষণ চূড়ান্ত। আগামী ২৫ বৈশাখ রাজভবনে অনুষ্ঠিত হবে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। ভোটপর্ব মিটে যাওয়ার পর দ্রুত প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে তৎপর নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্য প্রশাসন। কমিশন সূত্রে খবর, রাজ্যে আসছেন নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষক (সেক্রেটারি) এস বি যোশী। তাঁর উপস্থিতিতেই ২০২৬ সালের বিধানসভার চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন হবে। ভোটের ফলাফল ও প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মিলিয়ে তালিকা তৈরির প্রক্রিয়া শেষ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। বুধবার নির্বাচন কমিশনের গেজেট নোটিফিকেশন জারি হওয়ার পর তা নিয়ে রাজভবনে যাবেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল এবং কমিশনের পর্যবেক্ষক। সেখানে রাজ্যপালের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফলের নথি পেশ করা হবে বলেই জানা গিয়েছে। সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেই ২৫ বৈশাখ শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে নতুন সরকারের পথচলা শুরু হবে। নির্বাচন পরবর্তী প্রশাসনিক ধাপগুলি দ্রুত সম্পন্ন করতে যে তৎপরতা শুরু হয়েছে, তা থেকেই স্পষ্ট; রাজ্যে সরকার গঠনের প্রক্রিয়া এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে।

ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রীর ভাইয়ের বউকে 'চোর' স্লোগান, বিক্ষোভের মুখে এলাকা ছাড়লেন কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গণনার দিন শহরের রাজনৈতিক আবহে আচমকাই চড়ল উত্তাপ। ভবানীপুর গণনাকেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় বিক্ষোভ ঘিরে তীব্র অশান্তির পরিস্থিতি তৈরি হল। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন মমতা ব্যানার্জি, আর তার কিছু পরেই উত্তেজনা আরও বাড়ে। সূত্রের খবর, গণনাকেন্দ্রে ঢোকার পর বাইরে জড়ো হন বিরোধী শিবিরের সমর্থকেরা। স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে এলাকা। সেই সময় সেখানে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রীর ভ্রাতৃবধূ কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে লক্ষ্য করে প্রতিবাদকারীদের একাংশ 'চোর' বলে স্লোগান দিতে শুরু করেন। পরিস্থিতি দ্রুত জটিল হয়ে ওঠে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, মুহূর্তের মধ্যে পরিবেশ বদলে যায়, চারদিক থেকে স্লোগান উঠতে থাকে। আর এক স্থানীয়ের কথায়, পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। ক্রমশ চাপ বাড়তে থাকায় শেষ পর্যন্ত এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে যেতে দেখা যায় কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়কে। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত নজরদারি জোরদার করা হয়, যাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

সঠিকভাবে ফলল নরেন্দ্র মোদীর ভবিষ্যদ্বাণী, ৯টি জেলা তৃণমূল শূন্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের ফল ঘোষণার আগেই যে ইঙ্গিত ছুড়ে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী, তা নিয়েই এখন রাজনৈতিক মহলে তুমুল আলোচনা। নির্বাচনের প্রাক্কালে তাঁর মন্তব্য; কয়েকটি জেলায় শাসক দল সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে; ফলপ্রকাশের পর নতুন মাত্রা পেয়েছে। উত্তরবঙ্গ থেকে জঙ্গলমহল; একাধিক জেলায় বিরোধী শিবিরের ঝড়ে কার্যত ভেঙে পড়েছে তৃণমূলের সংগঠন। কয়েকটি জেলায় তাদের খাতা খুলতেই পারেনি বলে জানা যাচ্ছে। এই ফল ঘিরে স্থানীয়দের প্রতিক্রিয়াও স্পষ্ট।

ফলের দিনেই শ্যামাপ্রসাদের বাড়িতে বিজেপি, 'আদর্শের জয়ের' বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের ফল সামনে আসতেই উত্তর কলকাতার প্রতাপাদিত্য রোডে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাড়িতে পৌঁছলেন বিজেপি নেতৃত্ব। ফল ঘোষণার আবহেই এই সফর ঘিরে রাজনৈতিক তাৎপর্য বাড়িয়েছে গেরুয়া শিবির। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য-সহ শীর্ষ নেতারা সেখানে গিয়ে মূর্তিতে মাল্যদান করেন। দলীয় নেতৃত্বের দাবি, এই ফল শুধু আসন জয়ের অঙ্ক নয়, একটি ভাবধারার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। শমীকের কথায়, এই সাফল্য শ্যামাপ্রসাদের আদর্শের প্রতি মানুষের আস্থারই প্রতিফলন। দলীয় এক কর্মীর বক্তব্য, বাংলার মানুষ আবার সেই পথেই ফিরেছে, যা তিনি দেখিয়েছিলেন। আর এক সমর্থক বলেন, এটা একরকম ঘরে ফেরা; আদর্শের কাছে ফিরে আসা।

বিজেপি নেতৃত্বের মতে, বাংলার এই ফলাফল ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমানের এক নতুন সংযোগ তৈরি করেছে। তাঁদের দাবি, অবিভক্ত বাংলা ও শক্তিশালী দেশের যে ভাবনা শ্যামাপ্রসাদ সামনে এনেছিলেন, তারই প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে এই নির্বাচনে। রাজনৈতিক মহলের মতে, ফলের দিনেই এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন নিছক আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং সুস্পষ্ট বার্তা। নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের মধ্যে নিজেদের আদর্শগত ভিত্তি আরও জোরালো করে তুলতেই এই পদক্ষেপ বলেই মনে করা হচ্ছে।

গণনাকেন্দ্রের গেটে উত্তেজনা, পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার ভবানীপুরের গণনাকেন্দ্র চত্বরে সোমবার দুপুরে আচমকাই চড়ে ওঠে রাজনৈতিক উত্তাপ। একাদশ দফার গণনার পর সেখানে পৌঁছন বিরোধী শিবিরের প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। গেটের সামনে পৌঁছতেই উর্দিহীন মহিলা পুলিশকর্মীদের উপস্থিতি দেখে প্রকাশ্যেই অসন্তোষ উগরে দেন তিনি। চোখে চোখ রেখে কর্তব্যরতদের উদ্দেশে তাঁর কড়া মন্তব্য, বাড়ি চলে যান, বাড়ি চলে যান! কারও নির্দেশে আর কিছু করতে হবে না। তাঁর অভিযোগ, অতীতেও তাঁকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ধাক্কা দেওয়া হয়েছে। স্পষ্ট ভাষায় বলেন, আমাকে ধাক্কা মেরেছেন আপনারা। কতবার মেরেছেন, সব নথিভুক্ত আছে। সমস্ত প্রমাণ আমার কাছে রয়েছে। ঘটনাস্থলে তখন তুমুল ভিড়। সমর্থক ও সংবাদমাধ্যমের চাপে পরিস্থিতি সামলাতে হিমশিম খায় নিরাপত্তারক্ষীরা। অভিযোগ ওঠে, সাদা পোশাকে থাকা কিছু পুলিশকর্মী ভিড়ের মধ্যে মিশে প্রবেশে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। সেই মুহূর্তেই ক্ষোভ চরমে ওঠে। এক পর্যায়ে তিনি জানান, আমি একাই ভিতরে যাব। পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে উঠলেও পরে নিয়ন্ত্রণে আসে।

তৃণমূলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, সুযোগ নিয়েছে বিজেপি, ফল নিয়ে সেলিমের মন্তব্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর স্পষ্ট ভাষায় প্রতিক্রিয়া জানাল বাম নেতৃত্ব। দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের মতে, এই রায় মূলত শাসক দলের বিরুদ্ধে মানুষের জমে থাকা অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ। সেলিম বলেন, দুর্নীতি ও অপশাসনের বিরুদ্ধে মানুষ স্পষ্ট মত দিয়েছেন। তবে একই সঙ্গে তাঁর দাবি, এই ক্ষোভের সুযোগ নিয়েই অন্য শক্তি নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তাঁর কথায়, অনেক ভোটারের নাম বাদ যাওয়া, কেন্দ্রীয় সংস্থার সক্রিয়তা এবং বিপুল বাহিনী মোতায়েন; সব মিলিয়ে এক ধরনের ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। পাশাপাশি বিভাজনের রাজনীতির প্রসঙ্গও তুলে ধরেন তিনি। বিরোধী ঐক্য নিয়েও আত্মসমালোচনার সুর শোনা যায়। সমঝোতা না হওয়ায় বিকল্প জায়গাটি অন্যরা দখল করেছে, স্বীকার করেন সেলিম। তবে দীর্ঘ সময় পর বিধানসভায় বাম প্রতিনিধিত্ব ফেরায় আশাবাদী দল। মানুষের স্বার্থে ভিতরে-বাইরে আন্দোলন চলবে, জানান তিনি। নির্বাচনের পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়েও সতর্ক করেছেন সেলিম। হিংসা ছড়াতে দেওয়া যাবে না, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা জরুরি, এই বার্তাই দিয়েছেন তিনি।

হাওড়ায় তৃণমূল দুর্গে ফাটল, সাত আসনে পদ্ম, নয়ের গেরোয় তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়া জেলার ষোলো আসনের চূড়ান্ত ফল ঘোষিত। গণনা শেষ। এবার বিজেপি ছিনিয়ে নিল সাতটি আসন, তৃণমূল জিতল নয়টিতে। ২০২১ সালে জেলার সব আসনই ছিল তৃণমূলের। এবার সাতটি আসন খোয়াল শাসক শিবির।

বিজেপির জয়ী সাত জন প্রার্থী

শিবপুরে রুদ্রনীল ঘোষ, আমতায় অমিত সামন্ত, শ্যামপুরে ড. হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায়, হাওড়া উত্তরে উমেশ রাই, জগৎবল্লভপুরে অনুপম ঘোষ, উলুবেড়িয়া উত্তরে চিরন বেরা ও বালিতে সঞ্জয় কুমার সিং।

তৃণমূলের জয়ী নয় প্রার্থী

ডোমজুড়ে তাপস মাইতি, পাঁচলায় গুলশান মল্লিক, সাঁকরাইলে প্রিয়া পাল, উলুবেড়িয়া পূর্বে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, উলুবেড়িয়া দক্ষিণে পুলক রায়, হাওড়া মধ্য অরূপ রায়, হাওড়া দক্ষিণে নন্দিতা চৌধুরী, বাগনানে অরুণাভ সেন ও উদয়নারায়ণপুরে সমীর কুমার পাঁজা। বালিতে জিতে সঞ্জয় সিং বললেন, বালির মানুষ বিকল্প খুঁজছিল। সেই ভরসাই আমরা পেলাম। শিবপুরে জয়ের পর রুদ্রনীল ঘোষের প্রতিক্রিয়া, শহরের মানুষ কাজ দেখে রায় দিয়েছে। উমেশ রাই বলেন,উত্তর হাওড়ায় তৃণমূলের গুন্ডারাজ শেষ।

ডোমজুড়ে বড় ব্যবধানে জিতে তাপস মাইতি জানালেন, গ্রাম এখনও উন্নয়নের সঙ্গে। তাই এই জয়। বিজেপি কর্মী রীতা দাসের কথায়, সাতটি আসন মানে হাওড়ায় আমরা আর বহিরাগত নই। তৃণমূলের জেলা নেতা বিকাশ মানলেন, সাত আসন হারানো বড় ধাক্কা। মানুষের রায় মাথা পেতে নিলাম। ২০২১-এর তুলনায় সাতটা আসন কমল তৃণমূলের।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৫ মে ২০২৬, ২১ বৈশাখ ১৪৩৩, মঙ্গলবার

বঙ্গে এবার মোদী ম্যাজিক

সল্টলেকের বিজেপি সদর দপ্তরে মহিলা সমর্থকদের উল্লাস।

বিজেপি সদর দপ্তরে হাজির প্রতীকী গান্ধিজি।

জয়োল্লাসে সেলফি তরুণীদের। ছবি: অদিতি সাহা

পিছিয়ে থাকা বাংলা রাজধানী এক্সপ্রেসের মতো দ্রুতগতিতে এগোবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ৪৯ বছর বাদে বঙ্গে ফের ডবল ইঞ্জিন সরকার। গেরুয়া ঝড়ে বঙ্গে খড়কুটোর মতো উড়ে গেল ঘাসফুল। ব্যারাকপুরেও ধরাশায়ী ঘাসফুল। ব্যারাকপুরে বিপুল জয়ের নেপথ্যের কারিগর নিঃসন্দেহে অর্জুন সিং। শুধু তাঁর নোয়াপাড়া কেন্দ্র নয়, শিল্পাঞ্চল জুড়ে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে তিনি প্রচারে ঝড় তুলেছিলেন। প্রচারে তিনি দাবি করেছিলেন, ব্যারাকপুরে তৃণমূল শূন্য হয়ে যাবে। ফল গণনার পর অবশ্য সেটাই প্রমাণিত হলে। মিশ্র ভাষাভাষীর ভাটপাড়া কেন্দ্রে জয়ের হ্যাটট্রিক করলেন অর্জুন সিংয়ের পুত্র পবন কুমার সিং। বীজপুর কেন্দ্র থেকেও তরুণ ব্রিগেডের প্রার্থী সুদীপ্ত দাস জয়ী হয়েছেন। সাহিত্য সম্রাটের উত্তরসূরি নৈহাটি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুমিত্র চট্টোপাধ্যায় জয়লাভ করেছেন। নোয়াপাড়া কেন্দ্র থেকে বিজয়ী হয়েছেন পদ্ম শিবিরের লড়াকু সৈনিক অর্জুন সিং। ব্যারাকপুরে রাজ চক্রবর্তীকে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী। প্রসঙ্গত, এবারে সকলের নজর ছিল পানিহাটির দিকে। ওই কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী ছিলেন অভয়ার মা রত্না দেবনাথ। পানিহাটির মানুষও তাঁকে দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করেছেন। গণনা শেষে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নোয়াপাড়ায় জয়ী বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, এই জয় বাংলার মানুষের জয়। বাংলার মানুষ মোদীজির ওপর আস্থা রেখেছেন। কুশাসনের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষ ভোট দিয়েছে। তাঁর দাবি, ৪৯ বছর পিছিয়ে থাকা বাংলা এবার এগোবে। রাজধানী এক্সপ্রেসের মতো দ্রুতগতিতে বাংলা এগোবে। পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে তিনি বলেন, ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে গণনায় কারচুপি করে

জিতেছিলেন পার্থ ভৌমিক। তাঁকে বলছি এবার পদত্যাগ করুন। ব্যারাকপুরে উপ-নির্বাচন হোক। মানুষ যাকে ভোট দেবেন তিনিই জিতবেন। প্রাক্তন সাংসদ তথা নোয়াপাড়ার জয়ী বিজেপি প্রার্থী আরও বলেন, বাংলায় ডবল ইঞ্জিন সরকারের দ্রুত গতিতে কাজ করবে। তাঁর দাবি, ৪৯ বছর এই বাংলা বঞ্চনার শিকার। উন্নয়নের নামে শুধু লুঠ হয়েছে। কয়লা, বালি, মাটি, গরু, চাকরি সবই চুরি হয়েছে। এমনকী শরীরের অর্গান পর্যন্ত চুরি হয়েছে। অপরদিকে বীজপুরের জয়ী বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাস বলেন, সাত বছর তিনি ঘরছাড়া ছিলেন। তবুও বীজপুরের মানুষ তাঁকে দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করেছেন। তৃণমূলের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করেই দলীয় কর্মীরা লড়াই করেছেন। সুতরাং এই জয় তিনি দলীয় কর্মী এবং বীজপুরের মানুষকে উৎসর্গ করতে চান। তাঁর দাবি, বীজপুরের মানুষ দুর্যোধন ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। সুদীপ্তের কথায়, জনপ্রতিনিধি হিসেবে তাঁর দায়িত্ব বীজপুরের মানুষকে সুরক্ষিত রাখা। পরাজিত তৃণমূল প্রার্থীও বীজপুরের নাগরিক। ওনাকে সুরক্ষিত রাখাও তাঁর দায়িত্ব। তিনবারের জয়ী ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং বলেন, এই জয় তিনি ভাটপাড়ার মানুষকে উৎসর্গ করতে চান। কারণ, তিন-তিনবার ভাটপাড়া মানুষ তাঁর ওপর আস্থা রেখেছে। কিন্তু দু'বার বিরোধী দলে থাকায় তিনি ভাটপাড়ার উন্নয়ন করতে পারেননি। তাঁর দাবি, এবার বাংলায় ডবল ইঞ্জিন সরকার হয়েছে। ভাটপাড়ায় মোদীজির পাঁচটি গ্যারান্টিও পূরণ হবে।

শ্যামাপ্রসাদের বঙ্গে গেরুয়া ঝড়, সল্টলেকে উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলায় কার্যত সাফ তৃণমূল। জয়ের খবর ছড়াতেই সল্টলেকের দলীয় দপ্তর কার্যত উৎসবের চেহারা নিল। বিকেল গড়াতেই দপ্তরের সামনে ঢল নামে কর্মী-সমর্থকদের। ঢাক-ঢোল, শঙ্খধ্বনি, গেরুয়া আবিরে ঢেকে গেল গোটা চত্বর। হাতে পতাকা, মুখে স্লোগান; এবার বাংলা, পারবে সামলা। দপ্তরের বারান্দা থেকে হাত নাড়তে দেখা গেল রাজ্য নেতৃত্বকে। নীচে দাঁড়িয়ে থাকা প্রবীণ কর্মী নিমাই মণ্ডল বললেন, বহু বছর অপেক্ষার পর এই দিন। মানুষ বদল চেয়েছে, তাই এই ফল। তরুণী কর্মী সুদেষ্ণা জানালেন, দুর্নীতি আর তোষণের বিরুদ্ধে মানুষ রায় দিয়েছে। আমরা শান্তি চাই, প্রতিশোধ নয়। তাঁর কথায় সায় দিলেন পাশে দাঁড়ানো অমিতাভ। তাঁর মতে, এই জয় অহংকারের নয়, দায়িত্বের। গ্রাম থেকে শহর, সব জায়গায় মানুষ পদ্মকেই বেছে নিয়েছে। দপ্তরের

ভেতরে তখন লাড্ডু বিলি চলছে। দেওয়ালজুড়ে টাঙানো হয়েছে বড় পর্দা। সেখানে ভাসছে জেলায় জেলায় এগিয়ে থাকার হিসেব। হিসেব বলছে, উত্তর থেকে দক্ষিণ, প্রায় সব প্রান্তেই গেরুয়া শিবিরের দাপট। বাইরে দাঁড়ানো পুলিশ কর্মীরা ভিড় সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন। এক আধিকারিক জানালেন, উৎসব হোক, কিন্তু শান্তি বজায় রাখতে হবে। এই উচ্ছ্বাসের মাঝেই দলের এক মুখপাত্র মঞ্চ থেকে ঘোষণা করলেন, মানুষের এই রায়কে আমরা মাথায় তুলে নিলাম। প্রতিশ্রুতি রক্ষাই এখন একমাত্র লক্ষ্য। বিজেপি দপ্তরে চলছে উৎসব, বাজি পুড়ছে, আকাশ রাঙাচ্ছে আলোর রোশনাই। কর্মীদের গলায় একটাই সুর, বাংলায় এবার পদ্ম ফুটল।

হেস্টিংসের গণনাকেন্দ্র থেকে অভিষেককে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে গণনাকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে যেতে নির্দেশ। অভিযোগ, তিনি প্রার্থী নন, তাও কীভাবে বিধানসভা নির্বাচনের কাউন্টিং সেন্টারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঢুকলেন? অবিলম্বে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বের করার নির্দেশ দেয় কমিশন। অন্যদিকে ফোন নিয়ে গণনাকেন্দ্রে যাওয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু অধিকারীর ফোন বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেয় কমিশন। ভবানীপুরের ২ প্রার্থীর কাছ থেকেই ফোন নিয়ে নেওয়ার নির্দেশ। মোবাইল ফোন নিয়ে কীভাবে কাউন্টিং সেন্টারে? কড়া নির্দেশ কমিশনের। প্রার্থী নন, তবুও কীভাবে কাউন্টিং সেন্টারে অভিষেক, তাই নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে কমিশন। আগেই নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছিল যে যাঁরা যাঁরা প্রার্থী তাঁরা ছাড়া কাউন্টিং সেন্টারের ভেতরে

কাউকে যেতে দেবে অনুমতি দেবে না নির্বাচন কমিশন। প্রার্থীদের জন্য আলাদা কিউ আর কোড দিয়ে প্রার্থীদের আলাদা কার্ড করা হয়েছিল। সেই কার্ড ছাড়া কেউ কাউন্টিং সেন্টারে ঢুকতে পারতেন না। কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে হেস্টিংসে তাঁর দেহরক্ষীরাও ছিলেন। কিন্তু তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে কমিশনের আধিকারিকরা আটকে দেন। যেহেতু প্রার্থী নন তার জন্যই তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কমিশনে সেই খবর আসার পরই তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ডকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এছাড়া এদিন দুপুরে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুলের গণনাকেন্দ্রে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গেটের বাইরে যখন তাঁর কনভয় থামে, তখনই তুমুল বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। গণনাকেন্দ্রের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইয়ের স্ত্রী, তৃণমূলের কাউন্সিলর, কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে ঘিরেও শুরু হয় বিজেপির বিক্ষোভ। বিক্ষোভের মুখে ফিরে যেতে বাধ্য হন তিনি। এদিকে, হেস্টিংসের গণনাকেন্দ্রে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার একাধিক বিধানসভা কেন্দ্রের গণনা চলছিল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে গেলে, তাঁকে ঘিরেও শুরু হয় বিক্ষোভ। ওঠে চোর স্লোগান।

'সোনার বাংলা' গড়ার অঙ্গীকার বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলার রায়কে 'ঐতিহাসিক জনাদেশ' বলে প্রণাম জানালেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। সমাজমাধ্যমে লেখা বার্তায় তিনি বাংলার মানুষকে 'দেবতুল্য' বলে কৃতজ্ঞতা জানালেন। নীতিনের কথায়, চৈতন্য মহাপ্রভু, স্বামী বিবেকানন্দ ও আমাদের পথপ্রদর্শক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই পুণ্যভূমি এবার শান্তি, সমৃদ্ধি ও সুশাসনের নতুন যুগ দেখবে। তাঁর দাবি, এই জয় বাংলার অস্মিতা, সংস্কৃতি ও গৌরব ফিরিয়ে আনার প্রতীক। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে 'সোনার বাংলা' গড়ার সংকল্পের কথা মনে করালেন তিনি। রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে আমরা সম্পূর্ণ নিবেদিত, স্পষ্ট বার্তা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির। শেষে এল সকলকে নিয়ে চলার ডাক। আসুন, সবাই মিলে শক্তিশালী, নিরাপদ ও সমৃদ্ধ

বাংলা গড়ি, লিখলেন নীতিন নবীন। এই পোস্ট ঘিরে সল্টলেকের দলীয় দপ্তরে উল্লাস আরও বাড়ল। কর্মী মলয় বললেন, সর্বভারতীয় নেতৃত্ব যখন এভাবে পাশে দাঁড়ায়, তখন কাজের দায় দ্বিগুণ বেড়ে যায়। গণনার আবহেই নীতিনের এই বার্তা গেরুয়া শিবিরে নতুন উদ্দীপনা আনল। রাজনৈতিক মহলের মতে, ফলাফলের ইঙ্গিত মিলতেই ভবিষ্যৎ রূপরেখা বেঁধে দিলেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি।

গণনার মাঝেই বাবুঘাটে সংঘর্ষ, ইটবৃষ্টিতে উত্তপ্ত পরিস্থিতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোট গণনার দিন দুপুর গড়াতেই শহরের রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ল রাজপথে। নেতাজি ইন্ডোরের গণনাকেন্দ্রের বাইরে বাবুঘাট চত্বরে হঠাৎই মুখোমুখি হয়ে পড়ে তৃণমূল ও বিজেপি সমর্থকেরা। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, শুরু হয় ইট ছোড়াছুড়ি।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, প্রাথমিক ফলাফলে কয়েকটি কেন্দ্রে বিজেপি এগিয়ে থাকার খবর ছড়িয়ে পড়তেই গণনাকেন্দ্রের বাইরে ভিড় বাড়তে থাকে।

স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে এলাকা। এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, হঠাৎ করেই দুই পক্ষের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয়, তারপরেই ইট ছোড়া শুরু হয়ে যায়। অভিযোগ উঠেছে, প্রথমে এক পক্ষ আক্রমণ চালায়, পরে পালটা জবাব আসে অন্য দিক থেকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এলাকা রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। আতঙ্কে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন সাধারণ মানুষও। পরিস্থিতি সামাল দিতে তৎপর হয় পুলিশ। লাঠি হাতে দুই পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করতে দেখা যায় বাহিনীকে। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে এক তৃণমূল কর্মীকে আটক করা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে।

উত্তেজনা প্রশমনে পরে কেন্দ্রীয় বাহিনীও মোতায়েন করা হয়। যদিও বিকেলের দিকে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়, তবু গোটা ঘটনার জেরে গণনার আবহে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তীব্র রাজনৈতিক বিভাজন। এখন নজর, দিনের শেষে এই উত্তাপ কতটা প্রভাব ফেলে সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর।

ডোমকলে মুখরক্ষা করে থামল 'ফেসবুক বিপ্লব', বাম শিবিরে ফের হতাশার ছায়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘদিনের খরা কাটার আশায় ময়দানে নামলেও ফলাফল বলছে; আশা আর বাস্তবের ফারাক এখনও বিস্তর। ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে বাম শিবিরের তারকা মুখরা একের পর এক কেন্দ্রে পিছিয়ে পড়েছেন, কোথাও তৃতীয়, কোথাও আরও নীচে। রাজনৈতিক মহলে তাই ফের উঠছে সেই পুরনো তকমা; ফেসবুক বিপ্লবী। হুগলির উত্তরপাড়ায় মীনাক্ষি মুখোপাধ্যায় তৃতীয় স্থানে থেমে গিয়েছেন। একসময় নন্দীগ্রামে লড়ে যিনি আলোচনায় এসেছিলেন, তাঁর ক্ষেত্রেও ছবিটা বদলায়নি। যাদবপুরে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য-র ফলও একই; লড়াই করেছি, কিন্তু মানুষ অন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ঘনিষ্ঠ মহলে এমনই প্রতিক্রিয়া শোনা যাচ্ছে।

দমদম উত্তরে দীপ্সিতা ধর-এর লড়াইও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ। তরুণ মুখ হিসাবে যাঁকে সামনে আনা হয়েছিল, তিনিও বিধানসভায় প্রবেশ করতে পারলেন না। পানিহাটি, কামারহাটি বা বালিগঞ্জ; প্রায় সর্বত্রই একই চিত্র। তবে সম্পূর্ণ শূন্যতায় শেষ হয়নি লাল শিবিরের গল্প। মুর্শিদাবাদের ডোমকলে এগিয়ে মহম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান। পাঁচ বছরের শূন্যতার পর অন্তত একটি আসন ফেরার ইঙ্গিত দিচ্ছে। সংখ্যা কম, বার্তা স্পষ্ট; মাঠের রাজনীতিতে পুনরুত্থান এখনও অনেক দূরের পথ।

ফল প্রকাশের উচ্ছ্বাসে লাগাম, কড়া বার্তা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের ফল ঘোষণার পর শহরে সম্ভাব্য অশান্তি ঠেকাতে কঠোর অবস্থান নিল পুলিশ প্রশাসন। স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোনওভাবেই রাস্তায় নেমে বিজয়ের আনন্দোৎসব করা যাবে না। বড় সমাবেশ তো দূরের কথা, ছোটখাটো জমায়েতও নিষিদ্ধ। পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে বলা হয়েছে, শহরের আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত। কোনও দল বা গোষ্ঠী নিয়ম ভাঙলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রশাসনের আশঙ্কা, ফল ঘোষণার আবহে বিভিন্ন এলাকায় উত্তেজনা ছড়াতে পারে, যা মুহূর্তে সংঘর্ষে রূপ নিতে পারে। তবে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা স্থায়ী নয়। আগামীকাল থেকে নির্দিষ্ট শর্তে মিছিলের অনুমতি মিলবে। সংশ্লিষ্ট থানার কর্তাব্যক্তির কাছ থেকে আগাম অনুমোদন নিতে হবে এবং নির্ধারিত বিধি মেনেই কর্মসূচি করতে হবে।

এদিকে রাজনৈতিক মহলেও সংযমের বার্তা শোনা গিয়েছে। এক বিজেপি কর্মীর কথায়, কোথাও ঝামেলায় জড়াবেন না, বাংলা শান্তিই চায়। প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব; উভয়ের এই সতর্ক অবস্থান মিলিয়ে স্পষ্ট, ফল ঘোষণার দিন শহরকে শান্ত রাখাই এখন প্রধান লক্ষ্য। এখন নজর, এই নির্দেশ কতটা মান্য হয় বাস্তবে।

৫ মিনিট নয়, এবার আড়াই মিনিটেই মিলবে মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার দৈনন্দিন যাত্রায় বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলল। কলকাতা মেট্রোর উত্তর-দক্ষিণ শাখায় ভিড়ের চাপ সামলাতে ট্রেনের ব্যবধান কমিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় রেল কর্তৃপক্ষ। লক্ষ্য; অফিসের ব্যস্ত সময়ে আর পাঁচ মিনিট অপেক্ষা নয়, মাত্র আড়াই মিনিটেই মিলবে পরের ট্রেন। রেলমন্ত্রকের এক আধিকারিকের কথায়, শুধু ট্রেন বাড়ালেই সমস্যা মিটবে না, পুরো ব্যবস্থাকেই নতুন করে গড়তে হবে। সেই কারণেই বিদ্যুৎ সরবরাহ থেকে সিগন্যাল; সব ক্ষেত্রেই আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ৬৭০ কোটিরও বেশি অর্থ। পরিকল্পনা অনুযায়ী, একাধিক নতুন শক্তি উপকেন্দ্র গড়ে তোলা হবে, পাশাপাশি বিদ্যুৎ পরিকাঠামোকে আরও নির্ভরযোগ্য

করে তোলা হবে। উদ্দেশ্য একটাই; ট্রেন চলাচল যাতে নিরবচ্ছিন্ন থাকে এবং বাড়তি চাপ সামলাতে পারে।

এখনও পর্যন্ত ব্যস্ত সময়ে দুটি ট্রেনের ফারাক প্রায় পাঁচ মিনিট, আর অন্য সময়ে তা আরও বেড়ে যায়। ফলে যাত্রীদের ভোগান্তি নিত্যদিনের সঙ্গী। এই পরিস্থিতি বদলাতেই এই বড়সড় উদ্যোগ। মেট্রো সূত্রের দাবি, ধাপে ধাপে কাজ এগোবে, তবে লক্ষ্য এক; যাত্রীকে দ্রুত ও স্বচ্ছন্দ পরিষেবা দেওয়া। শুধু এই শাখাই নয়, ভবিষ্যতে শহরের অন্যান্য রুটেও একই ধরনের পরিকল্পনা নেওয়ার ভাবনা রয়েছে।

আধাসেনার নিরাপত্তার চাদরে নবান্নে কড়া নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যজুড়ে উত্তেজনা বাড়তে শুরু করেছে। তার জেরে নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে ফেলা হল নবান্ন সহ একাধিক সরকারি দপ্তর। নির্বাচন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে মোতায়েন হয়েছে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী, নজরদারি বাড়ানো হয়েছে সর্বত্র। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, দপ্তরে ঢোকা-বেরোনো প্রতিটি কর্মীর সামগ্রী খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এক আধিকারিকের কথায়, কোনও নথি যাতে সরিয়ে ফেলা না যায়, সেই কারণেই এই কড়াকড়ি। রাজনৈতিক মহলের একাংশও দাবি তুলেছে, গত দিনের নানা অভিযোগের প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র সুরক্ষিত রাখা জরুরি।

ভোটের প্রাথমিক প্রবণতায় বড় পালাবদলের ইঙ্গিত মিলতেই নানা প্রান্তে অশান্তির খবর ভেসে আসছে।

জনগনই তৃণমূলের সঙ্গে লড়েছে, জনগণই আসল কান্ডারি, সাফল্যের কৃতিত্ব জনতাকেই সঁপে দিলেন শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৬-এর নির্বাচনী সমরে বাংলার রাজনৈতিক ভাগ্য পরিবর্তনের মুহূর্তে এক অভাবনীয় বিনয় দেখালেন বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য। গেরুয়া শিবিরের এই মহাসাফল্যের পেছনে দলীয় কাঠামোর চেয়ে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধকেই বড় করে দেখছেন তিনি। তাঁর বিশ্লেষণে, এবারের জয় আসলে রাজপথের আন্দোলনেরই ব্যালট-প্রতিচ্ছবি। সাফল্যের এই আনন্দঘন লগ্নে দাঁড়িয়ে তিনি অকপটে বলেন, এবারের সম্মুখ সমরে লড়াইটা দিয়েছেন আমজনতাই। আমাদের হাতে পরিচালনার লাগাম ছিল না, সবটাই ছিল সাধারণের নিয়ন্ত্রণে। তাঁর এই শব্দচয়ন বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, গত কয়েক বছরের পুঞ্জীভূত জনক্ষোভই শেষ পর্যন্ত নির্বাচনী ফলাফলকে একপাক্ষিক করে তুলেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে,

শমীকের এই মন্তব্য শাসক হিসেবে আগামী দিনের গুরুদায়িত্বকেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। জয়োল্লাসের ভিড়ে এই আত্মোপলব্ধি বঙ্গ রাজনীতির প্রেক্ষাপটে যথেষ্ট গভীর। ক্ষমতার এই পালাবদলে নেতৃত্বের চেয়েও জনমতের প্রাবল্যই এখন নবান্নের নতুন ঠিকানার কারিগর হয়ে দাঁড়াল।

কাশীপুর-বেলগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী বিজেপি প্রার্থী রীতেশ তিওয়ারি জয়ের শংসাপত্র গ্রহণ করলেন।

EKDIN 05.05.2026 PAGE 4_Layout 1 5/4/2026 3:37 PM Page 1

সম্পাদকীয়

‘ভাতা’-কে ভোঁতা করে এগিয়ে বিজেপির বিজয়রথ

পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি, অপশাসন, সংখ্যালঘু তোষণ, কাটমানি ও সিন্ডিকেট রাজ। এটাই তৃণমূল কংগ্রেসের দেড় দশকের শাসন। একটা সরকার, যাঁদের পক্ষে বলার মতো প্রায় কিছুই ছিল না। নির্বাচন আসতে তাঁরা ক্ষমতায় ফিরতে আঁকড়ে ধরেছিল ভাতা-কে। লক্ষীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, বার্ধক্য ভাতা তো ছিলই, সেই সঙ্গে ছাব্বিশের চ্যালেঞ্জ পার হতে তৃণমূলনেত্রী খেলেছিলেন সেই ‘ভাতা’ কার্ডই। নির্বাচনের একেবারে শেষবেলায় বাজারে ছাড়া হল বেকার যুবক ও যুবতীদের জন্য যুবসাথী নামে মাসিক দেড় হাজার টাকার প্রকল্প। আশা ছিল, ভাতাতেই কামাল করবেন। কিন্তু বিধি বাম, সেই ক্ষুভাতা রাজনীতিক্ষু-কে ভোঁতা করে দিল বিজেপির উন্নয়ন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শ্লোগান। বাংলার সিংহভাগ মানুষই কাছে টেনে নিল বিজেপিকে। দেওয়াল লিখন পড়ে ফেলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। খুব ভুল না দেড় দশকের জমিদারি শেষ হতে চলেছে তৃণমূলের। এবার কি তবে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুআন টেস্টেডক্ষু বিজেপি? কংগ্রেস, সিপিআইএম ও শেষে তৃণমূল, সবাইকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সুযোগ দিয়েছে বাংলার মানুষ। এবার প্রথমবার সেই সুযোগ তাঁরা দিতে চলেছে বিজেপিকে। তবে ফলাফলের যা প্রবণতা খুব কাছাকাছিই থাকবে তৃণমূল কংগ্রেস। নরেন্দ্র মোদির ডাবল ইঞ্জিন সরকারের শ্লোগানেই এবার ভরসা করেছে বাংলার নানুষ। পাঁচ রাজ্যে ভোট হলেও গোটা দেশের নজর কিন্তু ছিল বাংলাতেই। কারণ, বাংলাতে এবার এসআইআর হওয়ায় গোটা ছবিটা আগাগোড়াই অস্পষ্ট ছিল। এসআইআর নিয়ে শুরু থেকেই আপত্তি ছিল তৃণমূলের। থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ, এসআইআরের ছাঁকনিতে তাঁদের ফলস বা ছাপ্পা দেওয়ার জায়গাটা ছোট হয়ে গিয়েছিল। সেই অভাবটা পূরণ করতে ভাতাকেই হাতিয়ার করেছিল তৃণমূল। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার তাদের গত লোকসভা ভোটে ভালো ডিভিডেন্ড দিয়েছিল। তাই এবারও সেই অস্ত্রে শান দিয়েছিল ঘাসফুল শিবির। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে মহিলা ভোট ছাব্বিশের ভোটে আংশিক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তৃণমূল থেকে। এটাই টার্নিং পয়েন্ট হয়ে গেল এই নির্বাচনে।

শব্দছক ১৫০

রবি দাস

১		■	২		৩		■
	■	৪		■		■	৫
৬	৭			■	৮	৯	
১০		■	■	১১			■
■	১২	১৩		■	■	১৪	১৫
১৬			■	১৭	১৮		
	■		■	১৯		■	
■	২০				■	২১	

পাশাপাশি: ১. রীতি ২. আয়োজনকারী ৪. টেলিগ্রামের বঙ্গার্থ ৬. গচ্ছিত অর্থ ৮. অন্ধকার ১০. দময়ন্তির দোসর ১১. পঙ্কে জাত ১২. কাকের বাসায় ডিম পাড়ে যে পক্ষী ১৪. দুগ্ধ ১৬. রেশম ১৭. বন্টন ১৯. হস্তী ২০. আজকের পূর্ব দিন ২১. আকর্ষণ

ওপর-নিচ: ১. দরকার ২. আয়না ৩. জলে আতঙ্ক রোগ ৪. নক্ষত্র ৫. হাস্যকরণ ৭. গভীর রাতে গেও এক রাগিনী ৯. শ্রমিক ১৩. অদ্ভুতদর্শন ১৫. বিত্তবান ১৬. বৃক্ষপত্র ১৭. অকেজো ১৮. নৌকা

সমাধান ১৪৯ — পাশাপাশি: ১. উদ্ধত ৩. পথিক ৫. গৈর ৬. লাজ ৮. বহিস্থ ১০. মজা ১২. আসামজাত ১৪. মতবিরোধ ১৬. ছাপ ১৭. অয়ন ১৯. নভো ২১. কৃতজ্ঞ ২১. রঞ্জিত ২৩. তাড়ন

ওপর-নিচ: ১. উদ্ভব ২. তটস্থ ৩. পরমসাধ ৪. কলা ৭. জড়িত ৯. হিম্মত ১১. জাম ১২. আরোপকৃত ১৩. জাতীয় ১৪. মনন ১৫. বিছা ১৭. অজ্ঞতা ১৮. নয়ন ২০. ভোর

আজকের দিন

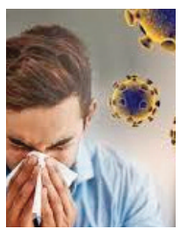

■ **১৯৮০** — ছয় দিনব্যাপী অবরোধের অবসান ঘটাতে এসএএস লন্ডনে অবস্থিত ইরানি দূতাবাসে অভিযান চালায়।

■ **১৯৯৪** — আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের মধ্যে বিশকেক প্রোটোকল স্বাক্ষরিত হয়।

■ **২০২৩** — বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কোভিড-১৯ মহামারীর সমাপ্তি ঘোষণা করে।

জন্মদিন

১৯৩৪ *বিশিষ্ট অভিনেত্রী চিত্রা সেনের জন্মদিন।*

১৯১৬ *ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিংয়ের জন্মদিন।*

১৯৫৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মনোহর লাল খাটারের জন্মদিন।*

জ্ঞানী জৈল সিং

সুবিচারের সন্ধানে মরিয়া এক হতভাগ্য মা নির্বাচনপ্রার্থী, অধীর আগ্রহে তাকিয়ে ছিল পানিহাটি হয়ত রাজ্যবাসীও

শান্তনু রায়

মোসাহেবি করতে (হয়ত দলীয় মুখপাত্রের তাড়নায়ও) আর এক অভিনেতা-কমেডিয়ান- বিধায়ক আর জি কর কাণ্ডে বিচার চেয়ে কর্মবিরতিতে অংশগ্রহণ করা চিকিৎসক থেকে সাধারন আন্দোলনকারী ও দুর্গাপুজায় সরকারি অনুদান ফেরৎদেওয়া ক্লাবদের চরম অসংবেদনশীল ভাবে কমেডি করেই কটাক্ষ করার স্পর্ধা দেখিয়েছিলেন। একজন ছোটপর্দার অভিনেত্রী-বিধায়ক প্রকাশ্যসভা থেকে চিকিৎসকদের ‘কসাই’ বলে হুংকার দিয়েছেন। কমেডিয়ান মহাশপয়ের ঐ অসম্মানজক মন্তব্যের প্রতিবাদে বিশিষ্ট নাট্যকার চন্দন সেন বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরা সরকার প্রদত্ত পুরস্কার ফেরৎ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।আর ঐ নারকীয় ঘটনায় সরকারি মনোভাব ও আচরণের প্রতিবাদে ‘বঙ্গরত্ন’ পুরস্কার ফিরিয়ে দেওয়ার ঘোষণার সাহস দেখিয়েছিলেন আলিপুরদুয়ারের শিক্ষক পরিমল ধর। তবে বিস্ময় ও বেদনার ছিল অদ্ভুতভাবে এবঙ্গের ‘অনুপ্রেরণায়’ আপ্লুত বিদ্বজ্জনদের প্রতিক্রিয়াহীন থাকা। পানিহাটিতে সিপি আইএম এর পক্ষ থেকে নির্বাচনী প্রচারে বলা হয়েছে আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে তারা প্রথম থেকেই অভয়ার মায়ের পাশে ছিল এবং তা করতে গিয়ে তাদের প্রার্থী কলতান দাশগুপ্তকে গ্রেফতারও হতে হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গের অষ্টাদশ বিধান সভার নির্বাচনের ফলাফল এখন সকলের জানা হয়ে গেছে ।পাঁচ বছর পর আবার বোতাম টিপে নিজেদের পছন্দমত সরকার পাওয়ার সুযোগের মোটামুটি বাধাহীন বিপুল ব্যবহারেএই প্রথম প্রায় ৯৩ ভোটপ্রদানের সুফল পেয়েছে বি জে পি । ফলত দীর্ঘ প্রতীক্ষিত পরিবর্তন ঘটে গেল ১৫ বছর পর-স্বাধীনতার পর প্রথম এরাজ্যে বিজেপির সরকার গঠিত হতে যাচ্ছে ।

বিজেপি ইপ্সিত সাফল্য পেলেও এই অবসরে অন্য একটি ব্যাপারে একটু সংবেদনশীল নজর দেওয়া যেতে পারে । দ্বিতীয় দফায় ১৪২ কেন্দ্রের মধ্যেঅন্যতম নজর কাড়া কেন্দ্র ছিল উত্তর চব্বিশ পরগনার পানিহাটি যেখানে ২০২৪ এর আগস্টে আর জি কর হাসপাতলের মধ্যেই গভীররাতে খুন ও ধর্ষণ হওয়া কর্তব্যরত পড়ুয়া চিকিৎসকের মা নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন পদ্মপ্রার্থী হিসেবে। ‘হিন্দুত্ববাদী’ দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় তিনি স্বাভাবিকভাবেই শাসকদল তো বটেই বামপন্থার দাবিদার সিপিআই (এম) এরও তীব্র সমালোচনা ও বিরোধিতার মুখে এবং তারাই যেন বেশী ক্ষুব্ধ যারা একসময় তার পাশে স্বেচ্ছায় এসে দাড়িয়েছিল। তাদের বাড়তি ক্ষোভের কারণ তারা ভেবে রেখেছিল অভয়ার ওরকম নারকীয় হত্যার ঘটনার আবেগের হাওয়ায় ও শাসক দলের বিরুদ্ধে স্থানীয় পরিসরে ক্ষোভের সুযোগ হাতিয়ার করে তারা ড্যাং ড্যাং করে ওই কেন্দ্রে ভোট বৈতরনি পার হয়ে যাবে ।কিন্তু অভয়ার মা রত্না দেবনাথ নিজেই ঐ আসনে পদ্মপ্রার্থী হওয়ায় তাদের বাড়াভাতে যেন ছাই পড়েছে ।যদিও পানিহাটি আসনে বিজেপির পক্ষ থেকে রত্না দেবনাথের প্রার্থীপদ ঘোষণার আগেইসিপিআই (এম)কলতান দাশগুপ্তকে ঐ আসনে দলীয় প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে দেয় ।হয়ত তখন ক্ষুব্ধ হতাশ অভয়ার মা’র আশ্রয় নেওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিলনা যেহেতু তাঁর ধারনা তিনি বিধানসভায় যেতে পারলে হয়ত মেয়ের মৃত্যুর তদন্তের ব্যাপারে তিনি কিছু করতে পারবেন।

কিন্তু পদ্মের হয়ে নির্বাচনে তাঁর এই লড়াইকে কেন্দ্র করে পানিহাটিতে বাড়তি কৌতুহল ও রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে ।বিজেপির হয়ে নির্বাচনে লড়ার নিজেদের সিদ্ধান্তের কথা জানাতে গিয়ে সিপি এমকে তীব্র আক্রমন করেছেন অভয়ার মা ও বাবা ।তাঁদের বক্তব্য তাঁদের মেয়ের ঘটনা ব্যবহার করছে সি পি আই এম নির্বাচনে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে।

অন্যদিকে সিপি এম এর বক্তব্য অভয়ার মা রত্না দেবনাথ শেষে হিন্দুত্ববাদী দল বি জে পি র হাত ধরলেন অথচ সি পি আই এমই আগাগোড়া অভয়ার পরিবারের সঙ্গে ছিল এমনকি তড়িঘড়ি অভয়ার দেহ সৎকারের বিরুদ্ধে পুলিশের গাড়ি আটকে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টাও করেছিলেন সি পি আই এম এর পানিহাটির প্রার্থী কলতান দাশগুপ্ত এবং উত্তরপাড়ার প্রার্থী মীনাক্ষী মুখার্জী। দলের আরও বক্তব্য অভয়া কাণ্ডের তদন্ত আদালতের নির্দেশে সি বি আই এর উপর ন্যস্ত হলেও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা আর কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি এবং তারা যে ঠিকমতো তদন্ত করেনি এ অভিযোগ ছিল অভয়ার মা -বাবারও অথচ তাঁরাই নির্বাচনের আগে গিয়ে বিজেপির হাত ধরেছেন ।মহম্মদ সেলিমও আরেকটু এগিয়ে বলেছেন- আর এস এস এর শেখানো বুলি আওড়াচ্ছেন অভয়ার মা’। অন্যদিকে অভয়ার পরিবারের বক্তব্য কেন্দ্রীয় এজেন্সি ঠিক মতো তদন্ত করেনি এ কারণেই তাঁরা কেন্দ্রের শাসক দলের শরণাপন্ন হয়েছেন সে দলে যোগদিয়েছেন যাতে এর পরে তদন্ত ঠিক মতো হতে পারে কারণ অন্য কোনদল এ ব্যাপারে যথাযথ সাহায্য করেনি হয়ত করতে পারেনি যেহেতু রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে অসহযোগিতা করেছে প্রমাণলোপাট করে ।তাই অভয়ার মা চাইছেন নিজে কেন্দ্রীয় শাসকদলের হয়ে নির্বাচনে সফল হলে হয়ত মেয়ের এই মর্মান্তিক পরিণতির রহস্য উদ্ঘাটন ও আরো যারা ওই ঘটনায় জড়িত তাদেরকেও আইনের কাছে সোপর্দ করা সম্ভব হবে। একমাত্র মেয়ে হারা মায়ের মন মানে না ।তিনি সবরকম চেষ্টা করছেন,সফল হবেন কিনা তা ভবিষ্যতই বলবে। যাহোক এই চাপান উতোরে পানিহাটি এই সরগরম। অনেকের সহানভুতি একমাত্র সন্তানহারা মায়ের দিকে ।অনেকে অবশ্য মনে করেন অভয়ার মা রাজনীতিতে যোগদান করায় যে সার্বজনীন সহানভুতি তিনি এতদিন পেয়ে আসছিলেন তেমনটি হয়ত হবে না-দলীয় রাজনীতির বিভাজনে গুরুত্ব হারাবে।

সত্য নির্বাচনী লড়াইয়ের রূঢ় কঠিন বাস্তবভুমিতে শুধু আবেগে ভর করে কতখানি সাফল্য আসবে সেও এক প্রশ্ন।

কিন্তু প্রশ্ন হলোঅভয়ার মা মেয়ের হত্যার বিরুদ্ধে বিচার চাইতে যে কোনদলে যোগ দিতেই পারেন, তাতে অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপি আই এমের এত গাত্রদাহ কেন? বিজেপিতে যোগদানে রুষ্ট হলেও সিপি আই এম প্রথমদিকে সরাসরি তাঁকে ব্যক্তিগত আক্রমণে উৎসুখ ছিল না । কিন্তু যত দিন এগিয়েছে এবং দ্বিতীয় দফার নির্বাচন যত নিকটবর্তী হয়েছে তত তারা আক্রমণাত্মক হয়েছে ।সৌজন্য আর বজায় থাকেনি। অভয়ার মা বিজেপির হয়ে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ায় হিংস্র আক্রোশে তাঁর বিরুদ্ধেকুৎসা করে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে অবশেষে সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করা হলো একটি জাল ভিডিও বিশেষ দুটি দলের সমর্থকদের পক্ষ থেকে। আবার সন্তানহারা মায়ের বিরুদ্ধে ‘মানছি না আমাদের সাথে কাকীমার বেইমানি/ও কাকীমা,কেন গেলে বিজেপিতে ‘ জাতীয় একটি গান বেঁধেসেটি সমাজ মাধ্যমে শেয়ার করেছেন সিপিএম নেতারা ।সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া সেই ভুয়ো ভিডিওগুলি পোস্ট করে যে ‘মধুর’ মন্তব্য করা হয়েছে তা আর উল্লেখ করা হলো না ।আবার আগ্রহীরা ইচ্ছে হলে দেখে নিতে পারেন সমাজমাধ্যমে। কিন্তু সিপি আই এম এর মত একটি দলের এই আচরণে বামপন্থীমনস্ক অনেকেই বিস্মিত ও ব্যথিত।

প্রশ্ন হলো যদি সিপি আই এম এর সদস্যরা অভয়া কাণ্ডের পর পানিহাটির ওই পরিবারের পক্ষে দাঁড়িয়েও থাকে তবে কি অভয়ার মা বাবারা তাদের সম্পত্তি হয়ে গেলেন? তাঁরা তো ওই দলের সদস্য ছিলেন না। উল্লেখ্য ৯ই আগস্টের রাতে নিজকর্মস্থল আর জি কর হাসপাতালে কর্তব্যরত পড়ুয়া মহিলা ডাক্তারের হত্যার প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে এ রাজ্যের বঙ্গ তনয়াদের রাত দখলের আহ্বানে ২০২৪ এর ১৪-১৫আগস্টের সন্ধিকালে সারা বিশ্বের সামনে প্রতিভাত হয়েছিল ভ্রষ্টাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিরল এক জনজাগরণের স্ফুলিঙ্গও। ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস’ শ্লোগানে মুখরিত মধ্যরাতে এরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তো বটেই রাজ্যের বাইরে দিল্লি মুম্বাই পুনে হায়দ্রাবাদ এমনকী সুদুর আটলান্টা থেকে হিউসটন প্রায় একই সময় মোমবাতি হাতে পথে নামা জনসমুদ্রে নারীর আত্মমর্যাদা ও স্বাধিকার স্বীকৃত ন্যায়ভিত্তিক সমাজের দাবিই নতুন করে যেন উচ্চারিত হয়ছিল সমবেত বলিষ্ঠ কণ্ঠে। ন্যায়বিচার ও মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে ছাত্র সমাজের ২৭ শে আগস্ট অরাজনৈতিক ব্যানারে‘নবান্ন চলো’ ডাকেসিপি আই এম বা তাদের প্রভাবিত জুনিয়র ডাক্তারদের সংগঠন যোগদান না করলেও লাঠি জলকামান টিয়ার গ্যাস-রক্ত ঝরা সে অভিযানে ছিল যথেষ্টসংখ্যক মহিলা ও কিছু প্রবীনের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ যাঁরাজলকামানের সামনেও পিছুহটেননি।

প্রসঙ্গত ওই নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে অভিনব ও সাহসী ‘রাত দখলে’র আহ্বানের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি বিরল একজন জাগরণেরস্ফুলিঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল ভৌগলিক সীমারেখা না মেনেই। প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছে দেশব্যাপী-দেশের বাইরেও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এমনকী পড়শি পাকিস্তান ও বাংলাদেশেও। কেবল চিকিৎসকেরা নন অন্যান্যক্ষেত্রের প্রথিতযশেরাও সামিল হয়েছেন প্রতিবাদে- কামদুনি ঘটনার প্রতিবাদী টুম্পা কয়াল ও মৌসুমী কয়ালও-এমনকী প্রতিবন্ধীরাও। প্রশাসন আইনশৃঙ্খলার কারণ দেখিয়ে ডার্বি বাতিল করলেও চিরপ্রতীদ্বন্দ্বী ইষ্টবেঙ্গল-মোহনবাগান সমর্থকরা বৃষ্টিবিধ্বস্ত রাজপথে একসঙ্গে ওই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন- ঘটি-বাঙ্গাল এক স্বর/জাস্টিস ফর আরজি কর-এই স্লোগানে ।

মোসাহেবি করতে (হয়ত দলীয় মুখপাত্রের তাড়নায়ও) আর এক অভিনেতা-কমেডিয়ান-বিধায়ক আর জি কর কাণ্ডে বিচার চেয়ে কর্মবিরতিতে অংশগ্রহণ করা চিকিৎসক থেকে সাধারন আন্দোলনকারী ও দুর্গাপুজায় সরকারি অনুদান ফেরৎদেওয়া ক্লাবদের চরম অসংবেদনশীল ভাবে কমেডি করেই কটাক্ষ করার স্পর্ধা দেখিয়েছিলেন । একজন ছোটপর্দার অভিনেত্রী-বিধায়ক প্রকাশ্যসভা থেকে চিকিৎসকদের ‘কসাই’ বলে হুংকার দিয়েছেন। কমেডিয়ান মহাশপয়ের ঐ অসম্মানজক মন্তব্যের প্রতিবাদে বিশিষ্ট নাট্যকার চন্দন সেন বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরা সরকার প্রদত্ত পুরস্কার ফেরৎ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ।আর ঐ নারকীয় ঘটনায় সরকারি মনোভাব ও আচরণের প্রতিবাদে ‘বঙ্গরত্ন’ পুরস্কার ফিরিয়ে দেওয়ার ঘোষণার সাহস দেখিয়েছিলেন আলিপুরদুয়ারের শিক্ষক পরিমল ধর।

তবে বিস্ময় ও বেদনার ছিল অদ্ভুতভাবে এবঙ্গের ‘অনুপ্রেরণায়’ আপ্লুত বিদ্বজ্জনদের প্রতিক্রিয়াহীন থাকা ।পানিহাটিতে সিপি আইএম এর পক্ষ থেকে নির্বাচনী প্রচারে বলা হয়েছে আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে তারা প্রথম থেকেই অভয়ার মায়ের পাশে ছিল এবং তা করতে গিয়ে তাদের প্রার্থী কলতান দাশগুপ্তকে গ্রেফতারও হতে হয়েছিল ।রত্না দেবনাথের বিজেপি প্রার্থী হয়ে দাঁড়ানোয় রুষ্ট হয়ে গান বেঁধে ‘বেইমানী’ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সেই গ্রেফতারের সঠিক কারণ নিয়ে বিতর্কের কথা ছেড়ে দিলেও প্রশ্ন থেকে যায় আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আর কেউ কি গ্রেফতার হননি?

নবান্ন অভিযানেররাতে এক বৈদ্যুতিন চ্যানেলের অফিস থেকে বেরোনোর পরই ছাত্রসমাজের পক্ষে ‘নবান্ন চলো’ ডাকের অন্যতম আহ্বায়ককেওতো গ্রেফতারকরা হয়েছিল ।সেই আহ্বায়ক সিপি এম এর সদস্য ছিল না বলে তাঁর ভুমিকার কোন মূল্য থাকবে না!

এই পরিস্থিতিতে দেবনাথ পরিবারের কি অধিকার নেই বা ছিল না পছন্দমতো দলে যোগদান করার বা দলকে সমর্থন করার?সিপি আইএম একদিকে বলছে অভয়ার মা বাবারা কোন দলের সমর্থক সে বিচার করে সেদিন তাঁরা ওদের সাহায্য করতে যাননি-গেছিলেন মানুষ হিসেবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে; তাহলে ওরা একটি বিশেষ দলে যোগদান করলে বা অভয়ার মা ঐ দলের প্রার্থী হলে সিপি আইএম এর এত গোঁসার কারণ কি ! মুখে যাই বলুন শববাহী গাড়ি আটকানোর চেষ্টায় অভয়ার পরিবারের প্রতি তাৎক্ষণিক সমবেদনা থাকলেও আসলে ওই ঘটনা থেকে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার গভীর পরিকল্পনা ছিল সেটা ভেস্তে গেছে অভয়ার মায়ের এই সিদ্ধান্তে। যে জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট অনেকদিন পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে গেছে, প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেছে ওই নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়ার দৌলতে তারাও যতই নিজেদের অরাজনৈতিক সংগঠন বলে করুন তাদের পেছনে যে রাজনৈতিক মাথা আছে তা সময়ের সময়প্রবাহে ক্রমশ পরিস্ফুট হয়েছে। এও দেখা গেছে বিশেষ একটি দলের প্রতিনিধিরা (তার মধ্যে হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সাংসদও ছিলেন) ওই উপলক্ষে বিক্ষোভ সমাবেশে গেলে তাঁদেরকে ‘গো ব্যাক’ ধ্বনি দেওয়া হয়েছে ।এমন একটি নির্মম নিষ্ঠুর হননের ঘটনার প্রতিবাদে নবান্ন অভিযানেও তারা অংশগ্রহণ করেনি রাজনৈতিক অস্পৃশ্যতায় ।আবার অন্যদিক থেকে বলা যেতেই পারে যদি তারা দেবনাথ পরিবারকে অতি অধিকারবোধে নিজেদের সম্পত্তি ভেবেই থাকে তাহলে তো অভয়ার মাকে পানিহাটিতে প্রার্থী করতে পারত তাঁকে সামনে রেখে তাঁর মেয়ের মৃত্যুর আবেগকে কাজে লাগিয়ে এই মওকায় সহজে জয়ের লোভে দলীয় সদস্যকে মনোনয়ন না দিয়ে। যেমনটি করেছেন কালিগঞ্জে উপনির্বাচনে শাসকদলের বিজয়োৎসব থেকে ছোঁড়া বোমায়মৃতা সাত বছরের কিশোরী তামান্নার মাকে এবার প্রার্থী করে। নাকি সেখানে অন্যকোন সমীকরন কাজ করেছে!এমন ভাবার কারণ , ওয়াকফ সংশোধনী বিরুদ্ধে আন্দোলনের নামে তাণ্ডবে শুধু ভিন্ন ধর্মের মানুষ বলে খুন হওয়া হরগোবিন্দ দাস ও তাঁর ছেলে তো ওয়াকফ আইন সংশোধনী বিরোধী সিপি আই এম এর দলীয় সদস্য ছিলেন ।কিন্তু সেই পরিচয়ে তাঁদের রেহাই মেলেনি। হরগোবিন্দ দাসের স্ত্রী স্বামী-পুত্রহারা পারুল দাসের ভাগ্যে তো তামান্নার মায়ের মত জোটেনি দলের কোন সদর্থক বিবেচনা ।উল্লেখ্য সমসেরগঞ্জ আসনটি এবার আই এস এফকে দেওয়া হয়েছে ।ওইঘটনার কিছুকাল পরে ঐ অভিশপ্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে কোলকাতা থেকে যাওয়া দলীয় প্রতিনিধি দলের প্রাজ্ঞ মাথারাও উচ্চারণ করতে পারেননিনিছক ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়া ব্যতীত আর কোন ‘অপরাধে’ দলের ওই দু’জন কর্মীর প্রাণ গেল। তবেহ্যাঁ, ভারসাম্য রাখতে ছাদের ওপর থেকে নিরাপত্তা বাহিনীর দিকে পাথর ছোঁড়ার সময় আধাসামরিক বাহিনীর গুলিতে নিহত পাথরনিক্ষেপকারীর বাড়িতেও দেখা করতে ভোলেননি সেই প্রতিনিধি দল।

বস্তুত এদেশের ‘বামপন্থী’রা ধর্মকে প্রকাশ্যে আফিং জ্ঞানে পরিত্যাজ্য ঘোষণা করেও সময়বিশেষে বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীর হাতে তামাক সেবন করে তাদের হয়ে ওকালতি করেছেন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার ধুম্রজাল সৃষ্টিকরে যার ফলে মৌলবাদী শক্তির হাতই শক্ত হয়েছে। তাঁদের এধরণের দ্বিচারিতা লক্ষ্য করা গেছে বিভিন্ন সময়ে যেমন ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের দাবির প্রেক্ষিতে তেমনই স্বাধীনোত্তর ভারতে পঞ্চাশের দশকের শেষে দাক্ষিনাত্যে বিশেষ জেলাগঠনের পদক্ষেপে।

সুভাষ চক্রবর্তী তারাপীঠে গিয়ে পুজো দিয়ে নিন্দিত হয়েছিলেন দলের পলিটব্যুরো দ্বারা কিন্তু সেই দলেরই ভিন্নধর্মাবলম্বী সদস্য তাঁর ধর্মীয় তীর্থযাত্রা করেও সাচ্চা কমিউনিস্ট থাকতে পারেন।

সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে।

অনেকের স্মরণে হয়ত আছে যে ‘আদাব’এর স্রষ্টা একদা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সমরেশ বসু কালকূট ছদ্মনামে ‘অমৃত কুম্ভের সন্ধানে’র রচয়িতা পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি কোনরকমে একটি বক্স ক্যামেরা, একটি গরম ওভারকোট ও কিছু টাকা সংগ্রহ করে এক বাংলা দৈনিক পত্রিকার পক্ষে কুম্ভমেলা কভার করতে(কালকূটের ভারত দর্শন)এলাহবাদে কুম্ভে যাওয়ায় তাঁর প্রতি কত না কটাক্ষ ও নিন্দামন্দ বর্ষিত হয়েছিল বামমার্গীয় বুদ্ধিজীবি মহলের একাংশ দ্বারা তাঁর এই ‘অবামপন্থী’সুলভ আচরণের জন্য-একেবারে অধ্যাত্মবাদী!ত্রিবেনীর সঙ্গমভূমিতে সারা ভারতের দর্শনলাভে মুগ্ধ ঋদ্ধ কালকূট পরে জবাব দিয়েছিলেন তাঁর যোগ্য লেখনীতে- কুম্ভে গিয়ে দেখা হলো আমার ভারতবর্ষকে..যেখানে বিশ্ব করে কোলাকুলি। .....ধর্মান্ধ! লক্ষ লক্ষ মানুষ যদি ধর্মান্ধ হয় তবে খুঁজেই দেখি না কেন লক্ষ মনের কোন্ চোখে পরানো আছে সেই ঠুলি।

সেই মহামেলায় লক্ষ লক্ষ মানুষের মহামিলনক্ষেত্রে জীবনশিল্পী অন্বেষণ করেছেন ভারতআত্মার মর্মবাণী যা অনুভব করতে দুর্ভাগ্যক্রমেব্যর্থ যান্ত্রিকভাবে ইজমে আচ্ছন্ন সংকীর্ণ এদেশের বামপন্থীরা।

তারপর ক্রমে পার্টির কাছে তিনি প্রতিপন্ন হতে লাগলেন ‘রেনিগেড’।‘শিকলছেঁড়া হাতের খোঁজে’র লেখক তারপর একদিন পার্টির শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে এলেন।

বস্তুত অনেককাল অবধি এদেশের ‘বামপন্থী’ অধিকাংশের কাছে ছিল ‘সবার উপর মস্কো সত্য তাহার উপর নাই’।এদেশের যাকিছু সবই তেমন যাঁউডিকাল বা মার্ক্সীয় বিজ্ঞানসম্মত নয়, তা হয় সমুলে পরিত্যাজ্য অথবা জীবনানন্দের ‘জলপাইহাটি’ উপন্যাসে হারীতের ভাষায় ‘মস্কো থেকে ঘষে আনতে হবে’।

একদা প্রশংসিত ‘মন্বন্তর’এর স্রষ্টা তারাশংকরও দলের থেকে দূরত্ব সৃষ্টির কারণে পরবর্তীতে ‘হাঁসুলি বাঁকের উপকথা’র জন্য হন ধিক্কৃত ‘জৌলুশহীন জীর্ণ জমিদারদের নিয়ে বাড়াবাড়ি’ কিংবা ‘একেবারে ভানুমতীর ভেল্কি’র অভিযোগে- এ বিষয়ে পার্টির দ্বিচারিতা বিধৃত আছে ‘আমার সাহিত্য জীবন’এ।

আসলে ‘কমিউনিস্ট’দের দস্তুর হল দলীয় প্রয়োজনে শিল্পী-সাহিত্যিকদের ব্যবহার করা রাজনৈতিক পরিসরে নিজেদের প্রাসঙ্গিক রাখতে। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা ছিল পড়ুয়া ডাক্তারের নির্মম হত্যার আবেগকে ব্যবহার করে ‘কাকীমা’ কে স্তোক বাক্য দিয়ে নিজেদের প্রার্থীর নির্বাচনী সাফল্য নিশ্চিত করতে

জানা গেছে ভণ্ডামি ও দ্বিচারিতার পরম্পরা বহন করে আসা এ রাজ্যের সিপি আই এম দল নাকি কুৎসাকরা ছাড়াও পানিহাটিতে অভয়ার মাকে ভোট না দিতে গোপন প্রচার করে বেড়িয়েছে শূণ্যের খরা কাটানোর আপাত প্রয়াসে ।তাদের এ আচরণে প্রশ্ন জাগতেই পারে আসলে তারা কাদের পক্ষে ? তবে দেখা গেল গঙ্গাপাড়ের সে জনপদে সিপি আই এমের এই প্রচারে চিঁড়ে ভেজেনি -সেই জনপদের অধিবাসীরা এই ভণ্ডদের ক্ষমা করেনি যোগ্য জবাব দিয়েছে ।

পদ্ম ঝড় বীরভূমেও

অনুব্রতকে মাথা কামিয়ে রাস্তায় নামার পরামর্শ দুধকুমারের

মৃণালজিৎ গোস্বামী

বীরভূম: রাজ্যের পদ্ম ঝড় অব্যহত বীরভূমেও, বীরভূমে বিজেপি এগিয়ে ৬টি আসনে আর এই ফলেই বীরভূমের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজেপি গত ২৩ শে এপ্রিল রাজ্যের প্রথম দফা নির্বাচনের বীরভূমের ১১টি আসনে ভোট গ্রহণ হয়েছিল। সোমবার ৪ মে রামকৃষ্ণ শিল্প বিদ্যাপীঠ গণনা কেন্দ্রে ময়ূরেশ্বর সিউড়ি, সাঁইথিয়া ও দুবরাজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গণনা শুরু হয় সকাল সকাল। বেলা যত বাড়তে থাকে ইভিএম মেশিন খোলার সাথে সাথেই স্পষ্ট হতে থাকে ভোটের ট্রেন্ড। স্পষ্ট হতে থাকে ১৫ বছরের তৃণমূল জমানা থেকে বেশিরভাগ ভোটার, মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। ভোটের ফলাফলে সিউড়ি কেন্দ্রে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেসের উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় থেকে সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ১৯,৯২৯ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন, অন্যদিকে ময়ূরেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ রায়কে ২১ হাজার দুই ভোটে পরাস্ত করেছেন বিজেপি প্রার্থী দুধকুমার মণ্ডল। সাঁইথিয়া কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী নিলাবতি সাহাকে পরাস্ত করেছেন বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণকান্ত সাহা সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ১,০৬,৪৪০ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণকান্ত সাহা। দুবরাজপুর কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী নরেশচন্দ্র বাউড়িকে ২৭,৬৪৭ ভোটে পেছনে ফেলে জয় নিশ্চিত করে ফেলেছেন বিজেপি প্রার্থী অনুপ কুমার সাহা, অন্যদিকে বোলপুর, লাভপুর এবং নানুর বিধানসভা কেন্দ্রের গণনা কেন্দ্র হল বোলপুর কলেজ, শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত বোলপুরে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষকে ২২ হাজার ৬৩৪ ভোটে পিছনে ফেলে এগিয়ে রয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিনহা। নানুরে বিজেপি প্রার্থী খেকন দাসকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী বিধানচন্দ্র মাঝি এবং লাভপুর কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ সিংহকে ৩,৮৭৯ ভোটে পিছনে ফেলে এগিয়ে রয়েছেন বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ওঝা। হাসান কেন্দ্রে এগিয়ে রয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী ফাইজুল হক। তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির নিখিল ব্যানার্জীর থেকে ৩১ হাজার ৪৭০ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন, রামপুরহাটে এগিয়ে রয়েছেন বিজেপির ধ্রুব সাহা। তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেসের আশিস ব্যানার্জীর থেকে ৩১ হাজার ১৯৩ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন মুরারয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের ডঃ মোশারফ হোসেন, বিজেপির রিঙ্কি ঘোষের চেয়ে ২৬,০৪৬ টি ভোটে এগিয়ে রয়েছেন এবং নলহাটিতে ৪,২৫৯ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী রাজেন্দ্র প্রসাদ সিং। 'কেষ্ট গড়ে' তৃণমূলের এমন ভরা ডুবির পেছনে দলের একাংশের হঠাৎ বসে যাওয়া, সাধারণ মানুষের সঙ্গে জন সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়া, সংখ্যালঘু ভোট ব্যাংকের জন্য তোষণ এবং রাজ্যের ভোটের মেরুকরণ হওয়াকেই যেমন ধরছেন তেমনি পশ্চিমবঙ্গকে বিজেপির পাখির চোখ করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং বিজেপির প্রতি সাধারণ মানুষের ভরসাকে বিজেপির বঙ্গ জয়ের অন্যতম কারণ হিসেবে দেখছেন 'ভোট প্রক্রিয়া শুরুর দিন থেকে বিজেপির কেন্দ্রীয় স্তরের নেতৃবৃন্দ যেভাবে বাংলায় বারে বারে এসেছেন, নির্বাচনী জনসভা করেছেন বিশেষ থেকে সাধারণ ভোটারদের কথা ভেবে বিশেষ কর্মসূচিকে প্রাধান্য দিয়ে ভোট প্রচার এবং রণকৌশল তৈরি করে দিয়েছেন, সেই সব মেনে বঙ্গ বিজেপি যেভাবে নির্বাচনে লড়েছে তার ফল লাভ করেছে বিজেপি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠনের দিকে এগিয়ে গেছে। নির্বাচনের ফল ঘোষণা সরকারিভাবে না হলেও সোমবার বিকেল থেকেই জয়ের আনন্দে গেরুয়া আবির খেলায় মেতে উঠেছেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। বীরভূম জেলায় দুই একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া জয়ের আনন্দে মেতে উঠেছে বীরভূমের গ্রাম থেকে শহর। অন্যদিকে রাজ্যে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ায় এবং বীরভূমের মাটি ক্রমশ হারিয়ে যাওয়াই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী ও সমর্থকরা অনেকটাই হতাশ। জেলার প্রায়ই ৬টি আসনে তাঁরা হার দেখছেন তাই নির্বাচন গণনা কেন্দ্রের সামনে থেকে বিকেল পাঁচটার পর ফাঁকা হতে থাকে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের ভিড়। অন্যান্য বার বীরভূমে ফলাফলের ট্রেন্ড দেখে প্রেস মিট করতেন অনুব্রত মণ্ডল। কিন্তু গণনার আগেই তিনি জানিয়েছিলেন, '২০০ থেকে ২৩০ টি আসন তৃণমূল পাচ্ছে রাজ্যে এবং জেলায় তারা অন্ততপক্ষে ১০টি আসন পাবেন এবং তা না হলে তিনি মাথা কামিয়ে নেবেন।' অনুব্রতর সেই কথাকে স্মরণ করিয়ে ময়ূরেশ্বর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী দুধকুমার মণ্ডল বলেন, 'ফলাফল আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘোষণা হবে। বিজেপির অধিকাংশ আসনে জয় নিশ্চিত। রাজ্যে ক্ষমতা দখল করছে বিজেপি। অনুব্রত বাবুর উচিত মাথা কামিয়ে ঘোল ঢেলে রাস্তায় নামা।' এরপরেই দুধকুমার মণ্ডল বলেন, 'রাজ্যের মানুষ তৃণমূলের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে রাজ্যের সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দল এবার সঠিক সিদ্ধান্তই নেবে।' সিউড়ির বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'রাজ্যে সাধারণ মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছেন নির্ভয়ে তাঁরা ভোট দিতে পেরেছেন এবং তার ফলাফল রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠন করবে।' দুবরাজপুরের তৃণমূল প্রার্থী নরেশচন্দ্র বাউড়ি অভিযোগ করে বলেন, তার বিধানসভা এলাকায় ভোট প্রচারে জেলা নেতৃত্ব সেভাবে সহযোগিতা করেননি সাধারণ মানুষ তৃণমূলকে সমর্থন করেনি তাই তার পরাজয় ঘটেছে। গ্রাম থেকে শহর অধিকাংশ সাধারণ ভোটার পরিবর্তনের পক্ষেই রায় দিয়েছেন আর তার ফলে পদ্ম ফুটে উঠেছে সর্বত্রই। এখন সময়ের অপেক্ষা 'রাম রাজত্ব' হবে এই বাংলা।

মোদীতেই ভরসা রাখল বারাসাত ও বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: ধরাশায়ী তৃণমূল কংগ্রেসের। অবশেষে মোদীতেই ভরসা রাখল উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত ও বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার মানুষ। তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তঘাটি উত্তর ২৪ পরগনায় পদ্ম সুনামি। কিছুটা হলেও মুখ রক্ষা করল বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা। বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার ৭টি আসনের মধ্যে ৫টি আসনে জয়ের মুখে তৃণমূল। সন্দেশখালি সনৎ সর্দার ও হিঙ্গলগঞ্জে রেখা পাত্র জয়ের মুখে দাঁড়িয়ে। বারাসাত সাংগঠনিক জেলার ৭টি আসনের মধ্যে মাত্র দেগঙ্গা জয় পেয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী আনিসুর রহমান ওরফে বিদেশ। তিনি ১৭,৮১৮ ভোটে জয় পেয়েছেন। বাকি ছ'টি আসনেই জয় পেয়েছে বিজেপি। সেক্ষেত্রে হেবিওয়েট প্রার্থী রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসু, রথিন ঘোষ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, তাপস চ্যাটার্জি মতো প্রার্থী ধরাশায়ী হয়েছে। বারাসাতে জয় পেয়েছেন শঙ্কর চ্যাটার্জি, মধ্যমগ্রামে অনিন্দ ব্যানার্জী ওরফে রাজু ব্যানার্জী, হাবড়ায় দেবদাস মণ্ডল, অশোকনগরে ডাঃ সুময় হীরা, রাজারহাট নিউটাউনে রিতেশ তিওয়ারি, বিধাননগরে শারদ্বত মুখার্জী জয়ের অপেক্ষায়। সন্দেশখালিতে সনৎ সর্দার ও হিঙ্গলগঞ্জে রেখা পাত্র জয়ের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।

মরণফাঁদে আরামবাগ বাসস্ট্যান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আবারও প্রকাশ্যে এল আরামবাগ বাসস্ট্যান্ডের বেহাল চিত্র। হুগলি জেলার অন্যতম ব্যস্ততম এই বাসস্ট্যান্ড এখন কার্যত মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। বাসস্ট্যান্ডের উপরের জানলার স্লাব ভেঙে বিপজ্জনকভাবে ঝুলে রয়েছে। ইতিমধ্যেই কিছু অংশ ভেঙে পড়েছে, আর বাকি অংশ যে কোনও সময় ধসে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। ফলে প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রীর জীবনের ঝুঁকি বেড়েই দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করা স্থানীয় দোকানদার সঞ্জয় সাহা বলেন, 'আমরা প্রতিদিন এই ঝুঁকির মধ্যেই দোকান চালাই। উপরের স্লাবের অবস্থা খুব খারাপ। কয়েকদিন আগে কিছু অংশ ভেঙে পড়েছে। আমরা বারবার প্রশাসনকে জানিয়েছি, কিন্তু এখনো কোনো কাজ হয়নি। বড় দুর্ঘটনা ঘটলে তখন দায় নেবে কে?' স্থানীয়দের অভিযোগ, বহুবার বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনা হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

চলেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিন ভোর থেকে রাত পর্যন্ত এই বাসস্ট্যান্ডে কয়েক হাজার মানুষের যাতায়াত। আরামবাগ থেকে হুগলি, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া-সহ একাধিক জেলার সঙ্গে যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র এটি। প্রতিদিন কয়েকশো বাস এই স্ট্যান্ড থেকে ছাড়ে। অথচ এত গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গার পরিকাঠামো দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত। একজন বাসযাত্রী শ্যামল দাস বলেন, 'প্রতিদিন এই বাসস্ট্যান্ড দিয়ে যাতায়াত করি। মাথার উপর যে স্লাবটা ভেঙে ঝুলছে, সেটা দেখলে ভয় লাগে। কখন ভেঙে পড়বে কেউ জানে না। প্রশাসনের কোনও নজর নেই। দুর্ঘটনা ঘটার পরই কি ব্যবস্থা নেবে?' আরেক যাত্রী মীনা পাল জানান, 'এখানে দাঁড়িয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করাই এখন ভয়ের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাচ্চাদের নিয়ে আসতে ভয় লাগে। এত বড় বাসস্ট্যান্ড, অথচ নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা নেই।' বাসস্ট্যান্ড চত্বরে অস্থায়ীভাবে ঘিরে রাখা বা সতর্কীকরণ বোর্ড লাগানোর মতো প্রাথমিক পদক্ষেপও চোখে পড়েনি বলে অভিযোগ। এদিকে যাত্রী ও ব্যবসায়ীদের একাংশের দাবি, দ্রুত বাসস্ট্যান্ডের সংস্কার ও মেরামতির কাজ শুরু না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন। সবমিলিয়ে প্রশ্ন উঠছে, হুগলি জেলার এত গুরুত্বপূর্ণ একটি যোগাযোগ কেন্দ্রের এমন বেহাল দশা কেন? আর প্রশাসন কবে এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির সমাধানে উদ্যোগী হবে, সেই দিকেই এখন তাকিয়ে সাধারণ মানুষ।

'অশান্তি' এড়ানোর আবেদন তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন প্রথম জিতে ছিলেন, তিনি বলেছিলেন 'বদলা নয়, বদল চাই' সেটাই হওয়া উচিত। কোথাও যেন কোনরকম অশান্তি না হয়।' বিজেপির কাছে সেটাই আবেদন জানালেন তৃণমূলের বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায়। সোমবার সকাল থেকেই তিনি হাজির হয়েছিলেন সিউড়ি এলসি কলেজে। সেখানে সাঁইথিয়া সিউড়ি, দুবরাজপুর এবং ময়ূরেশ্বরের প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারণ 'গণনা কেন্দ্র'। যত সময় বাড়তে থাকে ততই গেরুয়া ঝড় আছড়ে পড়ে বীরভূমে। এলসি কলেজের চারটি কেন্দ্রের ভোট গণনা দেখে বোঝা যায় চারটিতে জয়ী হতে চলেছে বিজেপি। গণনা কেন্দ্রের থেকে ২০০ মিটার দূরে অস্থায়ী শিবির গুলিতে একে একে কর্মী সমর্থকদের ভিড়ও কমতে শুরু করে, একসময় সাংসদ শতাব্দী রায় ও বেরিয়ে যান আর যাবার সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'জয়ের আনন্দ থাকবে নিশ্চয়ই কিন্তু কোন ক্ষয়ক্ষতি বা অশান্তি যেন না হয়।' তারপরেই তিনি মনে করিয়ে দেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম শপথ গ্রহণের কথা এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাবধান বাণী 'বদল চাই বদলা নয়'। জেলা বিজেপির নেতৃত্বের পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনের কাছেও তিনি সেই আবেদন রাখেন।

পানাগড়ে দলীয় কার্যালয়ের চাবি বিজেপির হাতে তুলে দিল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সোমবার ভোট গণনা শুরু হতেই একের পর এক উত্তেজনার খবর ছড়িয়ে পড়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। সোমবার বিকালে কাঁকসার পানাগড় গ্রাম মোড়ে অবস্থিত তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ের দখল নেয় বিজেপি কর্মীরা। এদিন দলীয় কার্যালয়ের তালা খুলে কার্যালয়ের দখল নেওয়ার পাশাপশি গোটা দেওয়ালে গেরুয়া রং করে দেন বিজেপি কর্মীরা। একে ওপরকে গেরুয়া আবির মাখিয়ে জয়ের আনন্দে মেতে ওঠেন কর্মী, সমর্থকরা। বিজেপি কর্মীরা বলেন, তারা আশা রেখেছিলেন বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় আসছে। এরপরেই বেলা যত বাড়ে ততই পরিষ্কার হয় বিষয়টি। আর তারপরেই তারা তৃণমূল কর্মীদের

সঙ্গে কথা বলেন। তৃণমূল কর্মীরাই তাদের হাতে কার্যালয়ের চাবি তুলে দেয়। সেই মতো কোনও অশান্তি বা ভাঙচুর না করে তারা শান্তিপূর্ণভাবে কার্যালয়ের তালা খুলে কার্যালয়ের দখল নেন। পাশাপশি কর্মীদের এলাকায় শান্ত থাকতে বলেন এদিন।

দুর্গাপুরে ভোট গণনা কেন্দ্রের বাইরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরে ভোট গণনা কেন্দ্রের বাইরে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াল। গণনা কেন্দ্রের বাইরে তৃণমূল ও বিজেপির অস্থায়ী টেন্টের সামনে দুই দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে বাগবিতণ্ডা ও উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠতেই মোতায়েন থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত হস্তক্ষেপ করে দুই পক্ষকে সেখান থেকে সরিয়ে দেয়। প্রশাসনের তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ভোট গণনার প্রক্রিয়া যাতে নির্বিঘ্নে চলতে পারে, সেই দিকেই নজর রাখা হচ্ছে। গণনা কেন্দ্রের বাইরে নিরাপত্তা

ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে।

গণনাকেন্দ্রে তৃণমূল এজেন্টকে মারধরের অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

নীরব কেন্দ্রীয় বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সোমবার রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়। সকাল থেকেই টান টান উত্তেজনায় শুরু হয় গণনা। বর্ধমান জেলার গোলাপবাগে ইউআইটি-তে খোলা হয় গণনা কেন্দ্র। গোটা কেন্দ্র জুড়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আঁটোসাঁটো নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়। সেই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীরা ভালো ফল করতেই তৃণমূলের নির্বাচনী এজেন্টকে মারতে মারতে গণনা কেন্দ্রের বাইরে বের করে দেন বিজেপি কর্মীরা। গণনা কেন্দ্রই আক্রান্ত হল বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের যুব তৃণমূল নেতা সৌভিক পান। বর্ধমান গোলাপবাগে ইউআইটি-তে তৈরি হয়েছিল গণনা কেন্দ্র কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই শুরু হয়েছিল

গণনা পর্ব। সকাল থেকেই গণনা শুরু হতে গেরুয়া শিবিরের জয়জয়কার। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যারা গণনা কেন্দ্রে এসেছিলেন তারা বেশ কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েন। এই খবর জানতে পেরে অপরদিকে উচ্ছ্বাস দেখা যায় বিজেপি শিবিরে। বর্ধমান দক্ষিণ-সহ অনান্য কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীরা এগিয়ে যেতেই যুব তৃণমূল নেতার উপর ক্ষোভ আছড়ে পড়ে। গণনা কেন্দ্র চত্বরেই বেধড়ক মারা হয় যুব তৃণমূল নেতাকে। রক্ত বের হয় কপাল কেটে। কোনরকমে অন্যান্যরা সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যান যুব তৃণমূল নেতাকে। যদিও এদিন ঘটনার সময় নীরব ছিল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা বলেই অভিযোগ ওঠে। এদিন সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা প্রশ্ন করলেও কোনও উত্তর দেননি ওই তৃণমূল নেতা।

মতুয়া গড়ে গেরুয়া ঝড়ের দাপটে উড়ে গেল ঘাসফুল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: মতুয়া ভোট এবারও পুরোপুরি বিজেপিতে। বনগাঁয় মতুয়া গড় কার্যত ধরে রাখল বিজেপি। বনগাঁ উত্তর-দক্ষিণ গাইঘাটা, বাগদা বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থীরা বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ী হলেন। উল্লেখ যোগ্যভাবে বাগদা কেন্দ্রে বিশেষ নজর ছিল রাজনৈতিক মহলে। ননদ-বউদির লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত কে জিতবেন সেই চর্চাই ছিল সকলের মুখে। সকাল থেকেই এগিয়েছিল বিজেপি প্রার্থী বৌদি সোমা ঠাকুর। দিনের শেষে জয়ের শেষ হাসি হাসলেন বৌদি-ই। পরাজয় স্বীকার করলেন তৃণমূল প্রার্থী ননদ মধুপর্ণা ঠাকুর। ঠাকুরবাড়িকে ঘিরে থাকা রাজনীতিতে মতুয়াদের একটা বড় অংশ গেরুয়া শিবিরের দিকেই ঝুঁকে থাকল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

গত ২০১৯ সাল থেকেই মতুয়া ভোট ব্যাঙ্ক বিজেপির দিকে ঝুঁকতে থাকে। পরবর্তীতে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বনগাঁয় আসনগুলি নিজের দখলে রেখেছিল বিজেপি। তৃণমূল কংগ্রেস এবার বনগাঁয় একাধিক আসনে জয়ে জন্য মরিয়া ছিল। প্রচারও চলছিল জোর কদমে। তবে বিজেপি এই এলাকায় জয় ধরে রাখার জন্য বরাবরই প্রত্যাশী ছিল। সেই ট্রেন্ডই যেন এবারও ধরে রাখল গেরুয়া শিবির। এদিন ভোট গণনার শুরু থেকেই বিজেপি এগিয়েছিল বনগাঁ-উত্তর, বনগাঁ-দক্ষিণ বাগদা এবং গাইঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রে। অন্যদিকে, প্রথম থেকে বনগাঁ-উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অশোক কীর্তনিয়া, তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসের থেকে অনেক ব্যবধানেই এগিয়ে ছিলেন। নির্বাচন প্রচার চলাকালীন বারবার বিজেপি প্রার্থী অশোক কীর্তনিয়াকে তৃণমূলের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছিল। তবে তারপরেও গেরুয়া ঝড়ে উড়ে গেল তৃণমূলের ঘাসফুল শিবির। জয় হল গেরুয়া শিবিরের। জয়ী হলেন বনগাঁ উত্তরের বিজেপি প্রার্থী অশোক কীর্তনিয়া। বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদারও জয়ী হলেন তৃণমূল প্রার্থী ঋতুপর্ণা আঢ্যকে হারিয়ে। এদিন অন্যতম কেন্দ্র ছিল গাইঘাটা বিধানসভা কেন্দ্র ঠাকুরবাড়ির অন্যতম সদস্য তথা মতুয়াদের ধর্ম গুরু বড় ঠাকুর সুব্রত ঠাকুর গাইঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ছিলেন। তৃণমূল প্রার্থী নরোত্তম বিশ্বাসকে হারিয়ে জয়ী হলেন সুব্রত ঠাকুর। গেরুয়া ঝড়ের কাছে কার্যত ঘাসফুলকে উড়ে যেতে হল মতুয়া গড় বনগাঁর মাটি থেকে।

"ফর্ম নং আইএনসি - ২৬"
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অধীনে)
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন
কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ এর সাব সেকশন (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব রুল (৫) এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত
এবং
গড়মা ট্রেক্সিম প্রা. লি.
("কোম্পানি") রেজিস্টার্ড অফিস ১৬৪/১এ প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড লেক থানা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০২০ সম্পর্কিত
... দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, বুধবার ২৯ এপ্রিল ২০২৬ কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "মহারাষ্ট্র রাজ্যে" স্থানান্তরের বিষয়টি কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার এর নিকট কোম্পানি এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।
কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা বিনিয়োগকারীগণের ফর্মপূরণ সাপেক্ষে** বা হাতেহাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, **কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ, রাজারহাট, নিউটাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫** ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে এবং একটি কপি নিম্নে উল্লিখিত কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
রেজি. অফিস : ১৬৪/১এ প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড লেক থানা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০২০
গড়মা ট্রেক্সিম প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
তারিখ : ০৫.০৫.২০২৬ নীরজ রাঘবীর খান্না
স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর
ডিন : ০০৫২০৪৮৩
৫/৫০১ অ্যাসটার মহাদা কমপ্লেক্স, ওশিয়ারা
অন্ধেরি (প), মুম্বই - ৪০০০৫৩

SBI
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান : ৭১৩১০৪, ইমেল : sbi.14817@sbi.co.in
ঋণগ্রহীতা/সাধারণের প্রতি ঘোষণা
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা (এসএআরইব), বর্ধমান কোড নং - ১৪৮১৭, ২য়তল, উল্লাস গেট নং ১, জি টি রোড, পো : জোতরাম, জেলা-বর্ধমান সংযুক্ত হতে চলেছে স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা (এসএআরবি), সাউথ বেঙ্গল, শাখা কোড ১৫১৯৬, জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য়তল, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা- ৭১ এর সঙ্গে ১৫.০৫.২০২৬ তারিখে। সুতরাং সংশ্লিষ্ট সকল শাখার কার্যাবলি এসএআরবি সাউথ বেঙ্গল শাখার সহিত সংযুক্ত হবে এবং কোনও লেনদেন বা যোগাযোগ এসএআরবি বর্ধমানের সঙ্গে ১৫.০৫.২০২৬ এর পরবর্তীতে গ্রাহ্য হবে না।

'সাইলেন্ট স্ট্র্যাটেজি'র জাদু

ঝাড়গ্রামের ৭ বিধানসভায় বিজেপির ঝড়, আলোচনায় ডাঃ দীনেশানন্দ গোস্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: গণতন্ত্রের মহারণে ফল প্রকাশের পর রাজ্য রাজনীতিতে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন জেলায় ফলাফল নিয়ে যখন চলছে বিশ্লেষণ, ঠিক তখনই ঝাড়গ্রাম সাংগঠনিক জেলার ফলাফল আলাদা করে নজর কেড়েছে। নির্বাচনের ফলেই স্পষ্ট, সাংগঠনিক শক্তি ও পরিকল্পিত কৌশলই শেষ কথা বলেছে এই জেলায়। ঝাড়গ্রাম সাংগঠনিক জেলা, যা ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত, সেই জেলার সাতটি বিধানসভা আসনে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র বিপুল জয় রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। ঝাড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম, বিনপুর, শালবনি, গড়বেতা এবং বান্দোয়ান, এই সাতটি আসনে বিজেপির জয় সংগঠনের কৌশল ও নেতৃত্বকে কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে। এই ঐতিহাসিক সাফল্যের পেছনে ঝাড়খণ্ড বিজেপির প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি ডাঃ দিনেশানন্দ গোস্বামীর কৌশলগত ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। দলীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে ঝাড়গ্রাম সাংগঠনিক

জেলার দায়িত্ব পাওয়ার পর গত প্রায় দুই মাস ধরে তিনি এলাকায় ধারাবাহিকভাবে সক্রিয় থেকে সংগঠনকে শক্তিশালী করার কাজে মনোনিবেশ করেন। সূত্রের খবর, তিনি প্রচারের ঝলকানি থেকে দূরে থেকে সুপরিকল্পিত ও নীরব কৌশল গ্রহণ করেন। বুথ স্তর পর্যন্ত কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন, নিয়মিত বৈঠক এবং অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ, এই সব কিছুর মধ্য দিয়েই তিনি সংগঠনকে মজবুত করেন। তাঁর এই কর্ম পদ্ধতিকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা 'সাইলেন্ট স্ট্র্যাটেজি' হিসেবে অভিহিত করছেন। সংগঠনের মধ্যে সমন্বয় ও ঐক্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন ডাঃ গোস্বামী। কর্মীদের উৎসাহিত করা, দায়িত্বের সুনির্দিষ্ট বণ্টন এবং নির্বাচনী প্রস্তুতিকে আরও ধারালো করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নিশ্চিত করেছেন যে প্রতিটি বুথে সংগঠন সক্রিয় থাকে এবং ভোটারদের কাছে দলের বার্তা সঠিকভাবে পৌঁছায়। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এই জয় শুধুমাত্র কোনও নির্বাচনী হাওয়ার ফল নয়, বরং সুসংগঠিত দলীয় কাঠামো, শৃঙ্খলাবদ্ধ কর্মপদ্ধতি এবং সুপরিকল্পিত কৌশলের প্রতিফলন। এই ফলাফল প্রমাণ করে, সঠিক পরিকল্পনা ও শক্তিশালী সংগঠন থাকলে কঠিন লড়াইয়েও জয় সম্ভব। ঝাড়গ্রামের সাতটি আসনে এই বড় সাফল্য শুধু বিজেপির মনোবল বাড়ায়নি, বরং ডাঃ দিনেশানন্দ গোস্বামীকে একজন দক্ষ কৌশলবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, তাঁর এই কর্ম পদ্ধতি আগামী দিনে অন্য এলাকাগুলির জন্যও একটি আদর্শ মডেল হয়ে উঠতে পারে।

মালদায় ৬টি আসন ধরে রাখল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাজ্য থেকে তৃণমূল ধরাশায়ী হলেও, উত্তরবঙ্গের মধ্যে গতানুগতিকভাবে মালদায় ৬টি আসন ধরে রাখল তৃণমূল। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলার মধ্যে অন্তত মালদায় তৃণমূলের ভালো ফল হয়েছে বলে দাবি করেছে দলের জেলা নেতৃত্ব। যদিও গত বিধানসভা নির্বাচনে মালদার ১২টি আসনের মধ্যে তৃণমূলের দখলে ছিল ৮টি আসন। বাকি ৪টি আসন ছিল বিজেপির দখলে। কিন্তু এবারে নির্বাচনে তৃণমূল ৬টি এবং বিজেপি ৬টি আসন দখল করেছে। দুটো আসন তৃণমূলের লোকসান হলেও, এই ফল আশানুরূপভাবে ভালো বলেও দাবি করেছে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব। দলের জেলা সভাপতি তথা মালতিপুরের তৃণমূলের বিজয়ী প্রার্থী আব্দুর রহিম বক্সি বলেন, '৮টি আসন ধরে না রাখ তে পারলেও ৬টি আসন ধরে রেখে উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলার থেকে ভালো ফল হয়েছে মালদায়। তবে আশা ছিল আরও বেশি আসন পাওয়ার। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভোট ভাগের জন্যই এমন ফলাফল হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।' এদিকে মালদায় এবারে লক্ষাধিক পরিযায়ী শ্রমিকদের ভোট যে একটা ফ্যাক্টর তাও অকোপটে স্বীকার করেছে তৃণমূল ও বিজেপি-সহ বিভিন্ন দলের নেতৃত্বরা। জেলা শ্রম দপ্তরের সূত্র অনুযায়ী, মালদা জেলায় সরকারিভাবে প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছে। কিন্তু অসমর্থিত সূত্রে জেলায় পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষ। নির্বাচনের অন্তত ১৫ দিন আগে থেকেই বিভিন্ন রাজ্য থেকে মালদার পরিযায়ী শ্রমিকেরা দলে দলে ভোটের জন্য চলে আসেন। এক্ষেত্রে এসআইআর আতঙ্ক পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে একটা কাজ করেছে বলেও মনে করছে তৃণমূল এবং বিজেপি। এবারে নির্বাচনে ইংরেজবাজার, গাজোল, মালদা, হবিবপুর, মানিকচক এবং বৈষ্ণবনগর ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্র দখল করেছে বিজেপি। বাকি চাঁচল, সুজাপুর, মোথাবাড়ি, চাঁচল, রতুয়া এবং মালতিপুর এই ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্র দখল করেছে তৃণমূল। গতবারের মতো এবারও কংগ্রেস এবং সিপিএমের ঝুলিতে রয়েছে শূন্য। এক্ষেত্রেই কোথাও ভোটের ভাগাভাগি আবার কোথাও দলীয় কোন্দলকেই মূলত দায়ী করেছে তৃণমূল এবং বিজেপি নেতৃত্ব। তৃণমূলের জেলার মুখপাত্র শুভময় বসু বলেন, ভিন রাজ্য থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের একটা বড় অংশ এবারে মালদার ভোট দেওয়ার জন্য আগে থেকেই চলে এসেছিল। তাদের ভোটটা একটা ফ্যাক্টর। তবে কে, কোথায় ভোট দিয়েছে বলতে পারব না। তবে তৃণমূলকে ঠেকাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজেপির সঙ্গে তলে তলে আঁতাত করে কয়েকটি রাজনৈতিক দল। সে ক্ষেত্রে তুলনামূলক ফল ভালো হয়েছে। তবে দুটি আসল লোকসানের ক্ষেত্রে অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করে দেখা হবে। বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, তাঁদের লক্ষ্য ছিল ৮ থেকে ১০টি আসন। সে ক্ষেত্রে ছয়টি আসল পেয়েছি। কোথায় কি ত্রুটি রয়েছে অবশ্যই সেটিও বিশ্লেষণ করে দেখা হবে।

কাটোয়ায় বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণ ঘোষের জয়

হেরে হতাশ হয়ে গণনাকেন্দ্র ছাড়লেন ছ'বারের তৃণমূল বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: এবার বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে বিজেপির জয় জয়কার। ১৫ বছর ধরে ক্ষমতায় টাকা তৃণমূলকে সরিয়ে রাজ্যে ক্ষমতা দখল করল বিজেপি। পাশাপাশি এবারের বিধানসভা নির্বাচনে কাটোয়া কেন্দ্রে বড়সড় রদবদল হয়। তৃণমূলের হেভিওয়েট প্রার্থী ছয়বারের বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জিকে পরাজিত করে জয় ছিনিয়ে নেয় বিজেপি প্রার্থী। বিপুল ভোটে জয়ের পর এলাকা জুড়ে আনন্দে মেতে ওঠে কর্মীরা। জয়ের শংসাপত্র হাতে নিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি নবনির্বাচিত বিধায়ক জানান, 'এই জয় আসলে কাটোয়াবাসীর আশীর্বাদ।' তিনি বলেন, 'কাটোয়ার সাধারণ মানুষ তাদের ওপর ভরসা রেখেছেন। তাদের বুথ স্তরের কর্মীরা দিনরাত এক করে পরিশ্রম করেছেন, মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ বজায় রেখে ছেন। এই জয় কাটোয়ার প্রতিটি কর্মীর এবং সাধারণ মানুষের জয়। উন্নয়নই মূল লক্ষ্য কাটোয়ার দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানই তাঁর প্রথম অগ্রাধিকার হবে। আগামী দিনে তাঁর বিশেষ পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে, রেল ব্রিজ এবং গঙ্গার ওপর নতুন ব্রিজের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা। হাসপাতালের পরিষেবার মানোন্নয়ন। এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। নিকাশি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ।' প্রাক্তন বিধায়কের পরাজয় প্রসঙ্গে তিনি জানান, মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিলেন। জনগণের ইচ্ছাতেই কাটোয়ায় নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের সূচনা হল। জয়ের ব্যবধান নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বিজেপি প্রার্থী ৩৫,০৬৬ ভোটের ব্যবধানে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করেছেন। কাটোয়ার এই জয়কে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের অন্যতম বড় সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে, জয়ের ব্যবধান বাড়তে থাকায় নিজের হার স্বীকার করে সময়ের আগেই গণনা কেন্দ্র ছেড়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান তৃণমূল প্রার্থী তথা ছয় বারের বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি। তবে, এদিন তাঁকে হতাশ অবস্থায় দেখা যায়। যদিও হারের বিষয়ে এদিন সংবাদমাধ্যমের সামনে তেমন কোনও কথাই বলেননি তৃণমূল প্রার্থী।

পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে গেরুয়া সুনামি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: জনতার রায়ে জঙ্গলমহলে আছড়ে পড়েছে গেরুয়া সুনামি। বিধ্বংসী গেরুয়া ঝড় ধুয়ে মুছে প্রায় সাফ করে দিয়েছে তৃণমূলকে। গণনা শুরু হওয়ার পর থেকেই জঙ্গলমহলের দুই জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামের বিধানসভা কেন্দ্রের ফলাফলে ক্রমশ ঝড় বইতে শুরু করে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ১৫টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ১৩টিতে জয়ী হয়েছে বিজেপি প্রার্থীরা। বিজেপি জিতেছে গড়বেতা, চন্দ্রকোনা, দাসপুর, পিংলা, ডেবরা, খড়গপুর সদর, নারায়ণগড়, ঘাটাল, মেদিনীপুর, কেশিয়াড়ি, দাঁতন, শালবনি ও সবং কেন্দ্রগুলি। শুধুমাত্র খড়গপুর গ্রামীণ ও কেশপুর কেন্দ্র দু'টিতে জিতে কোনরকমে মুখ বাঁচিয়েছে তৃণমূল। ঝাড়গ্রাম জেলার চারটি কেন্দ্রই তৃণমূলের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে বিজেপি। এই জেলায় চারটি কেন্দ্রেই বড় ব্যবধানে জয়ী হয়েছে বিজেপি প্রার্থীরা। বিনপুর, গোবিবল্লভপুর, নয়াগ্রাম ও ঝাড়গ্রামে ফুটেছে পদ্মফুল।

ভোট পরবর্তী হিংসা

দুর্গাপুরে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: মুচিপাড়ায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়। অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা দলীয় কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর চালায়। ঘটনার প্রতিবাদে সার্ভিস রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বচসা বাধে বলে জানা গেছে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত নিরাপত্তারক্ষী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে।

উলুবেড়িয়ায় গণনা কেন্দ্রের বাইরে উল্লাস।

১৪ রাউন্ডের মাথায় গণনাকেন্দ্র ছাড়লেন মৌসম নূর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রথম থেকেই তৃণমূল ও বিজেপি প্রার্থীর পরের সারিতে থাকলো মালতীপুরের কংগ্রেসের হেভিওয়েট প্রার্থী মৌসম নূর। ভোট গণনার ১৮ রাউন্ডের মধ্যেই ১৪ রাউন্ডের মাথায় প্রায় ৫০ হাজার ভোটে পিছিয়ে থেকে গণনা কেন্দ্র ছেড়ে চলে গেলেন কংগ্রেস প্রার্থী মৌসুম নূর। গণনা কেন্দ্র ছেড়ে যাওয়ার সময় দলের এই খারাপ ফলাফলের জন্য পর্যবেক্ষণ করে দেখার কথা বললেন মৌসম। শুধু তাই নয়, এই ফলাফলে তিনি যে অত্যন্ত হতাশ, সেকথাও সাংবাদিকদের সামনে অকপটে স্বীকার করেছেন মৌসম। তিনি বলেন, 'গত লোকসভা নির্বাচনে উত্তর মালদা কেন্দ্রের এই মালতীপুর থেকে প্রায় ৩০ হাজার ভোটে এগিয়ে ছিল কংগ্রেস। কিন্তু বিধানসভায় এমন ফল হবে ভাবতেই পারে নি। কেন এমনটা হল অবশ্যই দলগতভাবে এটি বিবেচনা করে দেখ া হবে।' মৌসুম নূর বলেন, 'এবারের বিধানসভা নির্বাচনে মেরুকরণের ভোট হয়েছে। মানুষের রায়কে মেনে নিতে হবে।' উল্লেখ্য, মালতিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ১৮ রাউন্ড গণনা হবে। যার মধ্যে ১৪ রাউন্ডের মাথায় প্রায় ৫০ হাজার ভোটে তৃণমূল প্রার্থী আব্দুর রহিম বক্সির থেকে পিছিয়ে তৃতীয়স্থানে চলে যায় কংগ্রেসের প্রার্থী মৌসম নূর। এই কেন্দ্রের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন বিজেপি প্রার্থী আশিস দাস। প্রথম থেকেই মালতীপুরের তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপি প্রার্থীর জোর টক্কর চলে এসেছে। কিন্তু ভোট গণনা শুরু থেকেই কংগ্রেসের হেভিওয়েট প্রার্থী মৌসম নূরের ফলাফল ছিল অত্যন্ত খারাপ। দলের প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব মৌসম নূরের ওপর অনেকটাই ভরসা করেছিলেন। পাশাপাশি এই মালতিপুর কেন্দ্রে মৌসম নূর যে একটা ফ্যাক্টর সেটাও নির্বাচনের প্রচার থেকেই হাওয়া উঠেছিল। কিন্তু সবকিছু এক নিমেষের মধ্যে এভাবে শেষ হয়ে যাবে তা ভূণাক্ষরেও টের পান নি কংগ্রেস প্রার্থী মৌসম নূর। তিনি বলেন, এই 'কেন্দ্রে এত ফল কেন খারাপ হল এটা পর্যবেক্ষণ করে দেখব আমরা। শুধু মালতিপুর বলেই নয়, মালদার পাশাপাশি গোটা রাজ্যে কংগ্রেসের ফল হতাশ করেছে। সবমিলিয়ে জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গেই দ্রুত কংগ্রেসের এই ফলাফল নিয়ে আলোচনায় বসা হবে। পাশাপাশি মালতিপুর কেন্দ্রের বুধ ভিত্তিক ফলাফল খতিয়ে দেখা হবে।'

বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হামলা, দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রাজ্যজুড়ে বিজেপির জয়জয়কার। সকাল থেকে টানটান উত্তেজনায় ভোট গণনা শুরু হলেও, বেলা যত বাড়তে থাকে, ততই বিজেপির প্রার্থীদের জয়ের খবর সামনে আসে। বেলা গড়িয়ে বিকেল হতেই বিভিন্ন এলাকায় বের হয় বিজেপির বিজয় মিছিল। আর এই বিজয় মিছিল থেকেই এক বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে। আহত সঞ্জীব রায় ও তার পরিবারের অভিযোগ, এতদিন যারা সিপিএম করত তারা বিজেপির মিছিলে যোগ দিয়ে তাদের বাড়িতে হামলা চালায়। বাড়িতে ভাঙচুর করার পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের মারধর করে। পাল্টা তারাও প্রতিরোধ করলে আক্রান্ত হয় অপর পক্ষ। অন্যদিকে কবিতা মণ্ডল জানিয়েছেন, তারা শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করছিলেন এলাকায়। সেই সময় সঞ্জীব রায় ও তার পরিবারের সদস্যরা তাদের উপর হামলা চালায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাঁকসা থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেয়। পাশাপাশি আহতদের পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

পাণ্ডবেশ্বরের বাকোলার তৃণমূল কার্যালয় দখল নিল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলকে বিদায় দিয়ে গেরুয়া ঝড়। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সরকার গড়তে চলেছেন ভারতীয় জনতা পার্টি। বিজেপির এই বিশাল জয়কে সাধারণ মানুষের জয় বলেই আখ্যা বিজেপি নেতৃত্বের অন্যদিকে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তেওয়ারির ভোট যুদ্ধের দিকে তাকিয়ে ছিল সকলেই। বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তেওয়ারি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে পরাজিত করে জয়ী হতেই উল্লাসে গেরুয়া আবিরের মেতে ওঠে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। এবং অতি উৎসাহে পাণ্ডবেশ্বর এর বাকলা রেল গেটের কাছে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় দখল নিল বিজেপি কর্মী সমর্থকদের একাংশ। উৎসাহী বিজেপি কর্মী সমর্থকদের দাবি, এই অফিসটি তাদের দাদা জিতেন্দ্র তিওয়ারি একসময় তৈরি করেছিলেন, আর দাদার বিজয়ে দাদার অফিস তারা ফিরিয়ে নিলেন। জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে মুখ

রিত হল বাকলা রেলগেট সংলগ্ন চত্বর। কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রচুর কেন্দ্রীয় বাহিনীর মতায়েন রয়েছে এলাকায়। তবে সুপ্ত বিরোধের আঁচ রয়েছে এলাকায় যেকোনো সময় তাপ ফেটে পড়ার সম্ভাবনা।

পুরুলিয়ার পাড়া বিধানসভায় পুনরায় জয়লাভ করলেন বিজেপি প্রার্থী নদিয়ার চাঁদ বাউড়ি।

পুরুলিয়ার কাশীপুর বিধানসভায় পুণরায় জয়লাভ করলেন বিজেপি প্রার্থী কমলাকান্ত হাঁসদা।

পুরুলিয়ার পুরুলিয়া বিধানসভায় পুণরায় জয়লাভ করলেন বিজেপি প্রার্থী সুদীপ মুখার্জী।

রুলিয়ার মানবাজার বিধানসভায় জয়লাভ করলেন বিজেপি প্রার্থী ময়না মুর্মু।

পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর বিধানসভায় জয়ী বিজেপি প্রার্থী মামনি বাউড়ি।

গেরুয়াময় হাওড়া গ্রামীণ।

বলরামপুর বিধানসভায় জয়ী বিজেপি প্রার্থী জলধর মাহাতো।

পুরুলিয়ার বান্দোয়ান বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী হলেন বিজেপি প্রার্থী লবসেন বাস্কে।

জয়পুর বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী বিজেপি প্রার্থী বিশ্বজিৎ মাহাতো।

পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি বিধানসভায় জয়ী বিজেপি প্রার্থী রুহিদাস মাহাতো ৪০, ৮১৭ ভোটে।

অসমে ফের ডবল ইঞ্জিন, সংখ্যাগরিষ্ঠতার পথে বিজেপি

গুয়াহাটি, ৪ মে: অসমে আবারও উঠতে চলেছে গেরুয়া ঝড়। ভোট গণনা শুরুর পর দুপুর অবধি যত আসনের ফলাফল প্রকাশ হয়েছে, সেই ইঙ্গিতই মিলেছে। বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ অসমে নিজেদের ঘাঁটি আরও শক্ত করছে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি প্রার্থী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নিজের কেন্দ্র জালুকবাড়ি থেকে প্রায় ২৪ হাজার ভোটে এগিয়ে।

২০০১ সাল থেকে জালুকবাড়ি কেন্দ্রে লড়ছেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ১৮ রাউন্ডের মধ্যে ৬ রাউন্ড গণনার পরই ৩৯ হাজার ২১৪ ভোট পেয়েছেন তিনি। প্রায় ২৪ হাজার ভোটে এগিয়ে। অসমে কংগ্রেসের মুখ গৌরব গগৈ জোরহাটে পিছিয়ে রয়েছেন। ২০১৬ সাল পর্যন্ত অসম ছিল কংগ্রেসের দখলে। তারপর বিজেপি ক্ষমতায় আসে এবং ধীরে ধীরে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। বর্তমানে প্রতিবেদন লেখার সময়ে অসমে ১২৬টি আসনের মধ্যে বিজেপি এগিয়ে ৭৮টি আসনে। ১৯টি আসনে ইতিমধ্যেই জিতে গিয়েছে। অন্যদিকে, কংগ্রেস এগিয়ে ২৭টি আসনে। অন্যান্য দল ২টি আসনে এগিয়ে।

এক্সিট পোলে দেখিয়েছিল, বিজেপি শাসিত এনডিএ-ই ক্ষমতায় আসতে চলেছে। সেই পূর্বাভাসই সত্যি হতে চলেছে। বিজেপি ৮৫ থেকে ১০০টি আসন জিততে পারে। কংগ্রেস ২৪ থেকে ৪০টি আসন পেতে পারে।

কেরলে বাম দুর্গে ফাটল, ক্ষমতায় আসছে কংগ্রেস

তিরুঅনন্তপুরম, ৪ মে: বাম দুর্গে ফাটল। কেরলম-ও হাতছাড়া হয়ে গেল সিপিআই(এম) নেতৃত্বাধীন এলডিএফের। ক্ষমতায় আসতে চলেছে কংগ্রেস শাসিত ইউডিএফ। ১৪০ আসনের বিধানসভা নির্বাচনে ইতিমধ্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পার করেছে ইউডিএফ।

এই প্রতিবেদন লেখার সময়ে কেরলের ১৪০ আসনের মধ্যে কংগ্রেস শাসিত ইউডিএফ ১০২টি আসনে এগিয়ে। বাম নেতৃত্বাধীন এলডিএফ ৩৬টি আসনে এগিয়ে। এবার কেরলে পদ্মও ফুটছে। ২টি আসনে এগিয়ে বিজেপি। এবারের জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী ইউডিএফ।

১৪ জন এলডিএফের মন্ত্রী নিজেদের আসন থেকে পিছিয়ে রয়েছেন। কংগ্রেস প্রার্থী চণ্ডি ওম্মান, যিনি কেরলের প্রাক্তন

মুখ্যমন্ত্রী ওম্মান চণ্ডির ছেলে, তিনি পুথুপল্লী আসন থেকে জিতে গিয়েছেন ৮৪ হাজার ৩১ ভোট পেয়ে। সিপিআই(এম)-র কেএম রাধাকৃষ্ণন ৩১ হাজার ১২৪ ভোট পেয়েছেন। অর্থাৎ ৫২ হাজার ৯০৭ ভোটে জয়ী হয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী।

রাজনীতির মানচিত্রে অধিকাংশ রাজ্য থেকেই মুছে গিয়েছে সিপিআই(এম)। একমাত্র কেরলের ক্ষমতায় তাদের আসা-যাওয়া ছিল। তবে এবার এক্সিট পোলেই আভাস মিলেছিল যে কেরলে ফের সরকার পরিবর্তন হতে চলেছে। ভোটগণনা শুরু হতেই সেই চিত্রই উঠে এল। কেরলে হারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর কোনও রাজ্যে ক্ষমতায় থাকল না বামেরা। এর্নাকুলাম ও মালাপ্পুরমের মতো নিজেদের শক্ত ঘাঁটিগুলোতে এগিয়ে রয়েছে ইউডিএফ। পাশাপাশি তিরুঅনন্তপুরম, কোল্লাম, কোঝিকোড় এবং পালক্কাড়ের বেশ কয়েকটি আসনেও এগিয়ে রয়েছে তারা।

আগেই জল্পনা শোনা গিয়েছিল, কেরলে কংগ্রেস জয়ী হলে মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন শশী থারুর। জয় এক প্রকার নিশ্চিত হলেও, দলের হাইকম্যান্ডের তরফে এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি এখনও।

উত্তরপ্রদেশে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত অন্তত ৮

লখনউ, ৪ মে: ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল বেপরোয়া গাড়ি। উত্তরপ্রদেশের আম্বেদকর নগরে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৮ জনের। গোটা ঘটনাটি কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার ভোরে জালালপুরে দুর্ঘটনার শিকার হয় দু'টি বাইক। মুখে মুখি সংঘর্ষ হয় বাইক দু'টির। আহতদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন স্থানীয়রা। ফলে সেখানে জটলা তৈরি হয়। সেই সময় আচমকা ওই ভিড়কে পিষে দেয় একটি চারচাকা গাড়ি। মৃত্যু হয় আট জনের। আহতের হয়েছেন আরও কয়েকজন। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে ভর্তি করানো হয় হাসপাতালে। বর্তমানে সেখানেই তাঁরা চিকিৎসাধীন। কিন্তু কী কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, দুর্ঘটনার পরই ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেন চালক। তাঁর খোঁজে ইতিমধ্যেই তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। অত্যাধিক গতি না কি যান্ত্রিক ত্রুটির দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

পরিবর্তনের হাওয়া লাগল তামিলনাড়ুতেও

চেন্নাই, ৪ মে: তামিলনাড়ুর ক্ষমতার মানচিত্রে বিরাট বদল। ডিএমকে, এআইএডিএমকে-র হাত ছেড়ে এবার রাজ্যপাট আসতে চলেছে থালাপতি বিজয়ের হাতে। প্রাথমিক ট্রেন্ড তেমনটাই জানান দিচ্ছে।

বিজয় লড়েছিলেন পেরাম্বুর ও ত্রিচি পূর্ব থেকে। দুটি আসনেই এগিয়ে সে। কোলাথুরে লড়েছিলেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। তাঁকে পিছনে ফেলে দিয়েছে টিভিকে প্রার্থী। বিজেপি নেত্রী তথা তেলঙ্গানার প্রাক্তন রাজ্যপাল তামিলিসাই সৌন্দরাজনও চেন্নাইয়ের মাইলাপুর আসনে পিছিয়ে।

অভিনয় থেকে রাজনীতিতে পা বিজয়ের। তৈরি করেন তামিলাগা ভেট্রি কাজাগাম বা টিভিকে। বিরাট সংখ্যক ফ্যান এবং যুব প্রজন্মের সমর্থনেই এবারের নির্বাচনে চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন বিজয় ও তাঁর পার্টি। তামিলনাড়ু যেখানে প্রতিবারই ডিএমকে এবং এআইএডিএমকে-র মধ্যে লড়াই দেখে, সেখানেই এবার

দুই দলকেই পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল বিজয়ের টিভিকে।

এই প্রতিবেদন লেখার সময় অনুযায়ী, তামিলনাড়ুর ২৩৪ আসনের মধ্যে ১১০ আসনে এগিয়ে টিভিকে। এআইএডিএমকে এগিয়ে ৬২ আসনে, ডিএমকে এগিয়ে ৬১ আসনে। অন্যান্য দল একটি আসনে এগিয়ে। চেন্নাইতে কার্যত একাই রাজ করছে টিভিকে। ৩৭টি আসনের মধ্যে ৩১টিতে এগিয়ে তারা। শহরাঞ্চলে ৬৫টি আসনের মধ্যে ৪৯টিতে এগিয়ে বিজয়ের দল, যা একসময় ডিএমকে-র দখলে ছিল। এআইএডিএমকে নিজেদের গড়ে তাও কিছুটা জায়গা ধরে রাখতে পেরেছে। ১১৬টি আসনের মধ্যে ৪৯টিতে এগিয়ে। ভোটের এই ফলাফল শুধুমাত্র জয়ের ইঙ্গিতই দিচ্ছে না, একইসঙ্গে তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও বদলের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বিয়ে করতে যাওয়ার পথে আততায়ীর গুলিতে খুন বর

লখনউ. ৪ মে: বিয়ে করতে যাওয়ার পথে বরকে গুলি আততায়ীর। বিয়ে আনন্দ মুহূর্তে বিষাদে পরিণত হয়।

বরের সঙ্গে আনন্দে নাচতে নাচতে যাচ্ছিলেন বিয়ের মণ্ডপে। ফুল দিয়ে সাজানো গাড়িতে পাত্র। কিন্তু সকলের মনেই একটা ভয় ছিল। কারণ দু'দিন আগেই প্রাণনাশের হুমকি পেয়েছিলেন পাত্র। জানানো হয়েছিল, যদি বিয়ে করতে যান তবে খুন করা হবে! সেই হুমকি যে সত্যিই হবে তা বুঝতে পারেননি কেউই। কনের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে আচমকাই জাতীয় সড়কের উপর একটা বাইক বরের গাড়ির পথ আটকায়। তার পরেই বরকে লক্ষ্য করে পর পর গুলি চালিয়ে চম্পট দেয় আততায়ীরা।

ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরের ১৩৫ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর। মৃতের নাম আজাদ। এক আত্মীয়ের কথায়, 'আততায়ীরা পর পর তিন বার গুলি চালায়। গুলি লাগার পরেও জ্ঞান ছিল আজাদের।

শেষে একটা কথাই বলতে পেরেছিল, আমি আর বাঁচব না। আমরা তাঁকে দ্রুত কাছাকাছি এক হাসপাতালে নিয়ে যাই। কিন্তু তত ক্ষণে সব শেষ। চিকিৎসকেরা তাঁকে পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন।'

পরিবার সূত্রে খবর, সম্ভাব্য এই হামলার বিষয়ে তাদের আগেই সতর্ক করা হয়েছিল। পুলিশকে জানানোর কথাও ভাবা হয়েছিল। তবে শেষপর্যন্ত বিয়ের তোড়জোড়ের মধ্যে তা আর করা হয়নি। পুলিশ মনে করছে, হামলাটি পূর্বপরিকল্পিত ছিল। অভিযুক্তেরা প্রথম থেকেই বিয়ের শোভাযাত্রার উপর নজর রেখেছিলেন। কেন এই হামলা, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ভোটগণনায় বিজেপির পালে হাওয়া, যুদ্ধ সামলে দৌড় সেনসেক্সের

নয়াদিল্লি, ৪ মে: দেশের ৫ রাজ্যে বিধানসভার ভোটগণনায় বিজেপির পালে হাওয়া লেগেছে। যুদ্ধের গেরো কাটিয়ে নির্বাচনী হাওয়ায় চাঙ্গা হয়ে উঠল দেশের শেয়ার বাজার। সোমবার সকালে বাজার খুলতেই ৮০০-র বেশি পয়েন্ট বেড়েছে সেনসেক্স। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে নিফটিও। বিশেষজ্ঞদের দাবি, ভোটগণনার গেরুয়া ঝড়ের ইঙ্গিতের পাশাপাশি বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমায় সবুজ সিগন্যাল দেখা গিয়েছে দালাল স্ট্রিটে।

রিপোর্ট বলছে, সোমবার বাজার খোলার পরই ৮৩৩ পয়েন্ট বেড়ে ৭৭,৭৪৬.৭৯-তে পৌঁছয়। অন্যদিকে নিফটি ২৫০ পয়েন্ট বেড়ে ২৪,২৪৫.৮৫-তে পৌঁছয়। একাধিক উত্থান বিরাট উত্থান নজরে এসেছে। সকাল ১০টা ৪০ নাগাদ সেনসেক্স ৭০৫.২৭ পয়েন্ট অর্থাৎ ০.৯২ শতাংশ বেড়ে পৌঁছয় ৭৭, ৬১৮.৭৭-এ। অন্যদিকে, নিফটি ২১২.৯৫ পয়েন্ট অর্থাৎ ০.৮৯ শতাংশ বেড়ে পৌঁছয় ২৪, ২১০.৫০-এ।

বিশেষজ্ঞদের দাবি অনুযায়ী, শেয়ার বাজারের এই উত্থানের নেপথ্যে সবচেয়ে বড় কারণ হল বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দামে পতন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচলে সাহায্য করবে আমেরিকা। সেখানে আটকে পড়া জাহাজগুলিকে রাস্তা দেওয়া হবে। আমেরিকা ও ইরানের যুদ্ধে যে দেশগুলি সরাসরি জড়িত নয় তাঁদের দেওয়া হবে ছাড়। ট্রাম্পের এই ঘোষণার পর ব্রেন্ট ক্রুডের দাম প্রায় ১০৮ ডলারের কাছাকাছি নেমে আসে। বাজারের উত্থানের নেপথ্যে দ্বিতীয় বড় কারণ হল, ৫ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফলাফলের ট্রেন্ড। যেখানে পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও পুদুচেরিতে প্রাথমিক ট্রেন্ডে বিরাটভাবে এগিয়ে গিয়েছে বিজেপি। দক্ষিণেও এবার বিজেপির ভালো ফলের ইঙ্গিত মিলেছে। যার প্রভাব পড়েছে বাজারে।

হরমুজ প্রণালীতে 'প্রজেক্ট ফ্রিডম' শুরুর ঘোষণা ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৪ মে: আটকে থাকা জাহাজগুলিকে নিরাপদে হরমুজ প্রণালী পার করার দায়িত্ব আমেরিকার! এমনই জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নতুন এক অভিযানের কথাও ঘোষণা করেন তিনি। যার নাম 'প্রজেক্ট ফ্রিডম'।

ট্রাম্পের মতে, এই পদক্ষেপ মানবিক প্রচেষ্টা। তিনি উল্লেখ করেন, ওই জাহাজগুলিতে থাকা বিশাল সংখ্যক নাবিকদের জন্য নিরাপদ জীবনযাত্রা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং অত্যাবশ্যকীয় সরবরাহের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। সেই ঘাটতি মেটানোই আমেরিকার অন্যতম উদ্দেশ্য। ইরান-সহ পশ্চিম এশিয়ার অন্য দেশগুলির 'উপকারের' জন্য এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান ট্রাম্প।

নিজের ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে নতুন উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেন ট্রাম্প। তিনি লেখেন, 'একাধিক দেশ, যাদের বেশির ভাগই চলমান আঞ্চলিক সংঘাতে সরাসরি যুক্ত নয়, তা সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ নৌ-চলাচল করিডরে তাদের আটকে থাকে জাহাজগুলি মুক্ত করতে আমেরিকার সহায়তা চেয়েছে।' ওই জাহাজগুলি এবং তাদের নাবিকদের 'নিরপেক্ষ এবং নিরীহ দর্শক' হিসাবে বর্ণনা করেছেন ট্রাম্প। তিনি জানান, ওই জাহাজগুলি যাতে 'স্বাধীন ভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে পারে', তা নিশ্চিত করতে আমেরিকা তাদেরকে হরমুজের জলসীমা থেকে বার করে আনবে। সোমবার সকাল (পশ্চিম এশিয়ার সময়) থেকে এই অভিযান শুরু হবে বলে জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট লেখেন, 'আমি আমার প্রতিনিধিদের জানিয়ে দিতে বলেছি যে, আমরা ওই জাহাজগুলি এবং তার নাবিকদের নিরাপদে হরমুজ প্রণালী থেকে বার করে আনতে সর্বাত্মক চেষ্টা করব।' তিনি আরও যোগ করেন, মার্কিন কর্তাদের সঙ্গে ইরানের আলোচনা ইতিবাচক পথেই এগোবে। তবে তাঁর সতর্কতা, 'প্রজেক্ট ফ্রিডম'-এ যদি কেউ কোনও হস্তক্ষেপ করে, তা হলে কঠোর জবাব দেওয়া হবে।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা এবং ইজরায়েলের যৌথ বাহিনী ইরান আক্রমণ করেছিল। দীর্ঘ দিন দু'পক্ষের সংঘাত হয়েছে। হরমুজ প্রণালীতে বাধা পেয়েছে পণ্য চলাচল। তাতে বিশ্বের বাজারে জ্বালানি সঙ্কট ক্রমে তীব্র হয়েছে। অনেক দেশের জাহাজই আটকে রয়েছে হরমুজে।

বাংলায় গেরুয়া ঝড় দেখেই হতাশ ওমর

শ্রীনগর, ৪ মে: বাংলায় পরিবর্তনের গেরুয়া ঝড়। আর এই পরিস্থিতিতে ওমর আবদুল্লা এক্স হ্যান্ডলে লিখলেন, 'ব্লাডি হেল!' এরপরই তাঁকে লাগাতার ট্রোল করা শুরু হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ভোটগণনার আগে ইন্ডিয়া জোটের অনেকেই মমতাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যেই ছিলেন ওমর আবদুল্লাও। এবার স্পষ্টতই হতাশা ব্যক্ত করতে দেখা গেল তাঁকে।

একজন নেটিজেন শেয়ার করেছেন একটি ছবি। যেখানে হাস্যরত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে দেখা যাচ্ছে। সঙ্গে ক্যাপশন 'এত হালকা ভাবে নেওয়া উচিত হয়নি ওমরজি। ওঁর নাম নরেন্দ্র মোদী।' আরেকজন লিখেছেন, 'তৃণমূল এই মুহূর্তে বলছে খেলা হবে, জয় শ্রীরাম।'

উল্লেখ্য, সকাল আটটা থেকে গণনা শুরু হয়। প্রথমে পোস্টাল ব্যালট গণনা শুরু হতেই দেখা যায় বিজেপির প্রার্থীরা একাধিক জায়গায় এগিয়ে রয়েছেন। উত্তরবঙ্গের একাধিক জায়গায় বিজেপির প্রার্থীরা এগিয়ে যেতে থাকেন। ক্রমে সেই ট্রেন্ড প্রায় গোটা বাংলাতেই দেখা যায়। খাস কলকাতায় বিজেপি একাধিক আসনে এগিয়ে যেতে থাকে। এরপর খোলা হয় ইভিএম।

দেখা যায় বিজেপি প্রার্থীদের ব্যবধান লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া-সহ উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ আসনে বিজেপি প্রার্থীরা একাধিক আসনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে যান। কলকাতাতেও বিজেপি ভালো ফল করার ইঙ্গিত পেতেই অবশ্য আবদুল্লা তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়ে দিয়েছেন।

নেদারল্যান্ডের জাহাজে মারণ ভাইরাসে ৩ যাত্রীর মৃত্যু

নয়া মহামারির আতঙ্ক

আমস্টারডাম, ৪ মে: মাঝ সমুদ্রে জাহাজে ইঁদুর থেকে ছড়াল মারণ হান্তাভাইরাস। ভয়ংকর এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। পাশাপাশি অসুস্থ আরও অনেকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ আফ্রিকা বিভাগের তরফে রবিবার এই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। এই ঘটনা ঘটেছে আটলান্টিক মহাসাগরে। জাহাজে রয়েছেন প্রায় ২০০ জন যাত্রী। বর্তমানে জাহাজটি আফ্রিকার দেশ কেপ ভার্ডেতে নোঙর করা হলেও, সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কায় যাত্রীদের সেখানে নামার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

জানা যাচ্ছে, নেদারল্যান্ডের পতাকাধারী বিলাসবহুল এই ক্রুজটি গত ২০ মার্চ আর্জেন্টিনা থেকে

রওনা হয়েছিল। এরপর দক্ষিণে ধ্রুব এলাকা হয়ে আটলান্টিক পার করে ইউরোপের দিকে এগোচ্ছিল। পর্যটনের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া এই ক্রুজের গন্তব্য ছিল স্পেনের কাছের এক দ্বীপ। যা আটলান্টিক মহাসাগরে আফ্রিকার এক জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। জাহাজটিতে ছিলেন ১৭০ জন যাত্রী, ৭১ জন ক্রু সদস্য। যাত্রাপথেই হঠাৎ হান্তাভাইরাসের সংক্রমণ ছড়ায়। ভাইরাসের প্রথম শিকার হন ৭০ বছরের এক ব্যক্তি। জাহাজেই মৃত্যু হয় তাঁর। স্ত্রীর সঙ্গে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন তিনি। তাঁর দেহ দক্ষিণ আটলান্টিকে সেন্ট হেলেনায় নামানো হয়।

ওই বৃদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে নেদারল্যান্ডে ফিরছিলেন। তবে বিমানবন্দরে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে মৃত্যু হয় তাঁর। এরপর জাহাজেই অন্য আর একযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। এরপরই আতঙ্ক চরমে ওঠে। জানা যায় জাহাজে আরও ৬ জন অসুস্থ হয়ে পড়েন। এদের মধ্যে একজনকে দক্ষিণ আফ্রিকার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিদের জাহাজ থেকে বের করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

মারণ এই ভাইরাসের বাহক মূলত ইঁদুর। ১৯৯৩ সালে প্রথমবার হান্তাভাইরাসের তথ্য সামনে এসেছিল। এই ভাইরাসে তখন মৃত্যু হয় এক দম্পতির। এর কয়েকমাসের মধ্যেই অন্তত ৬০০ জনের মৃত্যু হয়। ইঁদুরের মল-মূত্র ও লালার সম্পর্কে এলে মানুষ হান্তাভাইরাসে সংক্রামিত হন। বিজ্ঞানীদের দাবি এই ভাইরাস করোনার চেয়েও বিপজ্জনক। আক্রান্ত হলে মৃত্যুর হার প্রায় ৩৮ শতাংশ।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিইই (জি)/সাঁতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়্গপুর ডিভিসন কর্তৃক নিম্নোক্ত বিবরণ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট যোগ্য ঠিকাদারদের কাছ থেকে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে শুধুমাত্র অনলাইনে আবেদন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে কোন অফলাইন টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে ডকুমেন্ট সেকশনে আপলোডকৃত টেন্ডার নথি মনোযোগ দিয়ে দেখুন। **ক্র.নং.**-১। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইলেক্ট-সিএইচজি-২৫-২৬-ইএলবিএলসি-১৮, তারিখঃ ২৮.০৪.২০২৬। কাজের নাম ঃ** হাওড়া-খড়্গপুর সেকশনে ইন্টারলকড্ এলসি গেট নং ১৪, ১৫, ১৯ ও ২৩-এ পুরানো ও জীর্ণ ইলেক্ট্রিক লিফ্‌টিং ব্যারিয়ার (ইএলবি) বদলের জন্য ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৬,৯৭,২২৮.৪১ টাকা। **ইএমডি/বিড সিকিউরিটি ঃ** ১৪,০০০ টাকা। **ক্র.নং.**-২। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইলেক্ট-সিএইচজি-২৫-২৬-এএমএমপিইউএমপি, তারিখঃ ২৮.০৪.২০২৬। কাজের নাম ঃ** এএমএম/কোচিং/সাঁতরাগাছি-র অধীনে নবনির্মিত স্টোরস গোডাউন-এ ফায়ার হাইড্র্যান্ট সিস্টেমের জন্য ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৯,১১,১০২.৮২ টাকা। **ইএমডি/বিড সিকিউরিটি ঃ** ১৮,২০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.০৫.২০২৬, সকাল ১০.৩০ মিনিট (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ প্রদত্ত আছে। **(PR-111)**

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য...

লক্ষ্যভেদ

জয়ের পর একফ্রেমে বন্দি নোয়াপাড়া বিধানসভার জয়ী প্রার্থী অর্জুন সিং ও জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের জয়ী বিজেপি প্রার্থী রাজেশ কুমার

সাংবাদিক সম্মেলনে সিউড়ি বিধানসভায় বিজেপির জয়ী প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

বালি কেন্দ্রে জয়ী বিজেপি প্রার্থী সঞ্জয় সিং।

জয়ের শংসাপত্র হাতে চুঁচুড়ার বিজেপি প্রার্থী সস্ত্রীক সুবীর নাগ।

জয়ের পর কর্মীদের সঙ্গে আনন্দ শেয়ার করলেন পবন কুমার সিং।

পশ্চিম বর্ধমানে ন'টি আসনে জয়ী বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে অন্যান্য জায়গায় মতো। গেরুয়া ঝড় পশ্চিম বর্ধমানে। এই জেলার ন'টি আসনেই জয়লাভ বিজেপি প্রার্থী। এর মধ্যে সবথেকে উল্লেখ্য বিষয় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী মলয় ঘটক পরাজিত হন আসানসোল উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু মুখার্জির কাছে। ১১৬ ১৫ ভোটে কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি মলয় ঘটক কে পরাজিত করেন। অপরদিকে আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল ৪০ হাজার ৮০০ ৩৯ ভোটে পরাজিত করেন তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

এছাড়াও উল্লেখযোগ্য ভাবে পরাজিত হন বারাবনির তৃণমূল প্রার্থী তথা আসানসোল পুরনিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায়। পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল প্রার্থী তথা তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। বিধান উপাধ্যায় কে পরাজিত করেন অরিজিৎ রায়। নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে পরাজিত করেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি।

এছাড়াও রানিগঞ্জ, জামুরিয়া, কুলটি সহ দুর্গাপুরের দু'টি আসন বিজেপি দখল করে। গণনাকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, এই জয় সাধারণ মানুষের। তিনি বলেন, অভয়া-কাণ্ড থেকে শুরু করে সমস্ত অপরাধের বিচার হবে। শুধু তাই নয় দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জেল যাত্রা এখন সময়ের অপেক্ষা। অপরদিকে মলয় ঘটক বলেন, ভোটের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার আগেই বিজেপি চারদিকে সন্ত্রাস শুরু করেছে। শিল্পাঞ্চলজুড়ে তৃণমূলের একাধিক দলীয় কার্যালয় হামলা করেছে। কী কারণে দলের এই ফলাফল তা পর্যালোচনা করা হবে।

হুগলিতে পদ্মঝড়ে উড়ে গেল ঘাসফুল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: এবার বিধানসভা নির্বাচনে অভূতপূর্ব যেন ম্যাজিক ঘটল যেটা কেউ ভাবতেও পারেনি হুগলিতে বিজেপির গেরুয়া ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল তৃণমূল কংগ্রেস যা কেউ ভাবতে পারেনি। এরকম হতে চলেছে হুগলি জেলায় মোট ১৮টি আসন গতবার এই জেলায় মাত্র বিজেপি পেয়েছিল ৪টি আসন এবার এক ধাক্কায় বেড়ে হল একেবারে ১৬টি আসন। যে দু'টি আসনে বা তৃণমূল তাদের হাতে রেখে দিল সেই আসন দুটি হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছিল ধনেখালি আসন ও চণ্ডীতলা আসন। এই দু'টি আসন তৃণমূল কংগ্রেস এবার ধরে রাখল।

দুপুর থেকেই হুগলি জেলার গণনাকেন্দ্রগুলিতে যত সময় যাচ্ছে বিজেপির উচ্ছ্বাস বেড়েই চলেছে একে অপরকে বিজেপি কর্মীরা গেরুয়া আবির মাখিয়ে জয় উৎসব পালন করে। এলাকায় এলাকায় হয় বিজয় মিছিল, কোথাও আবার বাইক মিছিল যেতে দেখা যায় জয় শ্রীরাম স্লোগানে। চুপচাপ তৃণমূল শিবির জেলার সর্বত্র তারা ভাবতে পারছে না কী করে এমন ফল হল। জেলার সর্বত্র তৃণমূল পার্টি অফিস যত বেলা গড়ায় ফাঁকা হয়ে যায় একেবারে সন্ধ্যের দিকে বন্ধ দেখা যায় তৃণমূলের পার্টি অফিস এখনো চলছে চারিদিকে বিজেপির পাড়ায় পাড়ায় বিজয় উৎসব সঙ্গে স্লোগান জয় শ্রীরাম। বেশকিছু প্রার্থীর বক্তব্য, 'জয়লাভ করে খুব ভালো লাগছে। আগামী দিনে ভালো কাজ করব। সবার পাশে থাকব।' যেন সাইক্লোন বয়ে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের ওপর দিয়ে সব লণ্ডভণ্ড তারা প্রস্তুত ছিলেন না এই ফলাফলের জন্য।

হুগলিতে দ্বিতীয় দফায় ভোটগ্রহণ হয়েছে। হুগলি জেলায় মোট আসন ১৮টি। আসনগুলি হল আরামবাগ, বলাগড়, চাঁপদানি, চন্দননগর, চণ্ডীতলা, চুঁচুড়া, ধনেখালি, গোঘাট, হরিপাল, জাঙ্গিপাড়া, খানাকুল, পাণ্ডুয়া, পুরশুড়া, সপ্তগ্রাম, সিঙ্গুর, শ্রীরামপুর, তারকেশ্বর, উত্তরপাড়া।

ঘাটালে তিন কেন্দ্রেই জয়ী বিজেপি, শূন্য তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঘাটাল: পরিবর্তন নাকি প্রত্যাবর্তন, এই প্রশ্ন ঘিরেই উত্তেজনা ছিল রাজ্য রাজনীতিতে। অবশেষে ফলাফল স্পষ্ট, রাজ্যে ঘটেছে পরিবর্তন। পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা কেন্দ্র, চন্দ্রকোনা, ঘাটাল ও দাসপুর, তিনটিতেই জয় ছিনিয়ে নিল বিজেপি। একটিও আসন পায়নি তৃণমূল কংগ্রেস।

২০২১ সালের নির্বাচনে চন্দ্রকোনা ও দাসপুর ছিল তৃণমূলের দখলে, আর ঘাটাল ছিল বিজেপির দখলে। কিন্তু এবারের ফলে সম্পূর্ণ চিত্র বদলে গেছে। চন্দ্রকোনা বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থী সূর্যকান্ত দোলুই পেয়েছেন ১,০৭,০৩৬ ভোট। বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত দোলুই পেয়েছেন ১,৪০,৫১৭ ভোট। ৩৩,৪৮১ ভোটে জয়ী হয়েছেন সুকান্ত দোলুই। ঘাটাল বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থী শ্যামলী সরদার পেয়েছেন ৯৩,৮৯৩ ভোট। বিজেপি প্রার্থী শীতল কপাট পেয়েছেন ১,৩১,৫৫০ ভোট। ৩৭,৬৫৭ ভোটে জয়ী শীতল কপাট।

দাসপুর বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থী আশিস হুদাইত পেয়েছেন ১,০০,৯৩৭ ভোট। বিজেপি প্রার্থী তপনকুমার দত্ত পেয়েছেন ১,৩৩,০৭১ ভোট। ৩২,১৩৪ ভোটে জয়ী তপন কুমার দত্ত। জয়ের পর প্রতিক্রিয়ায় প্রার্থীরা একে আনুষের জয়দ বলে উল্লেখ করেছেন। ঘাটালের বিজয়ী প্রার্থী শীতল কপাট বলেন, এই জয় ঘাটালবাসীর জয়, বিশেষ করে পরিযায়ী স্বর্ণকার শ্রমিকদের জয়। তাঁদের সমর্থনই পরিবর্তনের মূল চালিকা শক্তি। তিনি ঘাটালকে মাস্টার প্ল্যান ও রেল সংযোগের মাধ্যমে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সোনার ঘাটাল গড়ার কথা জানান।

অন্যদিকে, চন্দ্রকোনার নবনির্বাচিত বিধায়ক সুকান্ত দোলুই বলেন, 'মানুষ আমার ওপর যে আস্থা রেখেছেন, তাঁর মর্যাদা রাখব।' তিনি জানান, চন্দ্রকোনার আলুচাষিদের স্বার্থে আলুর রপ্তানি বাড়িয়ে ন্যায্য দাম নিশ্চিত করাই হবে তাঁর প্রথম কাজ। এই ফলাফল ঘাটাল মহকুমায় রাজনৈতিক সমীকরণে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিল বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

দাসপুর বিধানসভার বিজয়ী বিজেপি প্রার্থী তপনকুমার দত্ত।

ঘাটাল বিধানসভার বিজেপি জয়ী প্রার্থী শীতল কপাট।

চন্দ্রকোনা বিধানসভার জয়ী বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত দোলুই।

রুদ্রনীল জিতলেন বিপুল ভোটে, আনন্দে আত্মহারা বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: একুশের নির্বাচনে বাংলায় পদ্ম ফোটাতে ব্যর্থ হলেও, ছাব্বিশে বাজিমাত করলেন রাজনীতিবিদ-অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ। এ বারের যুদ্ধের ময়দান তাঁর নিজের ঘরের মাঠ। হাওড়ার শিবপুর। সেখানেই তৃণমূল প্রার্থী রানা চট্টোপাধ্যায়কে প্রায় ১৬ হাজার ভোটে হারিয়ে পদ্ম ফোটালেন ঘরেরই ছেলে।

সোমবার সকাল থেকে শিবপুরে ছিল পদ্ম-ঝড়। প্রথম তিন-চার রাউন্ডের ভোটগণনার রিপোর্টে দেখা যায়, তৃণমূল প্রার্থী রানা চট্টোপাধ্যায়ের থেকে প্রায় কয়েক হাজার ভোটে এগিয়ে রুদ্রনীল ঘোষ। শেষ হাসি হাসলেন রুদ্রনীল।

খানাকুলে জয়ী বিজেপি প্রার্থী সুশান্ত ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, খানাকুল: খানাকুল বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী হলেন বিজেপি প্রার্থী সুশান্ত ঘোষ। তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী পলাশ রাইকে ৩৪,৪৮২ ভোটে পরাজিত করেন। ফল ঘোষণার পর এলাকাজুড়ে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয় বিজয় মিছিল, আবির খেলা ও আনন্দ উদযাপন।

জয়ের হাসি

তৃণমূলকে হারিয়ে হাসিমুখে ময়ূরেশ্বর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দুধকুমার মণ্ডল।

সোনার বাংলায় প্রথম আলো

মালদাতেও গেরুয়া ঝড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গেরুয়া ঝড় রাজ্যজুড়ে। মালদা জেলাতেও গেরুয়া শিবিরে উচ্ছ্বাস। বৈষ্ণবনগর, রতুয়া ও মালতীপুর বাদে জেলার অধিকাংশ বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস নতুন মুখকে প্রার্থী করেছিল। একই ভাবে বিজেপিও বেশিরভাগ কেন্দ্রে নতুন প্রার্থীদের উপর ভরসা রেখেছিল। মালদার ১২টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে হরিশ্চন্দ্রপুর, চাঁচল, মোথাবাড়ি, সুজাপুর, ইংরেজবাজার, গাজোল ও মালদা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী নির্বাচন ঘিরে তীব্র বিতর্ক দেখা দেয়।

ইংরেজবাজার কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী নিয়ে শুরু থেকেই অনিশ্চয়তা ছিল। বিজেপির শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত এই কেন্দ্রে শেষ পর্যন্ত প্রাক্তন কাউন্সিলর আশিস কুন্ডুকে প্রার্থী করা হলেও তিনি বিজেপির কাছে বড় ব্যবধানে পরাজিত হন। অন্যদিকে হরিশ্চন্দ্রপুর ও চাঁচলে বর্তমান বিধায়কদের বাদ দিয়ে যথাক্রমে মতিবুর রহমান ও প্রাক্তন আইপিএস প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী করা হয় এবং দু'জনেই জয়ী হন।

সুজাপুরে সাবিনা ইয়াসমিন কংগ্রেস প্রার্থীকে প্রায় ৫০ হাজার ভোটে হারিয়ে জয় পান। মোথাবাড়িতে নতুন মুখ নজরুল ইসলামও জয়ী হন। তবে গাজোলে প্রার্থী বদল নিয়ে বিতর্কের পর প্রসেনজিৎ দাস প্রার্থী হলেও তিনি বিজেপির কাছে পরাজিত হন। এই নির্বাচনে সুজাপুর, মালতিপুর, মোথাবাড়ি, রতুয়া, চাঁচল ও হরিশ্চন্দ্রপুর, এই ছ'টি কেন্দ্রে তৃণমূল জয়লাভ করেছে। অন্যদিকে ইংরেজবাজার, মালদা, গাজোল, হবিবপুর, বৈষ্ণবনগর ও মানিকচকে বিজেপি জয় পেয়েছে। ফলে মোট ১২টি আসনের মধ্যে দু' দলই সমান ছ'টি করে আসন পেয়েছে। জেলা তৃণমূল সভাপতি আধুর রহিম বক্সি জানান, ফলাফল আশানুরূপ হলেও কিছু ক্ষেত্রে ভোট বিভাজনের কারণে আসন হারাতে হয়েছে। অন্যদিকে বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, লক্ষ্য ছিল আরও বেশি আসন জয় করা, তবে ফলাফল বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেওয়া হবে।

রথবাড়িতে বিজেপি সমর্থকদের উচ্ছ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাজ্যজুড়ে বিজেপির সম্ভাব্য ভালো ফলাফলের ইঙ্গিত মিলতেই মালদা জেলাতেও উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন দলীয় কর্মী ও সমর্থকেরা। সোমবার বিভিন্ন আসনে বিজেপি প্রার্থীরা এগিয়ে থাকার খবর সামনে আসতেই ইংলিশবাজার শহরের রথবাড়ি এলাকায় শুরু হয় উৎসবের আবহ। দলীয় পতাকা হাতে নিয়ে রাস্তায় নামেন বহু কর্মী-সমর্থক। আতশবাজি ফাটানো, গেরুয়া আবির খেলায় মেতে ওঠেন তাঁরা। পাশাপাশি ভারত মাতা কি জয় ও দলীয় স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।

বিজেপি সমর্থকদের দাবি, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মতো মালদাতেও সাধারণ মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিতে শুরু করেছেন। যদিও এখনও সম্পূর্ণ গণনা শেষ হয়নি এবং চূড়ান্ত ফল ঘোষণা বাকি, তবুও প্রাথমিক ভাবে ফলাফলের প্রবণতায় বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীরা উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন বলে খবর। সেই আবহেই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন কর্মী-সমর্থকরা।

আগেই বলেছিলাম ৫০ হাজার ভোটে জিতব। পুড়শুড়ার মানুষ বিজেপির সঙ্গে আছে। বিজেপি পুড়শুড়ার মানুষের জন্য কাজ করবে।
–বিমান ঘোষ, বিজেপি প্রার্থী, পুরশুড়া

আরামবাগে ফের পদ্ম ফুটল, চার আসনেই বিজেপির জয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: পদ্ম ফুটল পশ্চিমবঙ্গে। সারা রাজ্যের পাশাপাশি হুগলির আরামবাগ মহকুমাজুড়ে গেরুয়া ঝড়। এই মহকুমার চারটি বিধানসভাতেই জয়ে ধারা বজায় রাখল বিজেপি। ২০২১-এর পর এবারও আরামবাগ মহকুমা বিজেপি তাদের চারটি সিট ধরে রাখল। গোঘাট, খানাকুল, আরামবাগ ও পুড়শুড়ার বিধানসভায় বিজেপি বিপুল সংখ্যক ভোটে জয়লাভ করে। আরামবাগের বিজেপি প্রার্থী হেমন্ত বাগ প্রায় ৩০ হাজার ভোটে জয়লাভ করে। আর পুড়শুড়া বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী বিমান ঘোষ ৫৩ হাজার ৫০০ ভোটে জয়ী হন। পাশাপাশি গোঘাটের বিজেপি প্রার্থী প্রশান্ত দিগার ও খানাকুল বিধানসভায় সুশান্ত ঘোষ জয় লাভ করেন। একদিকে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে জয়ের উচ্ছ্বাস ও শহরজুড়ে গেরুয়া আবির উড়ছে। অন্যদিকে তৃণমূল শিবির অন্ধকারাচ্ছন্ন।

সোমবার সকাল থেকেই রাজ্য-সহ মহকুমাবাসীর নজর ছিল কী হতে যাচ্ছে ফলাফল। যতই সময় গড়িয়েছে ততই বিজেপির আসন সংখ্যা বাড়তে দেখা গেছে। এদিন ভোট গণনার জন্য আরামবাগ-সহ গণনা কেন্দ্রে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মত রাজ্যের পাশাপাশি আরামবাগেও ভোট গণনা শেষ হয়। আরামবাগ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হেমন্ত বাগ তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মিতা বাগকে হারিয়ে জয়লাভ করেন। এছাড়াও গোঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী প্রশান্ত দিগার তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ড. নির্মল মাজিকে বড় ব্যবধানে হারান। পাশাপাশি পুরশুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বিমান ঘোষ তিনি দ্বিতীয় বারের জন্য টিকিট পেয়েছিলেন এবং তিনি এই বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী পার্থ হাজারিকে হারান। অন্যদিকে খানাকুলের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী পলাশ রায়কে হারিয়ে জয়লাভ করেন বিজেপি প্রার্থী সুশান্ত ঘোষ।

উল্লেখ্য, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজেপির ফলাফল দেখেই কর্মী সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ও আনন্দ যেমন লক্ষ্য করা যায় ঠিক তেমনি নেতা কর্মী ও সমর্থকের মধ্যে গেরুয়া আবির খেলতেও দেখা যায়। এই বিষয়ে পুড়শুড়ার বিজেপির জয়ী প্রার্থী বিমান ঘোষ বলেন, 'আগেই বলেছিলাম ৫০ হাজার ভোটে জিতব। পুড়শুড়ার মানুষ বিজেপির সঙ্গে আছে। বিজেপি পুড়শুড়ার মানুষের জন্য কাজ করবে।' অন্যদিকে আরামবাগের বিজেপি প্রার্থী হেমন্ত বাগ বলেন, 'প্রথমেই আরামবাগের মানুষকে বিজেপির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাব। আরামবাগের মানুষের জন্য আমি সারা বছর পাশে থেকে কাজ করব। এটাই বিজেপির অঙ্গীকার।'

আরামবাগে হেমন্ত এসে গেছে...

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আরামবাগ বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী হলেন বিজেপি প্রার্থী হেমন্ত বাগ। তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মিতা ভাগকে ২৮, ৯৫৯ ভোটে পরাজিত করেন। ফল ঘোষণার পর থেকেই আরামবাগ এলাকাজুড়ে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। বিজয় মিছিল, আবির খেলা ও স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে শহরের বিভিন্ন এলাকা।

জয়ের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হেমন্ত বাগ বলেন, 'এ জয় আমার ব্যক্তিগত নয়, এ জয় আরামবাগবাসীর জয়।' তিনি এলাকার মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, জনগণ যে আস্থা ও বিশ্বাস তাঁর ওপর রেখেছেন, সেই দায়িত্ব তিনি যথাযথ ভাবে পালন করবেন।

নবনির্বাচিত বিধায়ক আরও জানান, নির্বাচনী ইস্তাহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলির অধিকাংশই এক বছরের মধ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করবেন তিনি। আরামবাগের উন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, রাস্তা ও পরিকাঠামোর উন্নতি এবং কৃষকদের স্বার্থরক্ষাই তাঁর প্রধান অগ্রাধিকার হবে বলে জানান তিনি। সকল শ্রেণির মানুষকে সঙ্গে নিয়ে একটি উন্নত ও সুসংহত আরামবাগ গড়ে তোলার আশ্বাস দেন হেমন্ত বাগ।

এ জয় আমার ব্যক্তিগত নয়, এ জয় আরামবাগবাসীর জয়।
--হেমন্ত বাগ, বিজেপি প্রার্থী, আরামবাগ

মানুষ আমাদের বিপক্ষে রায় দিয়েছে।
--সুব্রত দত্ত, তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী, ওন্দা

বাঁকুড়ায় গণনা ঘিরে উত্তেজনা, বিজেপির অগ্রগতিতে উল্লাস

বাঁকুড়া, ৪ এপ্রিল: রাজ্যজুড়ে নির্বাচনী ফলাফলে বিজেপির অনুকূলে বড় পরিবর্তনের প্রভাব পড়ল বাঁকুড়াতেও। গণনার শুরু থেকেই জেলার বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গণনা কেন্দ্রের বাইরে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়।

গণনা যত এগোতে থাকে, ততই বিজেপির প্রাধান্য স্পষ্ট হতে শুরু করে। জেলার পাশাপাশি রাজ্যজুড়েও একই চিত্র দেখা যায়। দুপুরের পর থেকেই বিজেপির শিবিরে কর্মী-সমর্থকদের ভিড় বাড়তে থাকে, অন্যদিকে তৃণমূল শিবির ধীরে ধীরে ফাঁকা হয়ে পড়ে। বিকেল গড়াতেই তৃণমূল শিবির কার্যত নিস্তব্ধ হয়ে যায়। বিজেপির অগ্রগতির খবর ছড়িয়ে পড়তেই দলের কর্মী-সমর্থকরা উল্লাসে রাস্তায় নেমে আসেন। পতাকা হাতে আনন্দ মিছিল, আলিঙ্গন ও আবির খেলা শুরু হয়। অনেক জায়গায় অকাল হোলির মতো পরিবেশ তৈরি হয়।

এই সময় গণনাকেন্দ্রের কাছে এক তৃণমূল কর্মীকে ঘিরে উত্তেজনা তৈরি হয়। অভিযোগ, তাঁকে ধাওয়া করেন কয়েকজন বিজেপি কর্মী। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশ দ্রুত হস্তক্ষেপ করে ওই ব্যক্তিকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যায়। একই সময়ে এক তৃণমূল নেতার গাড়ি এলাকায় প্রবেশ করলে কিছুক্ষণের জন্য আবারও উত্তেজনা ছড়ায়। তবে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বিজেপির এই অগ্রগতিতে বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলার সভাপতি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় দলের কর্মী ও সমর্থকদের অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, 'এই জয় আমাদের দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিল। মানুষের প্রত্যাশা পূরণে আমাদের আরও মনোযোগী হতে হবে।' একইসঙ্গে তিনি সকলকে শান্ত ও সংযত থাকার আহ্বান জানিয়ে এলাকায় কোনও ধরনের অশান্তি না-ছড়ানোর অনুরোধ করেন। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা ওন্দা বিধানসভার প্রার্থী সুব্রত দত্ত বলেন, 'মানুষ আমাদের বিপক্ষে রায় দিয়েছে।' পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

পাণ্ডবেশ্বরে বিজয়ী জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের শেষে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা থেকে তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে হারিয়ে বিজয়ী জিতেন্দ্র। জিতেন্দ্র তিওয়ারি পাণ্ডবেশ্বরে ফিরলেন ১,৩৯৮ ভোটে জয়ী হয়ে। জিতেন্দ্র তিওয়ারি পান ৮০ হাজার ২০০টি ভোট অন্যদিকে প্রতিপক্ষ নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ঝুলিতে আসে ৭৮ হাজার ৮০২ টি ভোট, সিপিআইএমের প্রার্থী প্রবীর কুমার মণ্ডল পান মাত্র ৮ হাজার ২৪টি ভোট।

জিতেন্দ্র তিওয়ারি তার প্রতিপক্ষ নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে ১, ৩৯৮ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে পশ্চিম বর্ধমান জেলার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা আসনে জয়লাভ করে আবারও নিজের অবস্থান সুসংহত করেছেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতাটি ছিল হাড্ডাহাড্ডি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিতেন্দ্র তিওয়ারি তাঁর অগ্রগমন বজায় রেখে জয়ী হন। এই অঞ্চলের রাজনীতিতে তার এই বিজয়কে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। নির্বাচনী প্রচার চলাকালীন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও জিতেন্দ্র তিওয়ারির সমর্থনে একটি জনসভায় ভাষণ দেন। তিনি বলেন, 'জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে নির্বাচিত করুন। আমরা তাঁকে একটি বড় দায়িত্ব দেব। এখন দেখা যাক তিনি কী দায়িত্ব পান।' এই জয়ের পর সমর্থকরা উচ্ছ্বসিত। তিওয়ারির পাণ্ডবেশ্বরে প্রত্যাবর্তনকে বিজেপির জন্য একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। এখন সবার দৃষ্টি দলের নেতৃত্ব তাঁকে পরবর্তীতে কী দায়িত্ব দেয়।

পানাগড়ে লাড্ডু বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সোমবার সকাল থেকে টানটান উত্তেজনায় শুরু হয় ভোট গণনা। বেলা যতই বাড়তে থাকে ততই এগিয়ে যেতে থাকে বিজেপি প্রার্থীরা। বিজেপি প্রার্থীদের এগিয়ে থাকার খবর ছড়িয়ে পড়তেই রাজ্যজুড়ে আনন্দে মেতে ওঠেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। সেইমতো কাঁকসা ব্লকের পানাগড় বাজারে দুপুর থেকেই লাড্ডু বিতরণ করেন বিজেপি কর্মীরা। পাশাপাশি একে অপরকে গেরুয়া আবির মাখিয়ে শুভেচ্ছা জানান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নামে স্লোগানও দিতে দেখা যায় বিজেপি কর্মীদের।

রাজ্য বিজেপির ওবিসি মোর্চার নেতা বিজয়প্রকাশ সাউ জানিয়েছেন, বাংলায় প্রথমবার বিজেপি ক্ষমতায় আসতে চলেছে। এটা তারা নিশ্চিত হয়ে যান বাংলায় বিজেপি সরকার গঠন করছে। তাই বাংলায় প্রথমবার বিজেপি ভালো ফল করায় তারা আনন্দে মেতে ওঠেন। সবাইকে মিষ্টিমুখ করান এবং কর্মী সমর্থকদের মধ্যে গেরুয়া আবির মাখিয়ে তারা একে অপরকে শুভেচ্ছা জানান এবং সবাইকে শান্তিপূর্ণ ভাবে থাকার বার্তা দেন।

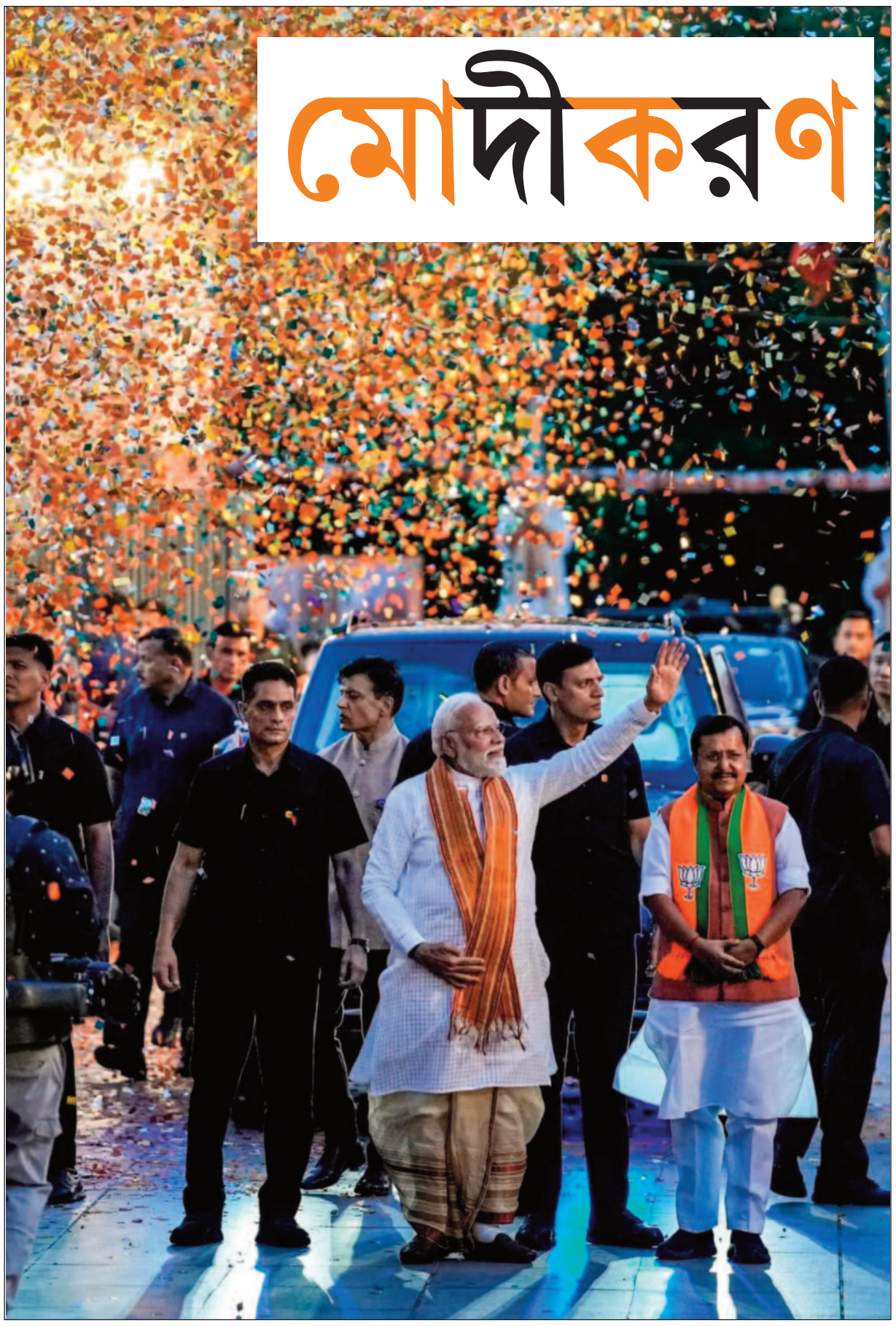

মোদীকরণ

‘বাংলার জয় রাজ্যের অস্মিতা ও গৌরব পুনরুদ্ধারের প্রতীক’

নয়াদিল্লি, ৪ মে: পশ্চিমবঙ্গ এবং অসমে ভারতীয় জনতা পার্টির অভাবনীয় সাফল্যের পর দুই রাজ্যের ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। সোমবার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ‘এক্সে’ দেওয়া এক বার্তায় তিনি এই জয়কে কেবল একটি রাজনৈতিক বিজয় নয়, বরং বাংলার হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের প্রতীক হিসেবে অভিহিত করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষের উদ্দেশে নীতিন নবীন বলেন, ‘এই ঐতিহাসিক জনাদেশের জন্য বাংলার দেবতুল্য জনগণকে কোটি কোটি ধন্যবাদ ও অভিনন্দন। চৈতন্য মহাপ্রভু, স্বামী বিবেকানন্দ এবং আমাদের পথপ্রদর্শক ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই পবিত্র ভূমি এবার শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সুশাসনের এক নতুন যুগের সাক্ষী হতে চলেছে।’ তিনি আরও যোগ করেন যে, এই জয় আসলে পশ্চিমবঙ্গের অস্মিতা, সংস্কৃতি এবং মর্যাদা পুনপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে মানুষের জয়।

বিজেপি সভাপতির মতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি ‘সোনার বাংলা’ গড়ার সংকল্পে অটল। তিনি বাংলার মানুষকে সাথে নিয়ে একটি শক্তিশালী, নিরাপদ এবং সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি স্পষ্ট করে দেন যে, রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য বিজেপি সরকার সম্পূর্ণ নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করবে।

পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি অসমের জয় নিয়েও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন নিতিন নবীন। তিনি বলেন, অসমের মানুষ টানা তৃতীয়বার এনডিএর ওপর আস্থা রেখে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, উত্তর-পূর্বের এই রাজ্য এখন উন্নয়ন ও শান্তির পথে দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে হওয়া প্রগতি এবং সুশাসনের কারণেই এই হ্যাটট্রিক সম্ভব হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। অসমের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও অস্মিতাকে রক্ষা করে রাজ্যকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি।

দুই রাজ্যের এই জোড়া সাফল্য আগামী দিনে জাতীয় রাজনীতিতে বিজেপির অবস্থানকে আরও মজবুত করবে বলেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

কেরলমে জনাদেশে ইউডিএফের বড় জয়, কৃতজ্ঞতা রাহুল গান্ধির

নয়াদিল্লি, ৪ মে: রাহুল গান্ধি কেরলমের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তিনি বলেন, কেরলমের জনগণকে এই স্পষ্ট ও নির্ধারক জনাদেশের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। জনগণের এই রায় গণতন্ত্রের প্রতি তাঁদের আস্থা ও বিশ্বাসকে আরও একবার প্রমাণ করেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

কংগ্রেস নেতার মতে, ইউডিএফের প্রতিটি নেতা, কর্মী ও সমর্থক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত ভাবে নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছেন। সেই কঠোর পরিশ্রমের ফলেই এই সাফল্য এসেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন এবং সকলকে অভিনন্দন জানান। রাহুল গান্ধি আরও বলেন, কেরলমে প্রতিভার কোনও অভাব নেই, সম্ভাবনাও অপরিসীম। এখন ইউডিএফ সরকার সেই প্রতিভা ও সম্ভাবনাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর একটি সুস্পষ্ট ভিশন নিয়ে কাজ করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

শেষে তিনি জানান, খুব শিগগিরই কেরলমের মানুষের সঙ্গে দেখা করার অপেক্ষায় রয়েছেন তিনি এবং ‘কেরলম পরিবারে’র সঙ্গে আবারও সরাসরি যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

পাহাড়ে গেরুয়া ঝড়ে বিধ্বস্ত বিরোধী কংগ্রেস

হাফলং (অসম), ৪ মে: পাহাড়ে গেরুয়া ঝড়ে উড়ে গেল বিরোধী কংগ্রেস দল। পাহাড়ে ছ’টি আসনেই বিজেপির ক্লিন স্যুইপ। কার্বি পাহাড়ের পাঁচটি বিধানসভা আসন-সহ ডিমা হাসাও জেলার একমাত্র ১১৩ নম্বর উপজাতি সংরক্ষিত আসনে বিশাল ব্যবধানে জয়লাভ করেছেন বিজেপি-প্রার্থী রূপালি লাংথাসা।

হাফলং আসনে ৫০ হাজারের বেশি ভোটে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী রূপালি লাংথাসা। কার্বি পাহাড়ে আমরি আসনে বিজেপি প্রার্থী হাবে তেরন ২৩ হাজারের বেশি ভোটে, রংখাং আসনে কার্বি আংলং স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য তথা বিজেপি-প্রার্থী তুলিরাম রংহাং ৬০ হাজার বেশি ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। হাওরাঘাট বিধানসভা আসনে বিজেপি-প্রার্থী লুংসিং তেরন ৭৮ হাজারের বেশি ভোটে, ডিফু আসনে বিজেপি-প্রার্থী শ্রীমতি নিসো তেরাংপি ৪৯ হাজারের বেশি ভোটে, বোকাজানে সূর্য রংফার ১৭ হাজারের বেশি ভোটে জয়লাভ করেছেন। এদিকে তৃতীয়বারের জন্য হাফলং বিধানসভা আসন বিজেপির দখলে গিয়েছে। ২০১৬ সালে বিজেপি-প্রার্থী বীরভদ্র হাগজার জয়ী হয়েছিলেন। ২০২১ সালে বিজেপি-প্রার্থী নন্দিতা গার্লোসা হাফলং বিধানসভা আসন থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। এবার ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির যুবনেত্রী রূপালি লাংথাসা রেকর্ড ভোটে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন।

তবে রাতারাতি বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেস দলে যোগদানকারী বিদায়ী মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসার দ্বিতীয়বার বিধায়ক হওয়ার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। কংগ্রেস-প্রার্থী নন্দিতা গার্লোসা তৃতীয় স্থানে রয়েছেন। তবে এনপিপি প্রার্থী ড্যানিয়েল লাংথাসা দ্বিতীয় স্থানে থাকলেও বিজেপি প্রার্থী রূপালি লাংথাসার সঙ্গে ভোটের ব্যবধান ৫০ হাজারের বেশি।

সোমবার সকাল ৮-টায় ভোটগণনা শুরু হওয়ার পর প্রথম রাউন্ড থেকেই পাহাড়ের ছ’টি আসনের বিজেপি-প্রার্থীরা এগিয়ে যান। এদিকে হাফলং বিধানসভা আসনে বিজেপি-প্রার্থী রূপালি লাংথাসার জয় নিশ্চিত হওয়ার পর তিনি বলেন, এ হচ্ছে জনতার জয়। এবার ডিমা হাসাও জেলার মানুষ উন্নয়নের নিরিখে ভোটদান করেছেন। রূপালি বলেন, পরিশ্রম করলে তার ফল সব সময় ভালো হয়। তবে এবার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি তাঁকে প্রার্থিত্ব প্রদান করে যে সুযোগ দিয়েছে তার জন্য তিনি অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা, বিজেপির প্রদেশ সভাপতি দিলীপ শইকিয়া, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা, ডিমা হাসাও জেলা বিজেপি সভাপতি ধৃতি থাওসেন, পার্বত্য পরিষদের কার্যবাহী সদস্য, পরিষদের বিজেপি সদস্য ও বিজেপির সর্বস্তরের কার্যকর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁকে বিপুল ভোটে জয়ী করার জন্য ডিমা হাসাও জেলার জনতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

হাফলং আসনে বিজেপি-প্রার্থী রূপালি লাংথাসার জয় নিশ্চিত হতেই বিজেপির নেতা-কার্যকর্তারা বিজয় উৎসব করে রূপালি লাংথাসাকে নিয়ে শোভাযাত্রা করে হাফলং অটলবিহারী বাজপেয়ী ভবনে নিয়ে আসেন।

কেরলমের জনগণকে এই স্পষ্ট ও নির্ধারক জনাদেশের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। জনগণের এই রায় গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসকে আরও একবার প্রমাণ করেছে।--রাহুল গান্ধি, লোকসভার বিরোধী দলনেতা

নাগাল্যান্ড-ত্রিপুরা বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়ের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বে আরও মজবুত বিজেপি

গুয়াহাটি, ৪ মে নাগাল্যান্ডের: কোরিডাং এবং ত্রিপুরার ধর্মনগর বিধানসভা উপনির্বাচনে জয় লাভের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দলের প্রভাব আরও মজবুত করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)।

সোমবার ৪ মে নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী, নাগাল্যান্ডের মকোকচুং জেলার অন্তর্গত উপজাতি সংরক্ষিত ২৮ নম্বর কোরিডাং আসনে ৩,১২৩ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন বিজেপি-প্রার্থী দাওচিয়ের আই ইমচেন। এই আসনটি বিজেপির প্রবীণ নেতা ইমকং এল ইমচেনের মৃত্যুর পর শূন্য হয়েছিল। ইমচেন মোট ৭, ৩১৭ ভোট পেয়ে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী, নির্দলীয় প্রার্থী তোশিকাবাকে পরাজিত করেছেন। তোশিকাবা ভোট পেয়েছেন ৪, ১৯৪টি।

অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী যে সকল প্রার্থী ছিলেন তাঁরা যথাক্রমে ইমলিওয়াপাং (ভোট পেয়েছেন ৩, ৬৩৩টি) এবং আই আবেনজাং (ভোট পেয়েছেন ৩,২১৯টি)। ইমচাটোবা ইমচেন এবং কংগ্রেস-প্রার্থী টি চালুকুম্বা আও ভোট পেয়েছেন যথাক্রমে ১৪৭ এবং ১৪৪ ভোট।

উপজাতি সংরক্ষিত ২৮ নম্বর কোরিডাং নির্বাচনী কেন্দ্রে মোট ২২,৫০৬ জন ভোটার নিবন্ধিত ছিলেন। এর মধ্যে ১৮,৭৪৫টি বৈধ ভোট পড়েছে। নির্বাচনে ৪৮টি নোটা এবং ৪৩টি বাতিল ভোট নথিভুক্ত হয়েছে। কোরিডাঙে ভোট পড়েছিল ৭৫.০৬ শতাংশ। এদিকে ত্রিপুরার ধর্মনগর আসনে বিজেপির জহর চক্রবর্তী জয়ী হয়েছেন। তিনি কংগ্রেস-প্রার্থী চয়ন ভট্টাচার্য এবং সিপিআই(এম) প্রার্থী অমিতাভ দত্তকে পরাজিত করেছেন। উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল স্পিকার ও চারবারের বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেনের মৃত্যুতে। বিজেপি-প্রার্থী জহর চক্রবর্তী পেয়েছেন ২৪,২৯১ ভোট।

সরকারি ফলাফল অনুযায়ী, কংগ্রেস-প্রার্থী চয়ন ভট্টাচার্য পেয়েছেন ৫,৯৩৬ ভোট এবং সিপিআই(এম) প্রার্থী অমিতাভ দত্ত পেয়েছেন ৬০০১ ভোট। এছাড়াও, আমরা বাঙালির বিভাস রঞ্জন দাস পেয়েছেন ২৭৪, এসইউসিআইয়ের সঞ্জয় চৌধুরী পেয়েছেন ২২৬ এবং নির্দলীয় প্রার্থী ব্রজলাল দেবনাথ পেয়েছেন ১২৬টি ভোট। ‘নোটা’তে পড়েছে ৪৪৪টি ভোট।

এই ফলাফল উত্তরপূর্ব ভারতে বিজেপির ক্রমবর্ধমান সাংগঠনিক শক্তি এবং নির্বাচনী প্রভাবকে আরও সুদৃঢ় করেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

পাথারকান্দিতে হ্যাটট্রিক বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণেন্দুর, অকাল হোলিতে মাতাল

পাথারকান্দি (অসম), ৪ মে: প্রত্যাশা মতো তৃতীয়বারের জন্য পাথারকান্দি আসনে বিজয় লাভ করছেন বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু পাল। সোমবার ঘোষিত নির্বাচনী ফলাফলে তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস-প্রার্থী কার্তিকসেনা সিনহাকে ৪৬,৭৬৪ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন।

ঘোষিত ফলাফলে বিজেপি-প্রার্থীর ঝুলিতে পড়েছে ৯৮,১০১টি ভোট এবং পরাজিত কংগ্রেস-প্রার্থীর ঝুলিতে পড়েছে ৫১,৩৩৭টি ভোট। এদিকে ফলাফল ঘোষণার পর বিজেপির কার্যকর্তা ও সমর্থকরা খুশিতে বাজি-পটকা পুড়িয়ে নিজেদের মধ্যে মিষ্টিমুখ করেছেন। পাশাপাশি বেশ কিছু এলাকায় অকাল হোলির আনন্দে মেতে ওঠেন বহুজন। সলগই এলাকায় বাদ্যযন্ত্র সহযোগে অনেকে নিজেদের মধ্যে হোলির আনন্দে মেতে উঠছেন।

বিজেপি-প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু পাল নিজের বিজয় নিয়ে পৃথক পৃথক বার্তায় সমষ্টিবাসী সহ প্রদেশ বিজেপির শীর্ষ পদাধিকারী এবং কার্যকর্তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

এই ঐতিহাসিক জনাদেশের জন্য বাংলার দেবতুল্য জনগণকে কোটি কোটি ধন্যবাদ ও অভিনন্দন। চৈতন্য মহাপ্রভু, স্বামী বিবেকানন্দ এবং আমাদের পথপ্রদর্শক ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই পবিত্র ভূমি এবার শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সুশাসনের এক নতুন যুগের সাক্ষী হতে চলেছে।--নীতিন নবীন, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সাফল্যে রঙে-আবিরে মাতল ফটিকরায়

কুমারঘাট (ত্রিপুরা), ৪ মে: পশ্চিমবঙ্গ, অসম, তামিলনাড়ু ও কেরল, এই চার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির জয়কে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে উচ্ছ্বাসের আবহ তৈরি হয়েছে। সেই জয়ের রেশ স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ল ত্রিপুরার ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় বিধানসভা এলাকাতেও। শাসকদল বিজেপির উদ্যোগে সোমবার ফটিকরায় বাজার এলাকায় আয়োজন করা হয় বিজয় মিছিল।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিজেপির ফটিকরায় মণ্ডল কমিটির উদ্যোগে সংগঠিত এই মিছিলে অংশ নেন বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক। এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী সুধাংশু দাসের নেতৃত্বে মিছিলটি ফটিকরায় বাজারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিক্রমা করে। মিছিল চলাকালীন দলীয় পতাকা, ব্যানার ও স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।

এদিনের বিজয় মিছিল ঘিরে ফটিকরায়ে তৈরি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ। কর্মী-সমর্থকরা আবির ও রঙে একে অপরকে রাঙিয়ে বিজয়ের আনন্দ ভাগ করে নেন। ঢাক-ঢোল ও উচ্ছ্বাসে মুখরিত হয়ে ওঠে বাজার এলাকা, যা সাধারণ মানুষের মধ্যেও কৌতূহল ও আগ্রহের সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, ‘এই জয় বিজেপির কাছে প্রত্যাশিতই ছিল। তবে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখল একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল, যা আমরা সফল ভাবে অতিক্রম করেছি।’ তিনি আরও দাবি করেন, বিভিন্ন রাজ্যের

নির্বাচনে এই ফলাফল দেশের রাজনৈতিক মানচিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করছে এবং ভারত ক্রমশই কমিউনিস্ট প্রভাবমুক্ত হচ্ছে।

দলীয় নেতৃত্বের মতে, এই জয় আগামী দিনে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করবে এবং উন্নয়নের ধারাকে আরও ত্বরান্বিত করবে। ফটিকরায়ের এই বিজয় মিছিল সেই আত্মবিশ্বাসেরই প্রতিফলন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

কোন অঙ্কে এখনও প্লে অফে যেতে পারে কেকেআর? ঘরের মাঠ ভরসা?

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুরুর ধাক্কাটা বেশ জোরালোই ছিল। প্রথম ছ'টি ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিতেই হারতে হয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্সকে। দল তখন কার্যত ছন্দহীন, আত্মবিশ্বাসও তলানিতে। কিন্তু আইপিএলের দীর্ঘ লিগ পর্বে গল্প বদলাতে সময় লাগে না;সেই সত্যিটাই আবার প্রমাণ করেছে কেকেআর। টানা তিনটি জয়ে হঠাৎই বদলে গেছে ছবিটা। প্লে-অফের দৌড়ে ফের নিজেদের ফিরিয়ে এনেছে তারা, আর সমর্থকদের মধ্যেও ফিরে এসেছে আশার আলো। এই মুহূর্তে ৯ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার অষ্টম স্থানে রয়েছে অজিঙ্ক রাহানের নেতৃত্বাধীন দল। অবস্থান খুব শক্তিশালী না হলেও পরিস্থিতি পুরোপুরি হাতছাড়া হয়নি। উপরের দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে, ষষ্ঠ ও সপ্তম স্থানে থাকা দলগুলোর পয়েন্ট ৮;অর্থাৎ কেকেআর মাত্র এক ধাপ দূরেই রয়েছে। ফলে লড়াইটা এখনও পুরোপুরি খোলা।

এখন মূল প্রশ্ন;কী করলে প্লে-অফ নিশ্চিত করতে পারবে কেকেআর? সহজ অঙ্ক বলছে, বাকি পাঁচটি ম্যাচের সবকটিতে জিততে পারলে তাদের পয়েন্ট দাঁড়াবে ১৭। সাধারণত এই সংখ্যাটা শেষ চারে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। আইপিএলের ইতিহাস বলছে, ১৬ বা তার বেশি পয়েন্ট পেলে দলগুলো প্রায় নিশ্চিতভাবেই প্লে-অফে জায়গা করে নেয়। সেই হিসেবে কেকেআরের সামনে সবচেয়ে পরিষ্কার রাস্তা;সব ম্যাচ জিতে নেওয়া।তবে বাস্তবটা এত সহজ নয়। যদি একটি ম্যাচও হেরে যায়, তাহলে পয়েন্ট দাঁড়াবে ১৫। সেই পরিস্থিতিতে আর সবকিছু নিজের হাতে থাকবে না। তখন অন্য দলগুলোর ফলাফলের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। কারণ ইতিমধ্যেই কয়েকটি দল ১২-১৩ পয়েন্টে পৌঁছে গেছে এবং তারাও প্লে-অফের দৌড়ে সমানভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। ফলে প্রতিটা ম্যাচ এখন কার্যত 'ডু অর ডাই';একটুও ঢিলেমির জায়গা নেই।

মিলেছে আংশিক বকেয়া বেতন, অনুশীলনে ফিরবেন ফুটবলাররা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেতন সমস্যায় ভুগছে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ফুটবলাররা। আগে থেকেই ক্লাব আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত গত মরশুমের আইএসএলে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের যে চিত্রটা ছিল, আবারও সেই চিত্র সামনে এল। বেতন না পাওয়ায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন মহামেডান ফুটবলাররা। তবে সূত্রের খবর, সোমবার কিছু কিছু করে বেতন পেতে শুরু করেছেন হীরা-মহীতোষরা। মঙ্গলবার থেকে শুরু হতে পারে অনুশীলন।

নিজেদের গৌরব নিজেরাই হারিয়ে ফেলছে শতাব্দীপ্রাচীন এই ক্লাব। টানা সাত ম্যাচে পরাজয়, আইএসএলে অবনমনের খাঁড়া, এত সব কিছুর মাঝেও লড়াই করছিলেন ফুটবলাররা। শেষ তিন ম্যাচ ড্র করে এসেছে পয়েন্টও। তবে পেশাদারিত্ব বজায় রাখতে ব্যর্থ মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কর্মকর্তারা। শুক্রবার শ্রমিক দিবসের দিনই বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন মহামেডান ফুটবলাররা। বেতন না পাওয়ায় অনুশীলনে আসলেন না মহীতোষ-অ্যাডিসনরা। স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচের পর চারদিন ছুটি কাটিয়ে শুক্রবার অনুশীলনে নামার কথা ছিল দলের। তবে মাঠে কোচ মেহরাজুদ্দিন ওয়াডু আসলেও, দেখা মিলল না ফুটবলারদের। তিন থেকে ছয় মাস বেতন বকেয়া ফুটবলারদের। বহু মাস বেতন বকেয়া কোচ মেহরাজুদ্দিনেরও। কর্তারা যাতে নড়েচড়ে বসে তাই এই বিদ্রোহ ঘোষণা হীরা মণ্ডলদের। বাধ্য হয়েই অনুশীলন বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা। আগামী ৪ মের মধ্যে বকেয়া বেতনের কিছুটা অংশ পাওয়ার কথা ছিল। তবে আংশিক বেতন পেলেও এখনও কিছু বকেয়া রয়েছে। এদিকে, আগামী ৯ মে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ মহামেডানের। অ্যাওয়ে ম্যাচগুলিতেও অত্যন্ত নিম্নমানের হোটেলে ঠাঁই হয়েছে মহামেডান দলের। এই অচলাবস্থায় মহামেডান কর্তারাই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন ক্লাবের থেকে। যা আরও হতাশাজনক কোচিং স্টাফ ও ফুটবলারদের জন্য।

'আমি নিজেই দেখছি নিরাপত্তা', বিনেশকে আশ্বাস কুস্তি প্রধানের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতের কুস্তি মহলে নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন তারকা কুস্তিগীর বিনেশ ফোগত। তিনি অভিযোগ করেছেন, তাঁর প্রতিযোগিতায় ফেরার পথে বাধা সৃষ্টি করছে দেশের কুস্তি ফেডারেশন। আসন্ন জাতীয় ওপেন র‍্যাঙ্কিং প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য আবেদন করতে গিয়ে তিনি দেখেন, অনলাইনে আবেদন করার পোর্টালটি বন্ধ হয়ে গেছে। এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করার পাশাপাশি তিনি নিজের নিরাপত্তা এবং প্রতিযোগিতায় পক্ষপাতমূলক আচরণের আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন।

আগামী দশ থেকে বারো মে উত্তরপ্রদেশের গোন্ডায় এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু সেই স্থান নিয়েই আপত্তি তুলেছেন বিনেশ। তাঁর দাবি, গোন্ডা এমন একটি এলাকা যেখানে প্রাক্তন ফেডারেশন প্রধান ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। অতীতে ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ তুলে যে কুস্তিগীরেরা আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন, বিনেশ তাঁদের অন্যতম মুখ ছিলেন। সেই প্রেক্ষাপটে তিনি মনে করছেন, এমন একটি জায়গায় প্রতিযোগিতা হলে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা কঠিন হতে পারে।

বিনেশ আরও অভিযোগ করেছেন, সেখানে কে রেফারি হবেন বা কোন বাউটে কীভাবে পয়েন্ট দেওয়া হবে, তা প্রভাবিত হতে পারে। তাঁর মতে, ব্রিজভূষণের অনুগামীরা পুরো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতে পারেন। এই কারণে তিনি মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছেন বলেও জানিয়েছেন। এমনকি তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, প্রতিযোগিতা চলাকালীন তাঁর বা তাঁর দলের সঙ্গে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তার দায়ভার সরকারকেই নিতে হবে। স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে তিনি সংবাদমাধ্যম এবং ক্রীড়ামহলকে প্রতিযোগিতাস্থলে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

অন্য দিকে, এই সমস্ত অভিযোগকে একেবারেই গুরুত্ব দিতে নারাজ ফেডারেশনের বর্তমান প্রধান সঞ্জয় সিং। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, বিনেশের সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, প্রতিযোগিতাটি আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখেই আয়োজন করা হচ্ছে। সমস্ত ম্যাচ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রেফারিদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে এবং প্রতিটি লড়াইয়ের ভিডিও রেকর্ডিং রাখা হবে, যাতে কোনও রকম বিতর্কের অবকাশ না থাকে।

সঞ্জয় সিং আরও জানান, বিনেশের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না। তিনি ব্যক্তিগতভাবে সেই দায়িত্ব নিচ্ছেন বলেও আশ্বাস দিয়েছেন। তবে প্রতিযোগিতার স্থান পরিবর্তনের দাবিকে তিনি সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন। তাঁর মতে, এটি একটি উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা, যেখানে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়। ফলে কেউ যদি অংশ নিতে অনিচ্ছুক হন, তা সম্পূর্ণ তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, প্যারিস অলিম্পিকে সোনা জয়ের লড়াইয়ের দিন সকালে ওজন সংক্রান্ত সমস্যার কারণে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে যাওয়ার পরই কুস্তি থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন বিনেশ। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই তাঁর ম্যাটে ফেরার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই প্রত্যাবর্তন নিয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে। পুরো ঘটনায় দেশের কুস্তি প্রশাসন এবং খেলোয়াড়দের সম্পর্কের টানাপোড়েন আবারও প্রকাশ্যে চলে এসেছে।

চোটে কি পুরোপুরি আইপিএল থেকেই ছিটকে গেলেন ধোনি?

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলের চলতি মরশুমে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে ঘিরে অনিশ্চয়তা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। চেন্নাই সুপার কিংসের পরবর্তী ম্যাচ দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে হলেও, দলের সঙ্গে সফরে যাননি এই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে;এবারের আইপিএলে আদৌ কি ধোনিকে মাঠে দেখা যাবে, নাকি তাঁর প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা আরও দীর্ঘ হবে?

দলের ভেতর থেকে যে বার্তা পাওয়া যাচ্ছে, তাতে পরিষ্কার কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা এখনও ঠিক করা হয়নি। চেন্নাই শিবিরের বোলিং পরামর্শদাতা এরিক সিমন্স জানিয়েছেন, ধোনির ফিটনেস নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ তাঁর নিজের ওপর নির্ভর করছে। তিনি বলেন, ধোনি এই মুহূর্তে দলের সঙ্গে সফরে নেই ঠিকই, তবে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন। কখন তিনি ম্যাচ খেলার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হবেন, তা তাঁর নিজের শরীরই সবচেয়ে ভালোভাবে বুঝতে পারবে। তাই তাঁর প্রত্যাবর্তনের নির্দিষ্ট দিনক্ষণ নিয়ে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়।

গত মরশুমে গুজরাট টাইটানসের বিরুদ্ধে শেষবার মাঠে নেমেছিলেন ধোনি। সেই ম্যাচের পর প্রায় এক বছরের মতো সময় কেটে গেছে, তিনি প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের বাইরে রয়েছেন। চলতি মরশুমে এখনও পর্যন্ত একটি ম্যাচেও তাঁকে দেখা যায়নি। স্বাভাবিকভাবেই সমর্থকদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে;তাঁর মতো অভিজ্ঞ এবং সফল অধিনায়ক ছাড়া দল কতটা এগোতে পারবে?

এই প্রসঙ্গে চেন্নাই দলের ব্যাটিং কোচ মাইক হাসিও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে এনেছেন। তাঁর কথায়, ধোনি বরাবরই দলকেই সবার আগে রাখেন। তিনি চান না, তাঁর উপস্থিতির কারণে দলের মনোযোগ অন্যদিকে সরে যাক। ধোনির আশঙ্কা ছিল, তিনি যদি ডাগআউটে থাকেন, তাহলে ক্যামেরার ফোকাস বেশিরভাগ সময় তাঁর দিকেই থাকবে এবং সমর্থকদের নজরও সেদিকেই কেন্দ্রীভূত হবে। এতে দলের বাকি ক্রিকেটারদের ওপর অপ্রয়োজনীয় চাপ তৈরি হতে পারে। সেই কারণেই তিনি ইচ্ছে করেই নিজেকে কিছুটা আড়ালে রেখেছেন, যাতে দল পুরোপুরি স্বাধীনভাবে খেলতে পারে।

প্রাক মরশুম প্রস্তুতি থেকে ধোনি দলের সঙ্গেই ছিলেন। কিন্তু প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার ঠিক আগে তাঁর পায়ের পেশিতে চোট লাগে, যার জন্য এখনও পর্যন্ত মাঠে নামা সম্ভব হয়নি। তবে ম্যাচে না খেললেও, তিনি দলের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। অনুশীলনে যোগ দিচ্ছেন, তরুণ ক্রিকেটারদের সঙ্গে কথা বলছেন এবং নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিচ্ছেন। এতে স্পষ্ট, মাঠে না থাকলেও দলের সঙ্গে তাঁর সংযোগ একটুও কমেনি।

চেন্নাইয়ের বর্তমান পরিস্থিতিও খুব স্বস্তিদায়ক নয়। নয়টি ম্যাচের মধ্যে চারটিতে জয় পেয়ে তারা লিগ তালিকায় মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে। প্লে-অফে পৌঁছাতে হলে বাকি ম্যাচগুলোর মধ্যে অন্তত চারটি জিততেই হবে। এই অবস্থায় ধোনির অভিজ্ঞতা এবং নেতৃত্ব দলের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

সব মিলিয়ে পরিস্থিতি এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, যেখানে ধোনির প্রত্যাবর্তন নিয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে দলের কোচিং স্টাফের বক্তব্য এবং তাঁর নিয়মিত অনুশীলনে অংশগ্রহণ থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার;তিনি দ্রুতই ফিরে আসার চেষ্টা করছেন। এখন শুধু অপেক্ষা, কবে আবার মাঠে দেখা যাবে এই কিংবদন্তিকে এবং তিনি কি আবারও দলকে সাফল্যের পথে নিয়ে যেতে পারবেন।

নারিনের দুশো উইকেটে গর্বিত কিং খান

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৬ সালের আইপিএলে আবারও প্রমাণ হল, সময় যতই এগোক না কেন, সুনীল নারিনের জাদু এখনও ফুরোয়নি। কলকাতা নাইট রাইডার্সের এই অভিজ্ঞ স্পিনার নিজের পারফরম্যান্স দিয়ে শুধু ম্যাচের গতিপথই বদলাননি, গড়েছেন এক অনন্য রেকর্ডও। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নারিন এমন এক কীর্তি গড়লেন, যা তাঁকে আইপিএলের ইতিহাসে বিশেষ জায়গা করে দিল।

ম্যাচের একটি ওভারই যেন সবকিছু বদলে দেয়। সেই ওভারে নারিনের বোলিং ছিল নিখুঁত পরিকল্পনা আর অভিজ্ঞতার এক অসাধারণ মিশেল। প্রথমে তিনি সলিল আরোরাকে আউট করে আইপিএলে নিজের ২০০তম উইকেট সম্পূর্ণ করেন। এই মাইলফলক ছোঁয়ার মুহূর্তটাই ছিল ঐতিহাসিক, কারণ এর আগে কোনও বিদেশি বোলার এই কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেননি। কিন্তু নারিন সেখানেই থামেননি। একই ওভারের শেষ বলে তিনি ফের আঘাত হানেন, তুলে নেন ঈশান কিষানের উইকেট। এক ওভারের মধ্যেই দুই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটারকে ফিরিয়ে দিয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন তিনি। শেষ পর্যন্ত চার ওভারে ৩১ রান খরচ করে দুটি উইকেট তুলে নেন নারিন। এই পারফরম্যান্সের ফলে তাঁর মোট উইকেট সংখ্যা দাঁড়ায় ২০১-এ। সংখ্যার হিসেবে এটি হয়তো একটি পরিসংখ্যান, কিন্তু এর পেছনে লুকিয়ে আছে দীর্ঘ সময় ধরে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের গল্প। প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে আইপিএলে নিজের প্রভাব বজায় রাখা সহজ কাজ নয়, কিন্তু নারিন সেটাই করে দেখিয়েছেন।

এই কীর্তির মাধ্যমে নারিন আইপিএলের ইতিহাসে তৃতীয় বোলার হিসেবে ২০০ উইকেটের ক্লাবে জায়গা করে নিলেন। তাঁর আগে এই তালিকায় ছিলেন যুজবেন্দ্র চাহাল এবং ভুবনেশ্বর কুমার। তবে নারিনকে আলাদা করে দেয় তাঁর বোলিং ইকোনমি। তাঁর ইকোনমি রেট ৬.৭৯, যা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তিনি শুধু উইকেট নেওয়াতেই দক্ষ নন, রান আটকে রাখার ক্ষেত্রেও দলের জন্য ভরসাযোগ্য অস্ত্র। নারিনের এই অসাধারণ সাফল্যে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন কলকাতা নাইট রাইডার্সের কর্ণধার শাহরুখ খান। তিনি সামাজিক মাধ্যমে নারিনকে উদ্দেশ্য করে একটি হৃদয়স্পর্শী বার্তা দেন। সেখানে তিনি নারিনের দীর্ঘ ১৫ বছরের আইপিএল যাত্রা, তাঁর ২০০-র বেশি উইকেট এবং দলের হয়ে অসংখ্য সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন। পাশাপাশি তাঁকে 'জাদুকর' বলে অভিহিত করে জানান, তিনি শুধু একজন ক্রিকেটার নন, দলের পরিবারেরই একজন সদস্য। এই ঘটনা শুধু একটি রেকর্ড গড়ার গল্প নয়, এটি একনিষ্ঠতা, কঠোর পরিশ্রম এবং দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে প্রাসঙ্গিক রাখার এক অনুপ্রেরণামূলক উদাহরণ। সুনীল নারিন আবারও প্রমাণ করলেন, সত্যিকারের মহান খেলোয়াড়রা সময়ের সঙ্গে হারিয়ে যান না, বরং আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন।

বাংলা ক্রিকেটে লক্ষ্মীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত? নতুন কোচের দৌড়ে টেট-জাফর-অনুষ্টুপরা!

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলা ক্রিকেটে এখন সবচেয়ে বড় আলোচনা; আগামী দিনে দলের কোচ কে হবেন? বর্তমান কোচ লদীরতন শুক্লা থাকবেন, নাকি নতুন কারও হাতে দায়িত্ব যাবে;এই প্রশ্ন ঘিরেই জল্পনা তুঙ্গে। গত কয়েক বছরে তাঁর কোচিংয়ে বাংলা দলের পারফরম্যান্স যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। দল দু'বার সেমিফাইনালে উঠেছে, একবার ফাইনালেও খেলেছে। ফলে তাঁর কোচ হিসেবে অবদান নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবুও আচমকা শোনা যায়, তিনি হয়তো নিজে থেকেই আর দায়িত্বে থাকতে চাইছেন না। সেই জল্পনার মাঝেই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (সিএবি) নতুন কোচ নিয়োগের জন্য আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করে।

এই পদক্ষেপটি বাংলা ক্রিকেটে একেবারেই নতুন। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের ধাঁচে কোচ বাছাইয়ের জন্য উন্মুক্ত আবেদন আহ্বান করা;এমন ঘটনা আগে দেখা যায়নি। শুধু সিনিয়র দল নয়, বয়সভিত্তিক দলগুলির জন্যও আলাদা করে কোচের আবেদন নেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বহু প্রার্থী আবেদন করেছেন, এবং সেই তালিকায় দেশি-বিদেশি একাধিক পরিচিত নাম রয়েছে।

বিদেশি কোচদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম শন টেট। প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় পেসার হিসেবে তাঁর আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ। পাকিস্তান ও আফগানিস্তান দলের বোলিং কোচ হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ দলের সঙ্গেও যুক্ত। একইভাবে আবেদন করেছেন আরেক অস্ট্রেলীয় পেসার বেন হিলফেনহাস। ফলে বোঝাই যাচ্ছে, সিএবির এই বিজ্ঞপ্তি আন্তর্জাতিক পর্যায়েও আগ্রহ তৈরি করেছে। তবে বিদেশি কোচ নেওয়া হবে কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। ভারতীয় কোচদের মধ্যেও বেশ কিছু শক্তিশালী নাম উঠে এসেছে। তাঁদের মধ্যে এগিয়ে রয়েছেন ওয়াসিম জাফর। ভারতীয় ঘরোয়া ক্রিকেটে তাঁর অবদান অসামান্য, এবং কোচ হিসেবেও তিনি ইতিমধ্যে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। অতীতে বিভিন্ন সময় বাংলা দলের কোচ হিসেবে তাঁর নাম উঠে এলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। এবার সেই সম্ভাবনা নতুন করে জোরালো হয়েছে।

সবচেয়ে চমকপ্রদ নাম হিসেবে উঠে এসেছে অনুষ্টুপ মজুমদার। দীর্ঘদিন ধরে বাংলা দলের নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান হিসেবে তিনি পরিচিত। দলের সংকটের মুহূর্তে বারবার তিনি দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। সাম্প্রতিক সময়েও ক্লাব ক্রিকেটে তাঁর পারফরম্যান্স চোখে পড়ার মতো। ফলে অনেকেই মনে করছেন, এখনও তাঁর খেলার মতো সময় রয়েছে। কিন্তু কোচের জন্য আবেদন করা থেকে ইঙ্গিত মিলছে, হয়তো তিনি ভবিষ্যৎ নিয়ে অন্য পরিকল্পনা করছেন। দ্রুত অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েও নিতে পারেন তিনি; এমন সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

এই মুহূর্তে সব আবেদনপত্র খতিয়ে দেখে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করা হবে। তারপর নির্বাচিত প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে। সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হবে। সব মিলিয়ে আগামী সাত থেকে দশ দিনের মধ্যেই নতুন কোচের নাম ঘোষণা হতে পারে বলে জানা যাচ্ছে।

সব দিক বিচার করলে, বাংলা ক্রিকেট এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। অভিজ্ঞতা বনাম নতুন ভাবনা; এই দুইয়ের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য খুঁজে পাওয়াই এখন সিএবির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। নতুন কোচ যিনিই হন, তাঁর উপরেই নির্ভর করবে আগামী দিনে বাংলা দলের সাফল্যের পথ কতটা মসৃণ হবে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬ : ২৯৩ আসনের ফলাফল

নং	কেন্দ্র	বিজয়ী	দল
১	মেকলিগঞ্জ	দধিরাম রায়	বিজেপি
২	মাথাভাঙ্গা	নিশীথ প্রামাণিক	বিজেপি
৩	কোচবিহার উত্তর	সুকুমার রায়	বিজেপি
৪	কোচবিহার দক্ষিণ	রথীন্দ্র বোস	বিজেপি
৫	শীতলকুচি	সাবিত্রী বর্মন	বিজেপি
৬	সিতাই	সঙ্গীতা রায়	তৃণমূল
৭	দিনহাটা	অজয় রায়	বিজেপি
৮	নাটাবাড়ি	গিরিজা শঙ্কর রায়	বিজেপি
৯	তুফানগঞ্জ	মালতীরায়া রায়	বিজেপি
১০	কুমারগ্রাম	মনোজ কুমার ওঁরাও	বিজেপি
১১	কালচিনি	বিশাল লামা	বিজেপি
১২	আলিপুরদুয়ার	পরিতোষ দাস	বিজেপি
১৩	ফালাকাটা	দীপক বর্মন	বিজেপি
১৪	মাদারিহাট	লক্ষণ লিম্বু	বিজেপি
১৫	ধুপগুড়ি	নরেশ রায়	বিজেপি
১৬	ময়নাগুড়ি	ডালিম চন্দ্র রায়	বিজেপি
১৭	জলপাইগুড়ি	অনন্ত দেব অধিকারী	বিজেপি
১৮	রাজগঞ্জ	দীনেশ রায়	বিজেপি
১৯	ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি	শিখা চ্যাটার্জি	বিজেপি
২০	মাল	শুকরা মুণ্ডা	বিজেপি
২১	নাগরাকাটা	পুনা ভেঙ্গরা	বিজেপি
২২	কালিম্পং	ভরত কুমার ছেত্রী	বিজেপি
২৩	দার্জিলিং	নীরজ জিম্বা	বিজেপি
২৪	কার্শিয়াং	সোনম লামা	বিজেপি
২৫	মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বর্মণ	আনন্দময় বর্মন	বিজেপি
২৬	শিলিগুড়ি	শঙ্কর ঘোষ	বিজেপি
২৭	ফাঁসিদেওয়া	দুর্গা মুর্মু	বিজেপি
২৮	চোপড়া	হামিদুল রহমান	তৃণমূল
২৯	ইসলামপুর	কানাইয়ালাল আগরওয়াল	তৃণমূল
৩০	গোয়ালপোখর	মহ. গুলাম রব্বানি	তৃণমূল
৩১	চাকুলিয়া	আজাদ মিনাজুল আরফিন	তৃণমূল
৩২	করণদিঘি	বিরাজ বিশ্বাস	বিজেপি
৩৩	হেমতাবাদ	হরিপদ বর্মন	বিজেপি
৩৪	কালিয়াগঞ্জ	উৎপল ব্রহ্মচারো	বিজেপি
৩৫	রায়গঞ্জ	কৌশিক চৌধুরী	বিজেপি
৩৬	ইটাহার	মোশারফ হোসেন	তৃণমূল
৩৭	কুশমন্ডি	তাপস চন্দ্র রায়	বিজেপি
৩৮	কুমারগঞ্জ	তোরাফ হোসেন মণ্ডল	তৃণমূল
৩৯	বালুরঘাট	বিদুৎ কুমার রায়	বিজেপি
৪০	তপন	বুধরাই টুডু	বিজেপি
৪১	গঙ্গারামপুর	সত্যেন্দ্র নাথ রায়	বিজেপি
৪২	হরিরামপুর	বিপ্লব মিত্র	তৃণমূল
৪৩	হাবিবপুর	জোয়েল মুর্মু	বিজেপি
৪৪	গাজোল	চিন্ময় দেব বর্মন	বিজেপি
৪৫	চাঁচল	প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়	তৃণমূল
৪৬	হরিশচন্দ্রপুর	মতিবুর রহমান	তৃণমূল
৪৭	মালতীপুর	আবদুর রহিম বক্সি	তৃণমূল
৪৮	রতুয়া	সমর মুখার্জি	তৃণমূল
৪৯	মানিকচক	গৌর চন্দ্র মণ্ডল	বিজেপি
৫০	মালদহ	গোপাল চন্দ্র সাহা	বিজেপি
৫১	ইংলিশ বাজার	অম্লান ভাদুড়ি	বিজেপি
৫২	মোথাবাড়ি	মহ. নজরুল ইসলাম	তৃণমূল
৫৩	সুজাপুর	সাবিনা ইয়াসমিন	তৃণমূল
৫৪	বৈষ্ণবনগর	রাজু কর্মকার	বিজেপি
৫৫	ফারাক্কা	মোহতাব শেখ	কংগ্রেস
৫৬	সামসেরগঞ্জ	মহম্মদ নূর আলম	তৃণমূল
৫৭	সুতি	হিমানী বিশ্বাস	তৃণমূল
৫৮	জঙ্গিপুর	চিত্ত মুখার্জি	বিজেপি
৫৯	রঘুনাথগঞ্জ	আখরুজ্জামান	তৃণমূল
৬০	সাগরদিঘি	বায়রন বিশ্বাস	তৃণমূল
৬১	লালগোলা	ড. আবদুল আজিজ	তৃণমূল
৬২	ভগবানগোলা	রিয়াত হুসেন সরকার	তৃণমূল
৬৩	রানিনগর	জুলফিকার আলি	কংগ্রেস
৬৪	মুর্শিদাবাদ	গৌরীশঙ্কর ঘোষ	বিজেপি
৬৫	নবগ্রাম	দিলীপ সাহা	বিজেপি
৬৬	খড়গ্রাম	মিতালি মাল	বিজেপি
৬৭	বড়ঞা	সুখেন কুমার বাগদি	বিজেপি
৬৮	কান্দি	গার্গি দাস ঘোষ	বিজেপি
৬৯	ভরতপুর	মুস্তাফিজুর রহমান	তৃণমূল
৭০	রেজিনগর	হুমায়ুন কবীর	আজউ পার্টি
৭১	বেলডাঙা	ভরত কুমার জোহার	বিজেপি
৭২	বহরমপুর	সুব্রত মৈত্র	বিজেপি
৭৩	হরিহরপাড়া	নিয়ামত শেখ	তৃণমূল
৭৪	নওদা	হুমায়ুন কবীর	আজউ পার্টি
৭৫	ডোমকল	মুস্তাফিজুর রহমান	সিপিএম
৭৬	জলঙ্গি	বাবর আলি	তৃণমূল
৭৭	করিমপুর	সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ	বিজেপি
৭৮	তেহট্ট	সুব্রত কবিরাজ	বিজেপি
৭৯	পলাশীপাড়া	রুকুবানুর রহমান	তৃণমূল
৮০	কালীগঞ্জ	আলিফা আহমেদ	তৃণমূল
৮১	নকাশিপাড়া	শান্তনু দে	বিজেপি
৮২	চাপড়া	জেবর শেখ	তৃণমূল
৮৩	কৃষ্ণনগর উত্তর	তারকনাথ চ্যাটার্জি	বিজেপি
৮৪	নবদ্বীপ	শ্রুতিশেখর গোস্বামী	বিজেপি
৮৫	কৃষ্ণনগর দক্ষিণ	সাধন ঘোষ	বিজেপি
৮৬	শান্তিপুর	স্বপন কুমার দাস	বিজেপি
৮৭	রানাঘাট উত্তর পশ্চিম	পার্থসারথী চ্যাটার্জি	বিজেপি
৮৮	কৃষ্ণগঞ্জ	সুকান্ত বিশ্বাস	বিজেপি
৮৯	রানাঘাট উত্তর পূর্ব	অসীম বিশ্বাস	বিজেপি
৯০	রানাঘাট দক্ষিণ	অসীম কুমার বিশ্বাস	বিজেপি
৯১	চাকদহ	বঙ্কিম চন্দ্র ঘোষ	বিজেপি
৯২	কল্যানী	অনুপম বিশ্বাস	বিজেপি
৯৩	হরিণঘাটা	অসীম কুমার সরকার	বিজেপি
৯৪	বাগদা	সোমা ঠাকুর	বিজেপি
৯৫	বনগাঁ উত্তর	অশোক কীর্তনিয়া	বিজেপি
৯৬	বনগাঁ দক্ষিণ	স্বপন মজুমদার	বিজেপি
৯৭	গাইঘাটা	সুব্রত ঠাকুর	বিজেপি
৯৮	স্বরূপনগর	বীনা মণ্ডল	তৃণমূল
৯৯	বাদুড়িয়া	বুরহানিল মুক্কাদিম	তৃণমূল
১০০	হাবড়া	দেবদাস মণ্ডল	বিজেপি
১০১	অশোকনগর	ড. সুময় হীরা	বিজেপি
১০২	আমডাঙা	কাশেম সিদ্দিকি	তৃণমূল
১০৩	বীজপুর	সুদীপ্ত দাস	বিজেপি
১০৪	নৈহাটি	সুমিত্র চ্যাটার্জি	বিজেপি
১০৫	ভাটপাড়া	পবন সিং	বিজেপি
১০৬	জগদ্দল	রাজেশ কুমার	বিজেপি
১০৭	নোয়াপাড়া	অর্জুন সিং	বিজেপি
১০৮	ব্যারাকপুর	কৌস্তভ বাগচি	বিজেপি
১০৯	খড়দহ	কল্যান চক্রবর্তী	বিজেপি
১১০	দমদম উত্তর	সৌরভ শিকদার	বিজেপি
১১১	পানিহাটি	রত্না দেবনাথ	বিজেপি
১১২	কামারহাটি	মদন মিত্র	তৃণমূল
১১৩	বরানগর	সজল ঘোষ	বিজেপি
১১৪	দমদম	অরিজিৎ বকসি	বিজেপি
১১৫	রাজারহাট নিউ টাউন	তাপস চ্যাটার্জি	এগিয়ে
১১৬	বিধাননগর	শারদ্বত মুখার্জি	বিজেপি
১১৭	রাজারহাট গোপালপুর	তরুণজ্যোতি তিওয়ারি	বিজেপি
১১৯	বারাসাত	শঙ্কর চ্যাটার্জি	বিজেপি
১২০	দেগঙ্গা	আনিসুর রহমান	তৃণমূল
১২১	হাড়োয়া	মহ. আবদুল মতিন	তৃণমূল
১২২	মিনাখাঁ	উষা রানী মণ্ডল	তৃণমূল
১২৩	বসিরহাট দক্ষিণ	সুরজিত মিত্র	তৃণমূল
১২৪	সন্দেশখালি	সনৎ সর্দার	বিজেপি
১২৫	বসিরহাট উত্তর	মহ. তৌসিফুর রহমান	তৃণমূল
১২৬	হিঙ্গলগঞ্জ	রেখা পাত্র	বিজেপি
১২৭	গোসাবা	বিকর্ণ নস্কর	বিজেপি
১২৮	বাসন্তী	নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল	তৃণমূল
১২৯	কুলতলি	গণেশ চন্দ্র মণ্ডল	তৃণমূল
১৩০	পাথরপ্রতিমা	সমীর কুমার জানা	তৃণমূল
১৩১	কাকদ্বীপ	দীপঙ্কর জানা	বিজেপি
১৩২	সাগর	সুমন্ত মণ্ডল	বিজেপি
১৩৩	কুলপি	বর্ণালী ধারা	তৃণমূল
১৩৪	রায়দিঘি	তাপস মণ্ডল	তৃণমূল
১৩৫	মন্দিরবাজার	জয়দেব হালদার	তৃণমূল
১৩৬	জয়নগর	বিশ্বনাথ দাস	তৃণমূল
১৩৭	বারুইপুর পূর্ব	বিভাস সরদার	তৃণমূল
১৩৮	ক্যানিং পশ্চিম	পরেশরাম দাস	তৃণমূল
১৩৯	ক্যানিং পূর্ব	বাহারুল ইসলাম	তৃণমূল
১৪০	বারুইপুর পশ্চিম	বিমান বন্দোপাধ্যায়	তৃণমূল
১৪১	মগরাহাট পূর্ব	শর্মিষ্ঠা পুরকাইত	তৃণমূল
১৪২	মগরাহাট পশ্চিম	শামিম আহমেদ মোল্লা	তৃণমূল
১৪৩	ডায়মন্ড হারবার	পান্নালাল হালদার	তৃণমূল
১৪৫	সাতগাছিয়া	অগ্নিশ্বর নস্কর	বিজেপি
১৪৬	বিষ্ণুপুর	দিলীপ মণ্ডল	তৃণমূল
১৪৭	সোনারপুর দক্ষিণ	রূপা গাঙ্গুলি	বিজেপি
১৪৮	ভাঙড়	নওশাদ সিদ্দিকি	আইএসএফ
১৪৯	কসবা	জাভেদ খান	তৃণমূল
১৫০	যাদবপুর	শর্বরী মুখার্জি	বিজেপি
১৫১	সোনারপুর উত্তর	দেবাশিস ধর	বিজেপি
১৫২	টালিগঞ্জ	পাপিয়া অধিকারী	বিজেপি
১৫৩	বেহালা পূর্ব	শঙ্কর সিকদার	বিজেপি
১৫৪	বেহালা পশ্চিম	ইন্দ্রনীল খান	বিজেপি
১৫৫	মহেশতলা	শুভাশিস দাস	তৃণমূল
১৫৬	বজবজ	অশোক কুমার দেব	তৃণমূল
১৫৭	মেটিয়াবুরুজ	আবদুল খালেক মোল্লা	তৃণমূল
১৫৮	কলকাতা পোর্ট	ফিরহাদ হাকিম	তৃণমূল
১৫৯	ভবানীপুর	শুভেন্দু অধিকারী	বিজেপি
১৬০	রাসবিহারী	স্বপন দাশগুপ্ত	বিজেপি
১৬১	বালিগঞ্জ	শোভানদেব চট্টোপাধ্যায়	তৃণমূল
১৬২	চৌরঙ্গী	নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়	তৃণমূল
১৬৩	এন্টালি	সন্দীপন সাহা	তৃণমূল
১৬৪	বেলেঘাটা	কুণাল ঘোষ	তৃণমূল
১৬৫	জোড়াসাঁকো	বিজয় ওঝা	বিজেপি
১৬৬	শ্যামপুকুর	পূর্ণিমা চক্রবর্তী	বিজেপি
১৬৭	মানিকতলা	তাপস রায়	বিজেপি
১৬৮	কাশীপুর-বেলগাছিয়া	রীতেশ তিওয়ারি	বিজেপি
১৬৯	বালি	সঞ্জয় সিং	বিজেপি
১৭০	হাওড়া উত্তর	উমেশ রাই	বিজেপি
১৭১	হাওড়া মধ্য	অরূপ রায়	তৃণমূল
১৭২	শিবপুর	রুদ্রনীল ঘোষ	বিজেপি
১৭৩	হাওড়া দক্ষিণ	নন্দিতা চৌধুরী	তৃণমূল
১৭৪	সাঁকরাইল	প্রিয়া পাল	তৃণমূল
১৭৫	পাঁচলা	গুলশন মল্লিক	তৃণমূল
১৭৬	উলুবেড়িয়া পূর্ব	ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়	তৃণমূল
১৭৭	উলুবেড়িয়া উত্তর	চিরণ বেরা	বিজেপি
১৭৮	উলুবেড়িয়া দক্ষিণ	পুলক রায়	তৃণমূল
১৭৯	শ্যামপুর	ড. হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায়	বিজেপি
১৮০	বাগনান	অরুনাভ সেন	তৃণমূল
১৮১	আমতা	অমিত সামন্ত	বিজেপি
১৮২	উদয়নারায়ণপুর	সমীর কুমার পাঁজা	তৃণমূল
১৮৩	জগতবল্লভপুর	অনুপম ঘোষ	বিজেপি
১৮৪	ডোমজুড়	তাপস মাইতি	তৃণমূল
১৮৫	উত্তরপাড়া	দীপাঞ্জন চক্রবর্তী	বিজেপি
১৮৬	শ্রীরামপুর	ভাস্কর ভট্টাচার্য	বিজেপি
১৮৭	চাঁপদানি	দিলীপ সিং	বিজেপি
১৮৮	সিঙ্গুর	অরূপ কুমার দাস	বিজেপি
১৮৯	চন্দননগর	দীপাঞ্জন গুহ	বিজেপি
১৯০	চুঁচুড়া	সুবীর নাগ	বিজেপি
১৯১	বালাগড়	সুমনা সরকার	বিজেপি
১৯২	পান্ডুয়া	তুষার কুমার মজুমদার	বিজেপি
১৯৩	সপ্তগ্রাম	স্বরাজ ঘোষ	বিজেপি
১৯৪	চণ্ডীতলা	স্বাতী খোন্দকার	তৃণমূল
১৯৫	জাঙ্গিপাড়া	প্রসেনজিৎ বাগ	বিজেপি
১৯৬	হরিপাল	মধুমিতা ঘোষ	বিজেপি
১৯৭	ধনেখালি	অসীমা পাত্র	তৃণমূল
১৯৮	তারকেশ্বর	সম্ভু পান	বিজেপি
১৯৯	পুরশুড়া	বিমান ঘোষ	বিজেপি
২০০	আরামবাগ	হেমন্ত বাগ	বিজেপি
২০১	গোঘাট	প্রশান্ত দীঘর	বিজেপি
২০২	খানাকুল	সুশান্ত ঘোষ	বিজেপি
২০৩	তমলুক	হরেকৃষ্ণ বেরা	বিজেপি
২০৪	পাঁশকুড়া পূর্ব	সুব্রত মাইতি	বিজেপি
২০৫	পাঁশকুড়া পশ্চিম	সিন্টু সেনাপতি	বিজেপি
২০৬	ময়না	অশোক দিন্দা	বিজেপি
২০৭	নন্দকুমার	নির্মল খাংরা	বিজেপি
২০৮	মহিষাদল	সুভাষ চন্দ্র পাঁজা	বিজেপি
২০৯	নন্দকুমার	নির্মল খাঁড়া	বিজেপি
২১০	নন্দীগ্রাম	শুভেন্দু অধিকারী	বিজেপি
২১১	চণ্ডীপুর	পীযুষ কান্তি দাস	বিজেপি
২১২	পটাশপুর	তপন মাইতি	বিজেপি
২১৩	কাঁথি উত্তর	সুমিতা সিনহা	বিজেপি
২১৪	ভগবানপুর	শান্তনু পরামানিক	বিজেপি
২১৫	খেজুরি	সুব্রত পাইক	বিজেপি
২১৬	কাঁথি দক্ষিণ	অরূপ কুমার দাস	বিজেপি
২১৭	রামনগর	ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল	বিজেপি
২১৮	এগরা	দিব্যেন্দু অধিকারী	বিজেপি
২১৯	দাঁতন	অজিত কুমার জানা	বিজেপি
২২০	নয়াগ্রাম	অমিয় কিসকু	বিজেপি
২২১	গোপীবল্লভপুর	রাজেশ মাহাতো	বিজেপি
২২২	ঝাড়গ্রাম	লক্ষ্মীকান্ত সাউ	বিজেপি
২২৩	কেশিয়ারি	ভদ্র হেমব্রম	বিজেপি
২২৪	খড়গপুর সদর	দিলীপ ঘোষ	বিজেপি
২২৫	নারায়ণগড়	রমাপ্রসাদ গিরি	বিজেপি
২২৬	সবং	অমল কুমার পান্ডা	বিজেপি
২২৭	পিংলা	সৌগত মান্না	বিজেপি
২২৯	ডেবরা	সুভাশিস ওম	বিজেপি
২৩০	দাসপুর	তপন কুমার দত্ত	বিজেপি
২৩১	ঘাটাল	শীতল কাপাট	বিজেপি
২৩২	চন্দ্রকোনা	সুকান্ত দলুই	বিজেপি
২৩৩	গড়বেতা	প্রদীপ লোধা	বিজেপি
২৩৪	শালবনি	বিমান মাহাতো	বিজেপি
২৩৫	কেশপুর	শিউলি সাহা	তৃণমূল
২৩৬	মেদিনীপুর	শঙ্কর কুমার গুছাইত	বিজেপি
২৩৭	বিনপুর	ড. প্রণত টুডু	বিজেপি
২৩৮	বান্দোয়ান	লাবসেন বাস্কে	বিজেপি
২৩৯	বলরামপুর	জলধর মাহাতো	বিজেপি
২৪০	বাঘমুন্ডি	রুইদাস মাহাতো	বিজেপি
২৪১	জয়পুর	বিশ্বজিৎ মাহাতো	বিজেপি
২৪২	পুরুলিয়া	সুদীপ কুমার মুখার্জি	বিজেপি
২৪৩	মানবাজার	ময়না মুর্মু	বিজেপি
২৪৪	কাশীপুর	কমলাকান্ত হাঁসদা	বিজেপি
২৪৫	পাড়া	নাদিয়াচাঁদ বাউরি	বিজেপি
২৪৬	রঘুনাথপুর	মামনি বাউরি	বিজেপি
২৪৭	শালতোড়া	চন্দনা বাউরি	বিজেপি
২৪৮	ছাতনা	সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	বিজেপি
২৪৯	রানিবাঁধ	ক্ষুদিরাম টুডু	বিজেপি
২৫০	রায়পুর	ক্ষেত্রমোহন হাঁসদা	বিজেপি
২৫১	তালড্যাংরা	সৌভিক পাত্র	বিজেপি
২৫২	বাঁকুড়া	নীলাদ্রিশেখর দানা	বিজেপি
২৫৩	বড়জোড়া	বিল্লেশ্বর সিনহা	বিজেপি
২৫৪	ওন্দা	অমরনাথ শাখা	বিজেপি
২৫৫	বিষ্ণুপুর	শুক্লা চ্যাটার্জি	বিজেপি
২৫৬	কোতুলপুর	লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার	বিজেপি
২৫৭	ইন্দাস	নির্মল কুমার ধারা	বিজেপি
২৫৮	সোনামুখী	দিবাকর ঘরামি	বিজেপি
২৫৯	খন্ডঘোষ	নবীন চন্দ্র বাগ	তৃণমূল
২৬০	বর্ধমান দক্ষিণ	মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র	বিজেপি
২৬১	রায়না	সুভাষ পাত্র	বিজেপি
২৬২	জামালপুর	অরুণ হালদার	বিজেপি
২৬৩	মন্তেশ্বর	সৈকত পাঁজা	বিজেপি
২৬৪	কালনা	সিদ্ধার্থ মজুমদার	বিজেপি
২৬৫	মেমারি	মানব গুহ	বিজেপি
২৬৬	বর্ধমান উত্তর	নিশীথ কুমার মালিক	তৃণমূল
২৬৭	ভাতার	সৌমেন কার্ফা	বিজেপি
২৬৮	পূর্বস্থলী দক্ষিণ	প্রাণকৃষ্ণ তপাদার	বিজেপি
২৬৯	পূর্বস্থলী উত্তর	গোপাল চট্টোপাধ্যায়	বিজেপি
২৭০	কাটোয়া	কৃষ্ণা ঘোষ	বিজেপি
২৭১	কেতুগ্রাম	অনাদি ঘোষ	বিজেপি
২৭২	মঙ্গলকোট	শিশির ঘোষ	বিজেপি
২৭৩	আউশগ্রাম	কালিতা মাজি	বিজেপি
২৭৪	গলসি	রাজু পাত্র	বিজেপি
২৭৫	পাণ্ডবেশ্বর	জিতেন্দ্র কুমার তিওয়ারি	বিজেপি
২৭৬	দুর্গাপুর পূর্ব	চন্দ্রশেখর ব্যানার্জি	বিজেপি
২৭৭	দুর্গাপুর পশ্চিম	লক্ষণ চন্দ্র ঘোড়ুই	বিজেপি
২৭৮	রানিগঞ্জ	পার্থ ঘোষ	বিজেপি
২৭৯	জামুরিয়া	ড. বিজন মুখার্জি	বিজেপি
২৮০	আসানসোল	অগ্নিমিত্রা পল	বিজেপি
২৮১	আসানসোল উত্তর	কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি	বিজেপি
২৮২	কুলটি	অজয় কুমার পোদ্দার	বিজেপি
২৮৩	বারাবনি	অরিজিৎ রায়	বিজেপি
২৮৪	দুবরাজপুর	অনুপ কুমার সাহা	বিজেপি
২৮৫	সিউড়ি	জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়	বিজেপি
২৮৬	বোলপুর	চন্দ্রনাথ সিনহা	তৃণমূল
২৮৭	নানুর	বিধান চন্দ্র মাঝি	তৃণমূল
২৮৮	লাভপুর	দেবাশিস ওঝা	বিজেপি
২৮৯	সাঁইথিয়া	কৃষ্ণকান্ত সাহা	বিজেপি
২৯০	হংসন	কাজল শেখ	তৃণমূল
২৯১	রামপুরহাট	ধ্রুব সাহা	বিজেপি
২৯২	ময়ূরেশ্বর	দুধকুমার মণ্ডল	ময়ূরেশ্বর
২৯৩	নলহাটি	রাজেন্দ্র প্রসাদ সিং	তৃণমূল
২৯৪	মুরারই	মোশারফ হোসেন	তৃণমূল